মূল : আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (র)

সংকলন ও অনুবাদে : মুহাম্মদ আবদুল আযীয

আর আই এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা

যঈফ ও মওজু'
হাদীসের সংকলন

১ম খন্ড

মূল ঃ
আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানী (র)

সংকলন ও অনুবাদে ঃ
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আযীয
লিসান্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা

সম্পাদনায় ঃ
শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

আর আই এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা

যঈফ ও মওজু হাদীসের সংকলন
মূল ঃ আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানী (র)
সংকলন ও অনুবাদে ঃ
অধ্যাপক আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাহেব

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার
আর আই এস পাবলিকেশন্স
বাইমাইল, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।

প্রকাশকাল ঃ
শাবান ১৪২১
কার্তিক ১৪০৭
নভেম্বর ২০০০

প্রচ্ছদ ঃ গোলাম মাওলা

মুদ্রণে ঃ মজিদ প্রিন্টার্স
৫, সৈয়দ হাসান আলী লেন,
বাবুবাজার, ঢাকা। ফোন ঃ ২৪৩৯২১

বাঁধাই ঃ
আরশেদ বুক বাইন্ডিং
১৪২ সুত্রাপুর ডাইলপট্টি, ঢাকা।

বিনিময় ঃ ১৪০/- (একশত চল্লিশ টাকা মাত্র)

Zaeef O Mauju Hadeeser Sonkalan, origin by Nasiruddin Albani, compiled & translated by Abdul Aziz Siddiq and edited by Shah Abdul Hannan, published by RIS Publications, first edition November 2000, Price Taka 140.00 only.

নজরানা

আমার জান্নাতবাসী আব্বা ও আম্মা এবং
ইসলামের জন্য নিবেদিত সকল
মর্দে মুজাহিদগণের সমীপে-

এই বইটি সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডিপুটি গভর্নর রাজস্ববোর্ডের চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক শাহ্ আবদুল হান্নান সাহেবের

অভিমত-----------------------

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস। আল্লাহ তায়ালা নিজেই কুরআন হিফাজতের কথা ঘোষণা করেছেন। হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা সত্বেও পরবর্তী সময়ে হাদীসের মধ্যে কিছু বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এসব হয়েছে কপট বিশ্বাসী স্বার্থান্বেষী মহলের মাধ্যমে।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ হাদীস শাস্ত্রকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এই উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার নাম 'আসমাউর রিজাল' এবং 'জারাহ ও তাদীল'। প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত যুক্তিভিত্তিক হওয়ায় অমুসলমান গবেষকগণও একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাদীসশাস্ত্র বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

এই উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে কিছু বিকৃত আকীদা ও আমল ইসলামের গণ্ডিতে ঢুকে পড়ে। ভ্রান্ত ও বিজাতীয় এসব আকীদা, জসম ও রেওয়াজকে গ্রহণযোগ্যতার রূপ দেয়ার জন্য কিছু লোক বিকৃত হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে মুসলিম সমাজে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের নির্দেশ গৌণ হয়ে যায়। আর বিকৃত হাদীসের চর্চা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর পরিণতি আমাদের জন্য খুব খারাপ হয়েছে।

বিকৃত ও বানোয়াট হাদীসের সাথে পরিচয় না থাকার দরুন মওজু হাদীস সমাজে সহজেই ঢুকে পড়ে। সমাজের সরলমনা লোকগণ হাদীস মনে করে 'সওয়াব' এর আশা নিয়ে আন্তরিকতার সাথে বিকৃত হাদীসটির নির্দেশ পালন করে থাকে। এরূপ নাজুক অবস্থা থেকে সমাজের লোকদেরকে রক্ষা করার মানসেই জাল ও বিকৃত হাদীসের এ সংকলন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আমার শত ব্যস্ততার মাঝেও সংকলনের পাণ্ডুলিপিটি আমি নিজেই আগ্রহ সহকারে দেখি এবং বিষয়টি জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া অত্যন্ত জরুরী মনে করে আর,আই,এস পাবলিকেশন্স-এর স্বত্বাধিকারী স্নেহভাজন রফিকুল ইসলাম সরদারকে এটি প্রকাশ করার অনুরোধ করি।

আমার বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আকীদা অপনোদনে সংকলনটি খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বিরাট আকারের সংকলন সম্ভবতঃ এটিই প্রথম। সংকলক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন, এই দু'আ করি। আমীন!

(শাহ্ আবদুল হান্নান)

সংকলকের কৈফিয়ত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم : اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ۔

একটি সভ্য জাতির মূল চালিকাশক্তি হলো সে জাতির শাসনতন্ত্র। দেশ ও জাতির আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা তথা জাতিকে উন্নতি ও প্রগতির উচ্চমানে পৌছানোর কতিপয় নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতির একক নাম হলো শাসনতন্ত্র বা সংবিধান। সংবিধানকে উপেক্ষা করে কোনো জাতি মর্যাদা বা উন্নতির আশা করতে পারে না। সারা বিশ্বের মুসলমানগণ যে বিধান পালন করেন তার নাম শরীয়ত। আর শরীয়তের মূল উৎস কুরআন। কুরআনের বাস্তব রূপ-প্রক্রিয়ার কাঠামোগত বিশ্লেষণ হলো হাদীস। কুরআন হাদীসের ব্যাপকতায় সংযোজিত হয় ইজমা ও কিয়াস। কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের সামষ্টিক নাম আধুনিক পরিভাষায় (Constitution) বা শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রের অবমূল্যায়ন করে মুসলিম জাতি উন্নতির আশা আদৌ করতে পারে না।

মুসলমানের শাসনতন্ত্র ওহীভিত্তিক হওয়ায় অন্যান্য জাতির শাসনতন্ত্রের সাথে এর একটা বিস্তর ফারাক রয়েছে। মানব রচিত বিধানে সংশোধনের সুযোগ থাকলেও ওহীভিত্তিক বিধানে সংশোধন, সংস্করণ, বিষয় সংযোজন ও বিয়োজনের কোনো অবকাশ নেই। এ বিধান অমোঘ, চিরন্তন। অমোঘ ও চিরন্তন হওয়ার সুবাদে এরূপ ধারণা পোষণ করার সুযোগ নেই যে, বিধান তো সেকেলে কিংবা যুগোপযোগী নয়। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, আজকের বৈজ্ঞানিক ও কম্পিউটারের যুগে যে বিষয়বস্তু সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ের উপর ১৪শ' বৎসর আগেই ইঙ্গিত রয়েছে। মুসলমানগণ কুরআনের পথ ধরে বিষয়টি জগতবাসীদের কাছে তুলে ধরতে এরকম ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি নূতন কিংবা নবাবিষ্কৃত বলে মনে হয়।

আজকের দিনে মুসলমান বলতে বুঝায় নিগৃহীত-নিপীড়িত, মূর্খ, প্রতারক, মিথ্যার বেসাতি ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত এক জাতি। সততা, নিষ্ঠা ও ন্যায়ের

প্রতীকরূপে যে জাতির পরিচয় ছিল বিশ্বব্যাপী তারা আজ উপরোক্ত অভিধায় অভিহিত কেন? 'কেন' এর জবাব একটাই; তা হলো শাসনতন্ত্রের অবমূল্যায়ন।

শাসনতন্ত্রের ২য় উৎস হাদীস। রাসূলের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির নাম হাদীস। এক পর্যায়ে এই হাদীস ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শাসনতন্ত্রের অবমূল্যায়ন ঘটে।

রাসূলের জীবদ্দশায়ই এমন কিছু দুর্ভাগা লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যারা সবশ্রেষ্ঠ নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। তারা চির জাহান্নামী কাফের। আবার এমন কিছু ভাগ্যহত লোকও ছিল যারা বাহ্যতঃ বিশ্বাসী হলেও মূলতঃ তারা ছিল কপট বিশ্বাসী। ক্ষতির দিক থেকে এরা ছিল খুবই ভয়ংকর। মুসলিম জাতির অধঃগতির জন্যে তারা সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগ করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাদের উত্তরসূরীগণ যুগ ও বংশ পরম্পরায় ধংসের ধারাবাহিকতার যোগ্যতর উত্তরসূরী হিসাবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। শরীয়তী বিধানের ২য় উৎস হাদীসে এ সম্প্রদায়ের লোকগণ ভাইরাস সংক্রমণ করে। ফলে হাদীসশাস্ত্রের ভুবনে দেখা দেয় বিপর্যয়। পরিণতিতে মুসলিম জাতি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিতর্ক, সংশয়, কাঁদা ছোড়া-ছোড়ি এমনকি খুন-খারাবিতে লিপ্ত হয়।

কপট বিশ্বাসীগণ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধ কথার সাথে–

قال رسول الله (ص) 'রাসূল (সা) বলেছেন'

এ বাক্যের সংযোজন করে। সহজ সরলমতি লোকগণ তাদের নিজস্ব কথাকে রসূলের কথা বা হাদীস মনে করে তদনুযায়ী চলা ও মান্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কথিত বা শ্রুত কথা রসুলের অমোঘ কথা মনে করে তা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কোথাও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়েছে, কোথাও চরম পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। আবার কখনো যুদ্ধ-বিগ্রহ করে অবর্ণনীয় দুর্দশার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

আজকের মুসলিম মিল্লাত শতধা বিভক্ত, পশ্চাৎপদ, নিপীড়িত। জাতির এই অধঃগতির জন্যে হাদীসশাস্ত্রের বিকৃতি কম দায়ী নয়। কেননা জাতির যে অংশ যে ভূমিকায় অবস্থান করছে সে তার সমর্থনে হাদীস পেশ করছে। ফলে বিবদমান প্রতিটি লোকই তার অবস্থান, ভূমিকা, তৎপরতা, হাদীস সমর্থিত মনে করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই 'ইবাদত'-জ্ঞানে আপন মনে এসব করে যাচ্ছে। উদাহরণতঃ

বলা যায়, কবরপূজা, ব্যক্তিপূজা, ইত্যাকার কাজ করা আর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজসেবামূলক কাজ না করা। এই করা এবং না করার কাজে যারা নিয়োজিত তারা কিন্তু তাগুতের সমর্থনে হাদীস পেশ করতঃ কাজগুলো সওয়াব-এর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই করে যাচ্ছে। অথচ সঠিক অর্থে এ ধরনের কাজ করা নাজায়েয এমনকি হারাম। শরীয়তের বিধান বহির্ভূত বা হারাম কাজে লিপ্ত থেকে শান্তি ও প্রগতির আশা করা বাতুলতা নয়কি? হাদীসশাস্ত্র ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারণে আজকের এক শ্রেণীর মুসলমান হারামকে হালাল, অবৈধকে বৈধ, অকল্যাণকে কল্যাণ মনে করছে।

অবস্থার অবনতি এতোটুকু পর্যন্ত পৌঁছে যে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব, রুগ্ন, নির্যাতিত ইত্যাকার মানবেতর জীবন যাপনকারী অবহেলিত শ্রেণীর লোকদের সেবা-সুশ্রূষার নির্দেশ অত্যন্ত কঠোরভাবে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সে নির্দেশ আজকের মুসলিম জাতির কাছে গৌণ, উপেক্ষিত, অবজ্ঞেয়। ৩, ৫, ৭ বেজোড় সংখ্যায় কোনো তাসবীহ্ পাঠ করলে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের কতিপয় নফল নামায অথবা কতিপয় দিনের কিছু রোযা কিংবা কোনো বুজুর্গানে দীন বা পীরানে পীরের দেয় ওজীফার আমল করলে যদি বিনিময়ে মণিমুক্তা, হীরা-পান্না-জহরত খচিত সুরম্য অট্টালিকা, অপ্সরা সুন্দরী ষোড়ষী তন্বী হুর গেলমান, দুধ ও মধু মিশ্রিত স্রোতস্বীনী প্রবাহিত লেক এবং বিচিত্র বর্ণ ও বিমোহিত সুগন্ধের সুশোভিত ফুলের বাগান এবং সুস্বাদের রকমারী ফলের বাগিচা পাওয়া যায় তাহলে আর্তের সেবা, মজলুমের প্রতি সদয় হওয়া এবং অন্ন-বস্ত্র আশ্রয়হীনের পাশে দাঁড়ানোর ঝুঁকি বহন করতে যাবে কেন? উপরোক্ত আকর্ষণীয় ও অভাবনীয় বস্তুগুলো প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে বিকৃত ও ভাইরাস আক্রান্ত হাদীসে। যঈফ ও জাল হাদীসের দৌরাত্ম্যে আজকের মুসলিম সমাজ থেকে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ বিলুপ্তির পথে। ফলে কুরআন ও হাদীসের অমোঘ নির্দেশ আর্তমানবতার সেবা না করেও শুধুমাত্র কতিপয় অনুষ্ঠান ও জপমালার অনুশীলন করে ধর্মের পুরোহিত কিংবা ধর্মগুরু, বুযুর্গ, অলীয়ে কামেল, আল্লামা, কুতুব, আবদাল, মৌলভী, মাওলানা, হযরত, ইত্যাকার চমকপ্রদ ও শ্রদ্ধাবোধক উপাধিতে ভূষিত ও নন্দিত হচ্ছে অতি সহজেই। অধিকন্তু এসব তথাকথিত নন্দিত ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করে মুসলমান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক শ্রেণীর লোক মসজিদ, মাদ্রাসাহ, খানকাহ,, মাযার, দরগাহমুখী হয়ে

উঠে। তাদেরকে মানবতার সেবামূলক কাজে দেখা যায় না। আরেক শ্রেণীর লোক আর্তের সেবায় নিয়োজিত হলেও তাদেরকে মসজিদ, মাদ্রাসায় দেখা যায়না। সৃষ্টি হয় মৌলভী ও মিস্টারের শ্রেণী-সংঘাত। একে হয়ে উঠে অপরের জন্য অসহনীয়। বাড়ে তিক্ততা, অনৈক্য, দ্বন্দ্ব, বিতর্ক, কাঁদা ছোড়াছুড়ি এমনকি মারামারি। মুসলিম সমাজে জেঁকে বসে স্থবিরতা, কুটিলতা আড়ষ্টতা। থমকে যায়, প্রগতি ও উন্নতির ফল্গুধারা, পরিচয় ঘটে মূর্খতা ও পশ্চাদপদতার প্রতীকরূপে। অপরদিকে বিজাতীয়গণ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, অর্থ-সম্পদে, নব নব আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গী হয়ে বিশ্ববাসীকে ঋণী করে তোলে।

গবেষকগণ হাদীসশাস্ত্রকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করেন। বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হওয়ায় সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলো সুরক্ষিত হয় এবং বিকৃত ও ভাইরাসে আক্রান্ত হাদীসগুলো দুর্বল, ভিত্তিহীন, বাতিল, জাল বা মওজু নামে অভিহিত হয়ে চিহ্নিত হয়ে যায়। তারা বিকৃত হাদীস চিনবার এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কেবলমাত্র উপায় বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি। বরং পরবর্তী সময়ের গবেষকগণ বিকৃত ও ভাইরাসে আক্রান্ত হাদীসগুলো গ্রন্থবদ্ধ করে মুসলমান জনসাধারণকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করেন।

হাদীস বিকৃতির করুণ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে সমকালীন বিশেষজ্ঞগণ আতংকে আঁতকে উঠেন। ফলে প্রতি যুগেই এ বিষয়ের উপর মুজতাহিদগণ গ্রন্থ রচনা করেন। শুধুমাত্র বিকৃত ও বিভ্রান্তিমূলক হাদীসের উপর অদ্যাবধি প্রায় শতাধিক সংকলিত গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া যায়। এ বিষয়ের উপর সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেন আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী (র)। তিনি ছিলেন হাদীস ভুবন বিশেষতঃ আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের পুরোধা। হাদীস শুদ্ধ, অশুদ্ধ হওয়ার নীতি নির্ধারণে তিনি ছিলেন পারদর্শী। হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে তিনি ছিলেন নন্দিত ও স্বীকৃত।

তিনি 'যঈফ ও মওজু' হাদীসের একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৫ খণ্ডে রচিত গ্রন্থে ২৫০০টি এ ধরনের হাদীস সংকলন করেছেন। হাদীস অশুদ্ধ ও বিকৃত হওয়ার সর্বজন স্বীকৃত নীতিমালার নিরিখে তিনি প্রতিটি হাদীসের চুলচেরা এমন বিশ্লেষণ করেছেন যার দ্বারা হাদীসটি দুর্বল, জাল, বাতিল বা

ভিত্তিহীন হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। ১৯৭৮ সালে মদীনা মুনাওয়ারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁর রচিত ১ম খণ্ড গ্রন্থটি পাঠ করার সুযোগ হয়। প্রথম খণ্ডের মাত্র ৫শ' বিকৃত হাদীসের তালিকা দেখে হতভম্ব হয়ে যাই। বুখারী মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার হাদীসগুলো পঠিত থাকা সত্বেও বিকৃত ও বিতর্কিত হাদীসের সাথে ভালো পরিচয় না থাকার দরুন সত্যিই বিস্মিত হই। এই উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের মধ্যে কত যে রুসম রেওয়াজের প্রচলন আছে যেগুলোকে ধর্মের বিধান বা হাদীস সমর্থিত মনে করে 'ইবাদত'রূপে গণ্য করা হয়। সাধারণ লোক তো বটেই এমনকি ধর্মের গুরুজনরাও এই বিভ্রান্তির শিকার। পরিধেয় বস্ত্রের আকার-আকৃতি, মিলাদের কিয়াম, নবীর শারীরিক কাঠামোর উপাদান, আযানের দোয়ায় হাত উঠানো ইত্যাকার তুচ্ছ ব্যাপারে তুলকালাম কাণ্ড ঘটানো এই বিভ্রান্তিরই পরিণতি। এমনকি আলেমগণ এসবেরই রেশ ধরে সুন্নী, ওহাবী, বেরলভী, দেওবন্দী ইত্যাদি শিবিরে বিভক্ত হয়ে বিবদমান গ্রুপগুলো স্বকীয় ধারার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে হাদীসেরই সাহায্য নিয়ে বাহাস ও বিতর্কে লিপ্ত হওয়াকে ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে এবং যথার্থ ইবাদত মনে করে অবলীলায় করে যাচ্ছে।

হাদীস যাচাই বাছাই করার স্বীকৃত নীতিমালার নিরিখে এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ হাদীস সম্পর্কে জাল, মিথ্যা, ভিত্তিহীন, দুর্বল হওয়ার মন্তব্য করেছেন। মন্তব্য করার আগে আরো যে চেতনা ও অনুভূতি সহায়তা করেছে তা হলো তাঁদের আল্লাহভীতি ও রসূলপ্রীতি। বিকৃত হাদীসটির স্বরূপ উদঘাটনে বিশেষজ্ঞগণের চুলচেরা আলোচনা একথারই সাক্ষ্য বহন করে।

আমাদের বাংলাভাষাভাষী মুসলমান জনগণকে সাধারণভাবে এবং আলেমদেরকে বিশেষভাবে এ বিষয়ে সতর্ক করা, জাগিয়ে তোলা, সংশোধনের উদ্দেশ্যে এ বিষয় সম্পর্কে বাংলা ভাষায় উপাদান থাকা জরুরী মনে করি। এ মহান ব্রত সামনে রেখেই ১৯৮৫ সাল থেকে এ কাজে মনোনিবেশ করি। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীর (র) প্রণীত জাল ও যঈফ হাদীস গ্রন্থের ১৫শ' হাদীস থেকে আমাদের দেশে প্রচলিত ও প্রচারিত প্রায় ৬শ' হাদীস আমি বাংলা ভাষায় সংকলন ও অনুবাদ করি। ইমাম শাওকানী, ইমাম সুয়ূতীসহ অন্যান্য কতিপয় জাল হাদীস গ্রন্থের সহায়তাও গ্রহণ করি।

হাদীস বিশারদগণ যেভাবে বিকৃতির বিবরণ দিয়েছেন বাংলা ভাষায় সেভাবে বিবরণ দিতে গেলে বর্তমান গ্রন্থের কলেবর ৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে যা ছাপানো কষ্টকর। সে কারণে বিকৃতির ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া রয়েছে। আবার কোথাও শুধুমাত্র বাতিল, ভিত্তিহীন, দুর্বল, জাল বলা হয়েছে। অবশ্য যেসব হাদীসের প্রসঙ্গ জটিল ও কঠোর সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা বা জ্ঞাত হওয়ার জন্যে রেফারেন্স দেয়া রয়েছে।

হাদীস বিকৃত হওয়ার ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোন মন্তব্য ও বক্তব্য নেই। এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত তাঁদের কথাগুলো বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করেছি মাত্র। এরূপ জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়ে আমার মত একজন অতি নগণ্য ও নালায়েকের হাত দেয়া ধৃষ্টতা বৈকি। ভবিষ্যত প্রজন্মের কোন অনাগত ভাগ্যবান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এরূপ মহান কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার অভিপ্রায়ে এ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলাম। আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে এ ই মিনতি জানাই, সংকলনের ব্যাপারে আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি যেন তিনি মাফ করে দেন এবং এই যৎসামান্য খেদমতটুকু 'আমলে সালেহ'রূপে কবুল করতঃ পারলৌকিক মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন।

দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। ব্যবসায়িক গ্রন্থ না হওয়ায় এবং গ্রন্থটি ছাপানোর জন্য কোন আগ্রহী পাবলিশার না পাওয়ায় পান্ডুলিপিটি দীর্ঘসময় পর্যন্ত ফাইলবন্দী হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর বর্তমান চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শ্রদ্ধেয় শাহ্ আবদুল হান্নান সাহেবের কাছে বিষয়টি তুলে ধরলাম। তিনি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ পাণ্ডুলিপিটি নিজেই দেখেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

এদিকে এ বিষয়ের উপর একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে আছে– এ কথাটি বিভিন্ন মহলে জানাজানি হলে বিভিন্ন স্তরের গুণীজনদের কাছ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশনার ব্যাপারে তাকীদ আসতে থাকে। অতঃপর শাহ্ আবদুল হান্নান সাহেবের আন্তরিক অনুরোধে আর আই এস এর স্বত্বাধিকারী সময়ের সাহসী পুরুষ জনাব রফিকুল ইসলাম সরদার এটি ছাপানোর গুরু দায়িত্ব বহন করেন।

গ্রন্থ সংকলনের সূচনালগ্নে মাসিক পৃথিবী'র তৎকালীন সম্পাদক ও বহু গ্রন্থ

প্রণেতা আলহাজ্ব আবদুল মান্নান তালিব ভাইসহ আরো অনেক সুহৃদ বন্ধু বই-পুস্তক সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা করেছেন। অনুবাদ কাজে সহায়তা করেছেন বন্ধুবর সহপাঠী মাওলানা এ কে এম আবদুর রশীদ সাহেব। গ্রন্থটি প্রকাশনার এই লগ্নে তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। আমীন, সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বুল আলামীন।

মুহাম্মদ আবদুল আযীয

এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

অক্টোবর ২০০০
রজব ১৪২২
কার্তিক ১৪০৭

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর জাল হাদীস ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

হাদীসের পরিচয়

কুরআনে حَدِيْث শব্দটির প্রয়োগ অনুসারে ও আভিধানিক দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো– কথা, সংবাদ, বাণী, খবর, বর্ণনা, আধুনিক ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ্ কুরআনে এরশাদ করেন–

فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ ـ

তারপর তারা কোন কথাকে বিশ্বাস করবে– (আরাফ ঃ ১৮৫)।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا ـ

পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ কিতাবরূপে উত্তম বাণী আল্লাহ্ নাযিল করেছেন– (জুমুয়া ঃ ২৩)।

وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ـ

"তোমার কাছে মুসার খবর এসেছে কি?" (নাযিয়াত : ১৫)

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ـ

"তবে তোমার রবের নেয়ামতের বর্ণনা কর" (দ্বোহা ঃ ১১)

আরবী ভাষায় এর ব্যবহারের উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে :

يُوْجَدُ لَدَيْنَا الاثَاثَ الْحَدِيْثَةَ ـ

আমাদের কাছে আধুনিক ফার্নিচার পাওয়া যায়।

ইমাম রাগেব ইস্‌পাহানী স্বীয় গ্রন্থ মুফরাদাতে বলেন ঃ

الحديث والحدوث كون الشئ بعد ان لم تكن عرضا كان جوهرا وكل كلام يبلغ الانسان من جهة السمع او الوحى فى يقظته اومنامه يقال له الحديث ـ

'অস্তিত্ববিহীন বস্তুর অস্তিত্ব লাভ করার নাম হাদীস ও হুদুস, সেটা শরীরী হোক কিংবা অশরীরী। শ্রবণ কিংবা অহীর সূত্রে ঘুমে অথবা জাগরণে মানুষের কাছে পৌছে এমন প্রত্যেক কথাকে হাদীস বলা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় হাদীস শাস্ত্রের বিশারদগণ প্রায় সমার্থবোধক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রা) বলেন ঃ

علم الحديث فى اصطلاح جمهورا المحدثين يطلق على قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره -

সমগ্র মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস বলে।[১]

বুখারীর ভূমিকায় আছে :

فهو علم يعرف به اقوال النبى صلى الله عليه وسلم وافعا له واحواله -

হাদীস এমন জ্ঞান যদ্বারা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।[২]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন ঃ

هو علم يعرف به اقوال النبى صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله -

ইলমে হাদীস এক বিশেষ জ্ঞান যার মাধ্যমে নবীর কথা, কাজ ও অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

নোয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেব বদরুদ্দীন আইনীর (র) সাথে একমত

---

১. মিশকাতুল মাসাবিহ।

২. মুকাদ্দিমা, সহীহুল বুখারী ঃ পৃ ৫৩৬।

পোষণ করে অতিরিক্ত বলেন ঃ

وكذلك يطلق على قول الصحابى وفعله وتقريره وعلى قول التابعى وفعله وتقريره -

অনুরূপভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবেয়ীর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীস বলে।

উপরোল্লেখিত বর্ণনায় প্রমাণ হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবূয়্যতী জীবনে যা কিছু বলেছেন, করেছেন এবং অন্যের কথা বা কাজের অনুমোদন ও সমর্থন করেছেন তা হাদীস। হাদীসকে অপর ভাষায় সুন্নাহও বলা হয়। সাহাবীর কথা, কাজ ও সম্মতিও কারো মতে হাদীস; তবে এগুলো 'আছার' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সম্মতিকে ফত্ওয়া বলে।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট হাদীসবিদ হাফেজ সাখাভী বলেন,

وكذا اثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاوهم فما كان السلف يطلقون على كل حديثا -

'অনুরূপভাবে সাহাবা, তাবেয়ী ও (তাবেতাবেয়ীদের) আছার ও ফত্ওয়াসমূহের প্রত্যেকটিকে আগেকার লোকেরা হাদীস বলতেন।

হাদীসের উৎস ঃ অহী

হাদীসের মূল উৎস অহী। অহীর আভিধানিক অর্থ গোপন ইশারা। আর এই ইশারা ইংগিত কথার মাধ্যমে হতে পারে। আবার কখনো রূপবিহীন শুধু শব্দেও হতে পারে। আবার হতে পারে কোনো অংগ বা লিখনীর ইশারায়।[১]

আবু ইসহাক সুখাভী লিখেছেন ঃ

واصل الوحى فى اللغة كلها اعلام فى خفاء -

গোপনে অভিহিত করা। সকল অভিধানে অহীর এ অর্থ করা হয়েছে।

শেখ আবদুল্লাহ্ সরকাভী বলেন ঃ

الوحي الاعلام فى الخفاء وفى اصطلاح الشرع اعلام الله تعالى انبيائه الشئ اما بكلام او برسالة ملك او منام او الهام وقد يجئ معنى الامر -

অহীর অর্থ গোপনে জানিয়ে দেয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায় কথা বলে বা ফিরিশতা পাঠিয়ে কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীদেরকে কোনো বিষয় সম্পর্কে অভিহিত করা। কখনো নির্দেশ দান অর্থে অহী ব্যবহৃত হয়।

রসূলের কাছে অবতীর্ণ আল্লাহর অহী দু'প্রকার। অহীয়ে মাত্লু বা পঠিতব্য অহী। জিব্রাইল (আ) আল্লাহর যে বাণী রাসূলের কাছে নিয়ে আসতেন সেগুলো শব্দ ও বাক্যে হুবহু তিনি পাঠ করে হেফাজত করতেন। এই পঠিতব্য হুবহু অহীই আল কুরআন। দ্বিতীয় প্রকার অহীকে গায়রে মাতলু অহী বলা হয়। অহী দ্বারা প্রাপ্ত মূলভাব রসূল (সা) নিজের ভাষায় প্রকাশ করতেন। এ সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের নাম হাদীস। আর এ অর্থেই হাদীসকে অহীয়ে গায়রে মাত্লু বলা হয়।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী বা রসূল হওয়ার সাথে সাথে তিনি ছিলেন মানুষও। কুরআনে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে—

اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحى اِلَيَّ -

---

১. اصل الوحى الاشارة السرية ذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وباشارة ببعض الجوارح والكتابة-

মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী, পৃঃ ৫৩৬

"আমি তোমাদের মত মানুষ; তবে আমার কাছে অহী আসে।" এ দৃষ্টিভংগীতে তাঁর কার্যাবলীকে নবীসুলভ ও মানবসুলভ এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। নবীসুলভ কার্যাবলীর মধ্যে আছে পরকাল, উর্দ্ধজগত, ইবাদত, সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম শৃংখলা, জনকল্যাণকর নীতি, আমল-আখলাক সম্পর্কিত বিষয়বস্তু। এগুলোর কোনটির উৎস অহীর সমমর্যাদা সম্পন্ন।

মানবসুলভ কার্যাবলীর মধ্যে আছে চাষাবাদ, চিকিৎসা, বস্তুর গুণাগুণ, অভ্যাস কিংবা সংকল্প ব্যতীত ঘটনাক্রম কার্য, প্রচলিত কাহিনীমূলক, সাময়িক কল্যাণমূলক এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ সিদ্বান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ক। এগুলোর উৎস রসূলের অভিজ্ঞতা, ধারণা, অভ্যাস, আঞ্চলিক প্রথা ও স্বাক্ষ্য প্রমাণ। অহী ও ইজতিহাদের সূত্রে প্রাপ্ত হাদীসের অনুসরণ প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। আর দ্বিতীয় প্রকারের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের যেগুলো রসূল পছন্দ করতেন সেগুলো আমাদের অনুকরণীয় কিন্তু আবশ্যিক নয়।

এ সম্পর্কে ইমাম নব্বী শরহে মুসলিমে বলেন ঃ

قال العلماء ولم تكن هذا القول خبرا وانما كان ظنا كما بينه فى هذه الر وابات قالوا ورأيته صلى الله عليه وسلم فى امور المعاشى وظنه كغيره ، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص فى ذلك -

"আলেমগণ বলেন ঃ নবীর এ ধরনের কথা (মানব সুলভ) হাদীসের পর্যায়ে ছিলনা। বরং ধারণামাত্র ছিল যা এ ধরনের রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখ হয়েছে। তাঁরা আরো বলেছেন ঃ বৈষয়িক ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা অন্যান্য মানুষের ধারণার মতই। সুতরাং এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয় এবং তাতে দোষও নেই।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذو به واذا

امرتكم بشىء من رائ فانما انا بشر -

আমি একজন মানুষ। তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কিছুর আদেশ করি তখন তা গ্রহণ কর, আর যখন আমার নিজ রায় থেকে কোনো কিছুর আদেশ করি তখন মনে রেখো আমি একজন মানুষ মাত্র।

মোদ্দাকথা হলো, দৈনন্দিন জীবনের বৈষয়িক ও ব্যবহারিক ব্যাপারে রসূলের কথা সাধারণ মানুষের মতই। এরূপ সব কথাই সত্য প্রামাণিত হওয়া অপরিহার্য নয়। মদীনায় খেজুর গাছ সম্পর্কে রসূল আরবদের নিয়ম সম্পর্কে যে নিষেধবাণী করেছিলেন তা এ পর্যায়ের কথা ছিল।

হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

হাদীস শাস্ত্রবিদগণ হাদীসকে সংজ্ঞা, সনদ ও রাবীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমতঃ সংজ্ঞার ভিত্তিতে হাদীস তিন প্রকার যথা ঃ

(১) কাওলী ঃ কথা জাতীয় হাদীসকে কাওলী হাদীস বলে। যেমন বলা হলো–

قال رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم -

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন'

(২) ফে'লী ঃ কাজ-কর্ম ও বিবরণ সম্বলিত হাদীসকে ফে'লী হাদীস (فعلى حديث) বলে। যেমন ঃ–

عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاجة -

'আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোরগের গোশ্‌ত খেতে দেখেছি।'

হাদীসটিতে রসূলের একটি কাজের বিবরণ রয়েছে।

(৩) তাকরীরি ঃ অনুমোদন ও সমর্থনসূচক কথা ও কাজকে তাকরীরি হাদীস (تقريرى حديث) বলে। যেমন ঃ

عن ابن ابى اوفى (رض) قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأ كل معه الجراد ـ

হযরত ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধ করেছি। আমরা তাঁর সাথে ফড়িং জাতীয় চড়ুই খেতাম।

হাদীসটিতে একটি কাজের বিবরণ দেয়া হয়েছে যাতে রসূলের অনুমোদন ও সমর্থন আছে।

উপরোল্লেখিত তিন প্রকারের হাদীস আবার সনদের স্তর ও পৌছানো পদ্ধতি হিসেবে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। নিম্নে এগুলোর নাম ও সংজ্ঞা আলোচনা করা হলো ঃ-

১। মারফু ঃ ইমাম নব্বী বলেন ঃ

المرفوع ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه على غيره سواء كان متصلا او منقطعا ـ

বিশেষভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বোধন করা কথাই মারফু হাদীস। মুত্তাসিল বা মুনকাতি' যাই হোক অন্য কারো কথা এখানে অনুপস্থিত।

অর্থাৎ যে হাদীসের বর্ণনাধারা রসূল পর্যন্ত পৌছেছে। সহজ কথায় যা রসূলের হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে এমন হাদীসকে মরফু বলে। যেমন

কোনো সাহাবী বললেন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ـ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি।

এরূপ হাদীসকে আবার মরফুয়ে কাওলী বলা হয়।

কোনো সাহাবী বললেন ঃ-

رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا ـ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। এরূপ হাদীস মরফুয়ে ফেলী নামে পরিচিত।

কোনো সাহাবী বললেন ঃ

فعلت بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكر

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে এরূপ করছি; কিন্তু তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেননি।

এরূপ হাদীস মারফুয়ে তাকরীরি নামে অভিহিত।

(২) মাওকুফ ঃ ইমাম নববী বলেন ঃ

الموقوف ماضيف الى المصحابى قولا اوفعلا او نحو متصلا كان او منقطعا ـ

সাহাবীর কথা, কাজ বা অনুরূপ কিছু মুত্তাছিল বা মনকাতে, যাই হোক ছাহাবীর প্রতি সম্বোধন যুক্ত হলে তাকে হাদীসে মাওকুফ বলে।

অর্থাৎ যে হাদীস সাহাবীর বলে প্রমাণিত তাকে মাওকুফ হাদীস বলে। এরূপ হাদীসের অপর নাম আছার (اثار) যেমন–

(৩) মাক্তু ঃ ইমাম নববী বলেন ঃ الموقوف على التابعى

অর্থাৎ, যে হাদীস তাবেয়ীর বলে সাব্যস্ত তাকে হাদীসে মাক্তু বলে। মাক্তু হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীসের সনদে সংযোগ, বিচ্ছিন্নতা, সংযোজন ও বিয়োজনের দৃষ্টিতে হাদীসকে নিম্নরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে ঃ-

(১) মুত্তাসিল ঃ যেসব হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো স্তরে কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি, সর্বস্তরে ধারাবাহিকতা যথার্থরূপে রক্ষিত হয়েছে সেগুলো হলো হাদীসে মুত্তাসিল। বাদ না পড়ার নাম ইত্তেসাল। হাদীসে মুত্তাসিল মকবুল হাদীস।

(২) মুনকাতি ঃ যেসব হাদীসের সনদ কোনো স্তরে রাবীর নাম বাদ পড়েছে সেগুলোকে মুনকাতি বলে। রাবীর নাম বাদ পড়াকে ইন্কাতা বলে।

(৩) মুরসাল ঃ হাদীসের সনদের ইনকেতা (রাবীর বিচ্ছেদ) শেষ স্তরে হলে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়ায় তাবেয়ী রসূলের নাম করে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে মুরসাল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণীয়।

(৪) মুয়াল্লাক ঃ যে হাদীসের সনদে রাবীর নাম ১ম স্তরে বাদ পড়েছে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক নাম বাদ পড়েছে তাকে হাদীসে মুয়াল্লাক বলে। এই ধরনের হাদীস গ্রহণেযোগ্য নয়।

(৫) মুদাল্লাস ঃ হাদীসের বর্ণনাকারী সনদে আপন উস্তাদের নাম উহ্য রেখে উপরস্থ উস্তাদের নাম এমনভাবে হাদীসে বর্ণনা করেন যেন তিনি নিজেই তাঁর কাছে হাদীস শুনেছেন। অথচ রাবী প্রকৃতপক্ষে উপরস্থ উস্তাদ

থেকে হাদীসটি শুনেননি। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস বলে। মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

(৬) মুদরাজ ঃ যে হাদীসে রাবী নিজের বা অন্য কারো কথা সংযোজন করে তাকে হাদীসে মুদরাজ বলে। হাদীসে এরূপ সংযোজন করা হারাম। যদি তা বাক্য বা শব্দের অর্থ প্রকাশার্থে হয় এবং মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায় তবে হারামের পর্যায়ে পড়বেনা।

(৭) মুজতারাব ঃ যে হাদীসে রাবী সনদকে বিভিন্ন সময়ে নানা ভংগিতে এলোমেলোভাবে বর্ণনা করেছেন তাকে মুজতারাব বলে। এলামেলো সনদের মধ্যে সমন্বয় সাধন না করা পর্যন্ত এ ধরনের হাদীস সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

(৮) মুসনাদ ঃ ইত্তেসালপূর্ণ হাদীসকে মুসনাদ হাদীস বলে। সহীহ ও গায়রে সহীহের তারতম্য ব্যাতিরেকে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর একেকজন ছাহাবীর সমস্ত হাদীসকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রন্থে তার নাম মুসনাদ গ্রন্থ।

হাদীসের সনদে রাবীর সংখ্যার ভিত্তিতে হাদীস যে কয়ভাগে বিভক্ত তার পরিচয় ও নাম নিম্নরূপ ঃ–

(১) মুতাওয়াতির ঃ যে হাদীসের প্রত্যেক স্তরে এতো অধিক সংখ্যক রাবী যে তাদের সকলে মিথ্যার ওপর একমত হওয়া স্বভাবতই অসম্ভব। এমন হাদীসকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা ইলমে ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়) হাসিল হয়।

(২) খবরে ওয়াহিদ ঃ সনদে রাবীর সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সংখ্যা থেকে কম হলে তাকে খবরে ওয়াহিদ বলে। খবরে ওয়াহিদ তিন প্রকার ঃ

(ক) যে হাদীসের সনদে সাহাবীদের পরবর্তী স্তরে অন্ততঃ তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে মশহুর হাদীস বলে।

(খ) রাবীর সংখ্যা কোনো স্তরে অন্ততঃ দু'জন হলে তাকে আযীয হাদীস বলে।

(গ) কোনো স্তরে রাবীর সংখ্যা একজন মাত্র হলে তাকে গরীব হাদীস বলে।

রাবীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গুণ হিসেবে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা, সংজ্ঞা দেয়া হল ঃ-

(১) মাহফুজ ঃ যদি দুই বা ততোধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস স্ববিরোধী হয় তাহলে যে রাবীর জবত গুণ অধিক হয় অথবা অন্যসূত্রে সমর্থন কিংবা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় তার হাদীসটি হলো মাহফুজ।

(২) শা'জ ঃ মাহফুজ হাদীসের মুকাবিলা হাদীসটি শা'জ। শা'জ হাদীস সহীহ্ নয়। এরূপ করাকে শাজুজ বলে। আর শাজুজ হাদীসশাস্ত্রের জন্যে দূষণীয়।

(৩) মুয়াল্লাল ঃ সনদে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটি থাকা যা হাদীস বিশারদগণ ব্যতীত সাধারণ লোকদের চোখে সহজে ধরা পড়েনা। এমন হাদীসকে মুয়াল্লাল বলে। মুয়াল্লাল হাদীস ছহীহ নয়।

(৪) সহীহ্ ঃ যে হাদীসের সনদে ধারাবাহিকতা রয়েছে, প্রত্যেক বর্ণনাকারীর মধ্যে আদালত ও জবত গুণ সর্বতোভাবে বিরাজমান, যাদের স্মরণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ, রাবীর সংখ্যা কোনো পর্যায়েই একজন মাত্র হয়নি এবং হাদীসটি শাজুজ ও ইল্লত দোষ থেকে পবিত্র- এমন হাদীসকে সহীহ্ বলে। ইমাম নববীর ভাষায় ঃ

الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من شذوذ ولا علة -

যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল- রাবীগণ শাজ ও ইল্লত দোষমুক্ত, নির্ভরযোগ্য ও সঠিক সংরক্ষণকারী সে হাদীসকে সহীহ্ বলে। অর্থাৎ সহীহ্ হাদীস বলতে ইলমে হাদীসের ভাষায় নিরেট নিখাঁদ হাদীস বুঝায় যা মুয়াল্লাক, মুদাল্লাস, মুদাল, মুনাকাতা, মুবহাম, জঈফ, শাজ, মুয়াল্লাল এমনকি কারো মতে মুরসাল না হওয়া।

(৫) হাসান ঃ সহীহ্ হাদীসের গুণসম্পন্ন রাবীদের মধ্যে (জবত) স্মরণশক্তি কম প্রমাণিত হলে সে হাদীস হাসান হবে।

ইমাম নববী বলেন ঃ

الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله -

যে হাদীসের উৎস সকলের জানা এবং যার রাবীগণ সুপ্রসিদ্ধ তাকে হাদীসে হাসান বলে।

(৬) যঈফ ঃ ইমাম নববী বলেন ঃ

الضعيف فهو مالم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن -

যে হাদীসে (রাবীর মধ্যে) সহীহ ও হাসানের শর্তসমূহ না পাওয়া যায় তাকে যঈফ হাদীস বলে।

অর্থাৎ সবধরনের গুণ রাবীর মধ্যে কমমাত্রায় হওয়া।

(৭) মারূফ ঃ দু'টি পরস্পর বিরোধী যঈফ হাদীসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম যঈফ হাদীসকে মারূফ হাদীস বলে।

(৮) মুনকার ঃ মারূফ হাদীসের মুকাবিলায় অধিকতর যঈফ হাদীসকে মুনকার হাদীস বলে। মুনকার হাদীস দোষযুক্ত।

(৯) মাওযু ঃ যে হাদীস রাবী কর্তৃক ইচ্ছাপূর্বক মনগড়া কথা বানিয়ে রসূলের নামে রটনা করা হয়েছে বলে প্রমাণিত তাকে মাওজু' হাদীস বলে।

মাওজু' হাদীস সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য যদিও জালকারী পরে খালেছ তওবাহ্ করুক না কেন।

(১০) মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসে নয় বরং দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক বলে। এমন হাদীসও পরিত্যাজ্য। অবশ্য খালেছ তাওবাহ্ করে মিথ্যা পরিহার করতঃ সত্য অবলম্বন করা প্রমাণিত হলে পরবর্তী সময়ে তার হাদীস গ্রহণ করা

যেতে পারে।

(১১) মুবহাম ঃ যে হাদীসের রাবীর পরিচয় উত্তমরূপে জানা নেই যাতে তাঁর দোষ-গুণ যাচাই করা যায় তার হাদীসকে মুবহাম বলে। সাহাবী ছাড়া অন্য কারো মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

(১২) মুতাবি' ও শাহেদ ঃ এক রাবীর অনুরূপ অপর হাদীস পাওয়া গেলে দ্বিতীয় হাদীসটিকে মুতাবি' বলা হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী একই ব্যক্তি হয়। মূল রাবী এক ব্যক্তি না হলে দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথম ব্যক্তির শাহেদ হবে। মুতাবায়াত ও শাহাদত (সাক্ষ্য) দ্বারা ১ম হাদীস মজবুত হয়।

হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

(১) সনদ ঃ যে সূত্র ও বর্ণনাধারায় মূল হাদীসের সূত্র পাওয়া যায় তাকে সনদ বলে। সনদে রাবীদের নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ থাকে (Chain of narrators)।

السند طريق الحديث وهو رجاله الذين رواه -

হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

(২) মতন ঃ হাদীসের মূল কথা ও শব্দসম্ভারকে মতন বলে।

هو الفاظ الحديث -

অন্যকথায় সনদ বর্ণনা করার পরবর্তী অংশকে মতন বলে।

المتن ما انتهى اليه الاسناد -

(৩) রাবী ঃ হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলে। আর বর্ণনা কার্যটিকে রেওয়ায়েত বলে।

(৪) রিজাল ঃ রাবী সমষ্টিকে রিজাল আর রাবীদের জীবন আলেখ্য নিয়ে আলোচনা শাস্ত্রকে 'আসমাউর রিজাল' বলে।

(৫) আদালত ঃ যে সম্মোহনী শক্তি মানুষকে তাক্ওয়া অর্জন অর্থাৎ শির্ক

বিদয়াত ও ফিস্‌ক ফুজুরী থেকে বিরত রাখে এবং অশোভনীয় কার্য যেমন হাটে বাজারে পানাহার করা, রাস্তা ঘাটে প্রসাব করা, নিরর্থক গল্প গুজব করা ইত্যাকার কাজ থেকে বিরত থাকা। আদালতবিহীন রাবীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

(৬) **আদেল** ঃ যে রাবী আদালত গুণসম্পন্ন তিনিই আদেল। অর্থাৎ যিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো মিথ্যা বলেননি, দৈনন্দিন কাজ কারবারেও কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি, যার জীবনের দোষ গুণ সবই অত্যন্ত পরিষ্কার এবং আমল আখলাক কুরআন হাদীস সম্মত তিনিই আদেল।

(৭) **জব্‌ত** ঃ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি থেকে রক্ষা করা এবং তা যে কোনো সময় সঠিকভাবে স্মরণ করার শক্তিকে জব্‌ত বলে।

(৮) **জাবেত** ঃ জব্‌ত গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে জাবেত বলে।

(৯) **সেকাহ্‌** ঃ 'জব্‌ত' ও 'আদালত' বিশেষণসম্পন্ন ব্যক্তিকে সেকাহ্‌ বলে।

(১০) **শায়খ** ঃ হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে শিষ্যের তুলনায় শায়খ বলে।

(১১) **মুহাদ্দিস** ঃ যিনি হাদীস চর্চা করেন এবং অসংখ্য হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ বুৎপত্তি রাখেন তিনি মুহাদ্দিস।

(১২) **হাফেজ** ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন (সাহাবা ও তাবেয়ী যুগের পর) তিনি হাফেজে হাদীস নামে খ্যাত।

(১৩) **হুজ্জাত** ঃ এরূপ যাঁর তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্তে আছে তাকে হুজ্জাত বলে।

(১৪) **হাকিম** ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তিনি হাদীস শাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী হাকিম পরিভাষায় পরিচিত।

(১৫) **শায়খাইন** ঃ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমকে একত্রে শায়খাইন বলে

(১৬) **সহীহাইন** ঃ বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়কে একত্রে সহীহাইন বলে।

(১৮) সিহাহ সিত্তাহ ঃ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব। কারো মতে ইবনে মাযার পরিবর্তে মুয়াত্তা ইমাম মালেক বিশুদ্ধ ছয় গ্রন্থের অন্তর্গত।

(১৯) সুনান বা মুছান্নাফ ঃ ফিকাহের বিষয়বস্তু যেমন তাহারাত, সালাত, সওম, ইত্যাদি বিষয় ভিত্তিক সাজানো হাদীসগ্রন্থকে সুনান বা মুছান্নাফ বলে। যথা: সুনানে ইবনে মাজা, মোসান্নাফে আঃ রাজ্জাক।

(২০) জামে' ঃ বিষয়বস্তু ছাড়াও আকায়েদ, তাফসীর, সিয়ার, ফিতান, আদাব, রিকাব ও মানাকেব তথা ইসলামের যাবতীয় বিষয় অনুসারে সন্নিবেশিত হাদীস গ্রন্থকে জামে' বলে। যথা : জামে আত-তিরমিযী।

(২১) মুসনাদ ঃ হাদীস সহীহ কি অসহীহ এবং বিষয়বস্তুর পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে একেকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত সমস্ত হাদীস একসংগে উল্লেখ করা গ্রন্থকে মুসনাদ বলে। যেমন, মুসনাদে ইমাম আহমদ।

(২২) সাহাবা ঃ যে মুসলমান রসূলের সাহচর্য লাভ করেছেন কিংবা তাকে দেখেছেন তিনিই সাহাবী। হাদীসবিদদের মতে রসূল থেকে একটি কথা বা হাদীসের বর্ণনা করা সাহাবী হওয়ার জন্যে জরুরী[১]। ইমাম বুখারী বলেন ঃ

من صحب النبى صلى الله عليه وسلم اوراه من المسلمين فهومن اصحابه -

(২৩) তাবেয়ী ঃ যিনি কোনো সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছেন অথবা অন্ততঃ তাকে দেখেছেন তিনি তাবেয়ী।

من صحب صحابيا -

(২৪) তাবে'তাবেয়ী ঃ যিনি তাবেয়ীকে অন্ততঃ দেখেছেন অথবা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিনিই তাবে'তাবেয়ী।

(২৫) মু'জাম ঃ শায়খ অর্থাৎ উস্তাদগণের মর্যাদা ও বর্ণনাক্রমিক নামানুসারে সাজানো হাদীসের কিতাবকে মো'জাম বলে। যেমন, মুজামে ছগীর।

---

১. الحديث والمحدثون ঃ পৃ ঃ ৩১

(২৬) রিসালাহ্ ঃ কোনো একটি বিষয়ের ওপর একত্রিত হাদীসগ্রন্থকে রিসালাহ্ বা জুঝ বলে যেমন কিতাবুত তাওহীদ ইবনে খোযাইমা।

(২৭) সিয়ার ঃ...........

(২৮) আল-মুফরাদ ঃ সাহাবী কিংবা পরবর্তী পর্যায়ের একজন রাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে সে গ্রন্থকে মুফরাদ বলে। কারো মতে এটাকে 'আল জুয' বলা হয়। যেমন ঃ– جز حديث مالك

(২৯) মুসতাদরাক ঃ যেসব হাদীসে গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তাবলী থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোনো গ্রন্থে শামিল হয়নি এমন হাদীসগুলির সংকলিত গ্রন্থের নাম আল-মুসতাদরাক। যেমন-মুস্তাদরিকে ইমাম হাফেজ।

হাদীস গ্রন্থের স্তরসমূহ

শরীয়তের নিয়ম-কানুন, আদেশ-নিষেধ সবিস্তারে জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যম হলো রসূলের হাদীস। সমস্ত হাদীস সমমর্যাদাসম্পন্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে রসূলের কথা বা কাজের পর্যায়ের কোনো তারতম্য নেই। বরং বর্ণনাকারীদের নির্ভরতা ও অনির্ভরতার ওপর ভিত্তি করেই হাদীসের মধ্যে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। প্রসিদ্ধি ও বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে হাদীসের কিতাবগুলি শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর ঃ কেবল সহীহ্ পর্যায়ের হাদীসসমূহ যে গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সেগুলি প্রথম স্তরের হাদীস গ্রন্থ। মুয়াত্তা ইমাম মালেক, সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম এই তিনখানি বিশ্বখ্যাত হাদীসগ্রন্থ এই পর্যায়ের। গ্রন্থত্রয় সম্পর্কে মুসলিম জাহানে যতোটা আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা হয়েছে অন্য কোনো হাদীসের কিতাবের ওপর এরূপ হয়নি।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এই স্তরের কিতাবগুলি প্রথম স্তরের কিতাবের সমপর্যায়ের না হলেও প্রায় কাছাকাছি। গ্রন্থ সংকলকগণের নির্ভর যোগ্যতা, অকাট্যতা, হাদীস বিজ্ঞানে পারদর্শিতায় খ্যাত। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ সহীহ্ ও হাসান হাদীস রয়েছে। সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী ও জামে তিরমিযী ২য়

স্তরের হাদীস গ্রন্থ। মুসনাদে ইমাম হাম্বল এই স্তরের হাদীস গ্রন্থ বলে কেনো কোনো মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের কিতাবের উপরই প্রত্যেক পর্যায়ের মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদগণ নির্ভর করতঃ শরীয়াতের অনেক মাসয়ালা মাসায়েল, হুকুম-আহকাম উদ্ভাবন করেছেন। আলেমগণ এগুলোর ব্যাখ্যায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তৃতীয় স্তর ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হওয়ার আগে বা পরে কিংবা সমকালে যেসব হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে বটে কিন্তু তাতে সহীহ, হাসান, জঈফ, শাজ, মুনকার ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে সেসব কিতাব ৩য় স্তরের পর্যায়ভুক্ত। মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদে আঃ রাজ্জাক, মুছান্নাফে আবু বকর ইবনে সাইবা, মুসনাদে আরদ ইবনে হুমাইদ, মুসনাদে তাইলাসী, ইমাম বায়হাকী, ইমাম তাহভী ও ইমাম তিবরানীর গ্রন্থাবলী তৃতীয় স্তরের কিতাব। এসব হাদীস গ্রন্থ সংকলনে গ্রন্থকারদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাপ্ত হাদীসসমূহ একত্র করে শুধুমাত্র সংরক্ষণ করা। হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শীদের যাচাই-বাচাই ব্যতিরেকে সরাসরি এসব কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যায় না। কেননা, হাদীস বিজ্ঞানী, ফিকাহবিদ ও প্রাথমিক যুগের ইতিহাস বেত্তাগণ এসব গ্রন্থের হাদীস ও রাবীদের জীবনী সম্পর্কে চুলচেরা আলোকপাত করেননি। ফলে কিতাবগুলো সমধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হতে পারেনি।

চতুর্থ স্তর ঃ সাধারণতঃ অগ্রহণযোগ্য বা যঈফ হাদীস যে কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলি এ স্তরের কিতাব। অপ্রখ্যাত ও অজ্ঞাত রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ প্রখ্যাত গ্রন্থকারগণ তাদের কিতাবে শামিল করতে স্বীকার করেননি। কেননা এগুলো আদৌ হাদীস ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। এগুলো সাহাবী কিংবা তাবেয়ীর উক্তি কিংবা বনি ইসরাইলদের কিচ্ছা কাহিনী অথবা দার্শনিক বা ওয়ায়েজদের কথার ফুলঝুড়ি ছিল যা উত্তরকালে ভুলক্রমে রসূলের হাদীসের সাথে মিশে যায়। ইবনে হিব্বানের কিতাবুজ জোয়াফা, ইবনে আছীরের কামেল, খতীব

বোগদাদী, আবু নুয়াইম, ইবনে আসাকীর, ইবনে নাজ্জার, ফিরদাউস দায়লামী, জুজকানীর প্রণীত কিতাবসমূহ এ স্তরের গ্রন্থ। মুসনাদে খাওয়ারেজীমাও এ স্তরের যোগ্য কিতাব বলে কারো কারো অভিমত।

পঞ্চম স্তর ঃ যেসব হাদীস কোনো কোনো ফিকাহবিদ, সুফী, ওয়ায়েজ ও ঐতিহাসিকদের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে, উপরোক্ত স্তরের সাথে কোনো সাদৃশ্য নেই এবং বাক চাতুর্য, খোদা বিমুখ লোকদের মনগড়া হাদীস যেসব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেগুলি ৫ম স্তরের কিতাব। চতুর লোকগুলো মনগড়া হাদীসের সাথে এমন সনদ জুড়ে দেয়, যাদের সম্পর্কে আপত্তি করা যায়না এবং নিজের কথা এমনভাবে সাজিয়ে পেশ করে যে, রসূলের হাদীস না বলা বাহ্যতঃ খুবই শক্ত।

হাদীসের বিষয়বস্তু ও অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

ইলমে হাদীসের বিষয়বস্তু কি, কি নিয়ে ইলমে হাদীস প্রধানতঃ আলোচনা করে এ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া দরকার। মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী বলেন ঃ

موضوع علم الحديث هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول الله صلى الله عليه وسلم -

হাদীস শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো– রসূল হিসেবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সত্তা।

অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের রসূল। রসূল হিসেবে তিনি যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা করার বা বলার জন্যে অনুমতি ও অনুমোদন করেছেন এবং এসবের মাধ্যমে রসূলের যে অপরূপ চরিত্র মাধুর্য, আচার-আচরণ ও মহান ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে তাই ইলমে হাদীসের বিষয়বস্তু। রসূলের অসংখ্য

হাদীসে এসব বিষয়গুলোই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সংক্ষেপে কখনো সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। রসূলের নবুয়্যতী জীবনের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক ছাড়াও নবীর সংস্পর্শ প্রাপ্ত পরম সৌভাগ্যবান সাহাবাদের বিপ্লবাত্মক কর্ম তৎপরতা ও তাঁদের আত্মত্যাগের অপূর্ব কাহিনীও হাদীসের আলোচ্য সূচীতে অন্তর্গত হয়েছে।

ইহকালীন কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে পরকালীন পাথেয় সংগ্রহ করতে সমর্থ হওয়াই একজন মুসলমানের জীবনের সার্থকতা। ইহকাল ও পরকাল এই উভয় কালে সফলতা অর্জন করা হাদীস পাঠের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন,

وما فائدته فهى الفوز بسعادة الدارين -

দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ লাভই হাদীস পাঠের উপকারিতা। নোয়াব ছিদ্দীক হাসান বলেছেন ঃ

وما غايته فهى الفوز بسعادة الدارين -

উভয় জগতের কামিয়াবী হাসিল করাই হাদীসের ফায়দা।

শরীয়তে হাদীসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা

আল্লাহর কুরআন ও রসূলের হাদীস ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস। কুরআন ছাড়া যেমন ইসলামের ধারণা করা অসম্ভব, তেমনি রাসূলের কথা, কাজ ও সমর্থন ছাড়া-কুরআনের পরিচয় লাভ করা অবান্তর। সুতরাং হাদীসের গুরত্ব ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেছেন। সূরায়ে আলে ইমরানে আছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ -

আল্লাহ্ তায়ালা তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়ে মু'মিনদের ওপর দয়া করেছেন। তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।" (১৬৪)

আয়াতে কিতাব ও হিকমত আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে হিকমত অর্থে রসূলের হাদীসই বলা যায়। বদরুদ্দীন আইনী হাদীসকে এভাবে হিকমত বলেছেন ঃ

واماالسنة فحكمة فصل بها بين الحق والباطل -

সুন্নাত বলতে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার হেকমত বুঝায়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ- أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ

আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রসূলের (আলে ইমরান ঃ ৩২)

আয়াতে- اطيعوا (আনুগত্য করা) ক্রিয়াটি আল্লাহ্ ও রসূলের জন্যে পৃথক পৃথকভাবে দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য করা যেমন অপরিহার্য, রসূলের আনুগত্য করাও তেমনি অপরিহার্য। 'আনুগত্য করা' ক্রিয়ার দ্বিবিধ প্রয়োগ একথারই ইংগিত দান করে। রসূলের আনুগত্য তাঁর হাদীসের অনুকরণের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়।

সূরা হাশরের ৭ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَاآتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

রসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যা থেকে বারণ করেছেন তাথেকে বিরত থাক।"

রসূলের আদেশ নিষেধকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য এ আয়াতে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আর আদেশ-নিষেধ, হুকুম আহকামের সমাহার হলো-তাঁর হাদীসসমূহ।

কুরআনে আছে ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ط -

যে রসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো। রসূলের হাদীসের অনুকরণ ও অনুসরণই রসূলের আনুগত্য। 'আর রসূলের আনুগত্যের অর্থই আল্লাহ্‌র আনুগত্য।

এমনিভাবে সুরা আলে ইমরানের ৩১,৩২, ৫১, ৮১, ১৩২, সূরা নিসার ১৩, ১৪, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৮০, ১১৩, আনয়ামের ১৬১, ১৬৩, আরাফের ১৫৮, আনফালের ১, ৪, ২০, ২৪, ৪৬, তাওবাহ্‌র ৭১ নহলের ৪৪, নূরের ৫১, ৫২, ৫৪-৫৬ আহ্‌যাবের ২১, ৩৬, ৭০, ৭১, হাশরের ৭ ও সূরা জুমআর ২ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা রসূলের শিক্ষা আদেশ নিষেধ, আচার-আচরণ অনুসরণ অনুকরণের নির্দেশ আরোপ প্রত্যক্ষভাবে দিয়েছেন।

'আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে রসূলের হাদীসকে অনুসরণ করার জন্যে যেভাবে তাকীদ দিয়েছেন রসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাঁর হাদীসকে মেনে চলার জন্যে উম্মতদেরকে জোর তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন ঃ-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله -

আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম- আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলের হাদীস। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই দু'টিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা।

রসূল আরো বলেছেন ঃ

من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ -

তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ সত্বরই দেখবে। সে সময় আমার সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনদের অনুসৃত নীতি অত্যন্ত কঠোরভাবে ধারণ করে থাকবে।

রসূল বলেছেন ঃ

من رغب عن سنتى فليس منى -

যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলে নাই।

অন্য হাদীসে আছে ঃ

من احب سنتى فقد احبنى -

যে আমার সুন্নাতকে ভালোবেসেছে সে আমাকে ভালোবেসেছে।

বস্তুতঃ কুরআনের খুটি-নাটি, শাখা-প্রশাখা, তথ্য-তত্ত্ব ও রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো রসূলের হাদীস। এ সম্পর্কে আবু দাউদের ব্যাখ্যাতা মাওলানা যাকারিয়া বজলুল মাজহুদে' বলেন ঃ

فاصول جميع المسائل ذكرت فى القران واما تعاريفها فبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم -

কুরআনে সমস্ত বিষয়ের মূল বিধানগুলো উল্লেখ হয়েছে। তবে মূল বিধানের শাখা প্রশাখাগুলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনায় (হাদীস) আছে।

ইমাম আওযায়ী বলেছেন ঃ

الكتاب احوج الى السنة من السنة الى الكتاب -

কিতাব (কুরআন)ব্যাখ্যার জন্যে সুন্নাতের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী কিন্তু সুন্নাত কুরআনের প্রতি ব্যাখ্যার জন্যে মুখাপেক্ষী নয়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন ঃ

ان السنة تفسر الكتاب وتبينه -

সুন্নাত কিতাবের ব্যাখ্যাকারী এবং কিতাবের বর্ণনাকারী।

ইমাম আবু হানীফা বলেছেন ঃ

لولا السنة ما فهم احد منا القران -

যদি সুন্নাত না থাকতো তবে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতে পারতো না।

শাহ্ আবদুল হক দেহলভী (র) বলেছেন ঃ

فان السنة بيان للكتاب ولا تخالفه -

সুন্নাত কিতাবের বয়ান এবং তা কুরআনের বিরোধী না।

ইমাম আবু ওবায়াদ বলেছেন ঃ

ولا بين حكم الله وبين حكم رسوله فى التحليل والتحريم فرق فى شئ ولا كان يحكم بحكم يدل الكتاب على شئ سواء ولكن السنة هى المفسرة للتزيل والموضحة لحدوده وشرائعه -

হালাল হারামের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। রসূল কুরআনের হুকুমের খেলাফ কোনো হুকুম দিতেন না। সুন্নাত হলো কুরআনের ব্যাখ্যা এবং আইন কানুন ও শরীয়তের বিশ্লেষণকারী।

কুরআন ও হাদীসের উপরোল্লেখিত বর্ণনার আলোকে ইসলামী শরীয়তে হাদীসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুতঃ যিনি এই হাদীসের গুরুত্ব যতোবেশী অনুধাবন করেছেন তিনি কুরআনের সাথে ততো বেশী পরিচয় লাভ করেছেন। আর যিনি কুরআন হাদীসের সত্যিকার পরিচয় লাভ করতঃ তা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত

করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা লাভ করে মানবজীবন সার্থক করতে সফলকাম হয়েছেন। গোটা মানব জাতিকে এই সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌছে দেয়াই কুরআন হাদীস তথা ইসলামী শরীয়তের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

হাদীস সংরক্ষণের তাকীদ

ইসলামী জীবন বিধানের দ্বিতীয় মূল উৎস আল হাদীস। এই হাদীসের সঠিক সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ, সম্প্রচার ও বাস্তবায়ন যতো অধিক হবে ইসলামের প্রচার তথা মানব কল্যাণ ততোবেশী সাধিত হবে। সুতরাং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সমাজের এই মহামূল্যবান সম্পদকে সংরক্ষণের জোর তাকীদ দেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আবদে কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে কতিপয় আহকাম শিক্ষা দেয়ার পর বললেন ঃ

احفظوه واخبروه عن ورائكم -

তোমরা এগুলির হেফাজত কর এবং তোমাদের পরবর্তীদেরকেও জানিয়ে দাও। (কিতাবুল ইলম, বুখারী)

মালেক ইবনে হুবাইরিস বলেন ঃ

قال لنا النبى صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموهم -

নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (কতিপয় আহকাম শিক্ষা দেয়ার পর) বললেন ঃ তোমাদের পরিবারদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে এগুলি শিক্ষা দাও। (বুখারী)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ بلغوا عنى ولواية

আমার কাছ থেকে একটি আয়াত হলেও তা অপরের কাছে পৌছে দাও।

মোল্লা আলীকারী হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

اى بلغوا احاديث ولوكانت قليلة ـ

অর্থাৎ অল্প পরিমাণ হলেও হাদীসসমূহ প্রচার কর।

মুসনাদে আহমদ, আবুদাউদ ও তিরমিযীতে আছে ঃ

من سئل عن علم ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار ـ

কাউকে দ্বীনি ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো অতঃপর সে তা গোপন করলো, তাতে কিয়ামত দিবসে তাকে জাহান্নামের লাগান পরানো হবে।

হাদীস সংরক্ষণ ও সম্প্রচারের জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

نضر الله عبدا سمع مقالتى فحفظها و وعاها واداها فرب عامل فقه غير فقيه ورب عمل فقه الى من هو افقه منه ـ

আল্লাহ্ সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে ব্যক্তি আমার কোনো কথা শুনে মুখস্থ্ করতঃ তা যত্নসহকারে সংরক্ষণ করলো এবং শ্রুত কথা অন্যের কাছে পৌছে দিল। জ্ঞানের বাহক তা এমন লোকের কাছে যেন পৌছায় যে তার থেকে অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

মিশকাতে আছে ঃ

من حفظ على امتى اربعين حديثا فى امر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا ـ

আমার উম্মতের যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কীয় চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে আল্লাহ্ তাকে একদিন ফকীহ বানিয়ে উঠাবেন। আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো।

একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করলেন ঃ

اللهم ارحم خلفائ -

'ইয়া আল্লাহ! আমার খলীফাদের ওপর রহমত কর।'

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ - يارسول الله من خلفائك

হে আল্লার রসূল! আপনার খলীফা কারা?

তিনি বললেন ঃ- الذين يرون احاديثى ويعلونها الناس

যারা আমার হাদীসসমূহ বর্ণনা করে এবং লোকদেরকে সেগুলো শিক্ষা দেয়।

উপরোল্লেখিত হাদীসের আলোকে হাদীসের হেফাজত সম্পর্কে রসূলের নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে প্রকট হয়ে উঠে। বস্তুতঃ এই নির্দেশের কারণেই সাহাবাগণ হাদীসকে এতো যত্নসহকারে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।

কি উপায়ে হাদীস সংরক্ষিত হয়

স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের জিম্মাদারী গ্রহণ করলেও ইসলামের দ্বিতীয় মূল উৎস হাদীসও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন কুরআনের মতই অলৌকিকভাবে। সংরক্ষণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা প্রদত্ত স্বাভাবিক অবস্থা ও মানবিক প্রচেষ্টা এ দুটি বাহ্যিক উপায়ে কুরআন যেভাবে সুরক্ষিত হয় হাদীসও সেভাবেই রক্ষিত হয়। ব্যবস্থাপনার মধ্যে আছে হাদীস শ্রবণকারী সম্মানিত সাহাবাদের হাদীস শিক্ষাকরণ, শিক্ষাদান, মুখস্থকরণ এবং তদনুযায়ী আমল করা। সংরক্ষণের উপায়গুলো নিম্নরূপ ঃ মুখস্থকরণ ও স্মরণশক্তির প্রখরতা সে কালের

আরবজাতির একটা বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণরূপে পরিগণিত ছিল।

بل هو ايت بينات فى صدور الذين اوتو العلم -

তাফসীরে বায়জাভীর লেখক এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

يحفظونه لايقدر احد على تحريفه -

অর্থাৎ তাঁরা (সাহাবাগণ) কুরআনের আয়াত এমনভাবে মুখস্থ করতেন যে কেউ কিছুমাত্র বিকৃত বা রদবদল করতে পারতো না।

স্মরণ শক্তির প্রখরতা নিয়েই যেন তাদের জন্ম। ইবনে আবদুল বার বলেন ঃ

هذا مشهور ان العرب قد خصت بالحفظ كان احدهم يحفظ اشعار بعض في سمعة واحدة -

আরবগণ মুখস্থকরণ প্রতিভাসম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে খ্যাত ছিলেন। তাদের যে কেউ একবার মাত্র শ্রুত কবিতা মুখস্থ করে ফেলতো।

এই স্বাভাবিক প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব দিয়েই আল্লাহ্ তায়ালা হাদীস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা আল্লার কিতাব লিখিত আকারের চেয়েও সঠিক যত্নসহকারে স্মৃতির মণিকোঠায় রক্ষা করেন। রসূলের হাদীসের সংরক্ষণের ব্যাপারেও এসব নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীগণ ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ।

ইমাম শা'বী নিজের স্মরণ শক্তির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন ঃ

ما كتبت سوادا فى بياض ولا استعدت حديثا عن انسان -

আমি কখনো হাদীস খাতায় লিখিনি এবং কারো কাছে একাধিকবার হাদীস শুনার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিনি। হাদীস বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরার (রা) স্মরণশক্তি সর্বজনবিদিত। স্মরণশক্তির স্বাভাবিক প্রখরতা ছাড়াও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ দোয়ার বরকতে তিনি

জগতজোড়া খ্যাতি লাভ করেন।

এভাবে স্মরণশক্তি হাদীস সংরক্ষণের একটি উৎসরূপে পরিগণিত হয়।

শিক্ষাদান

হাদীস শ্রবণকারীগণ হাদীস শুনে মুখস্থ রাখাকে যেভাবে জরুরী মনে করেছেন সেভাবে অন্যের কাছে প্রচার করা এবং শিক্ষাদান করাকেও অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করতেন। এ ব্যাপারে হযরত আনাসের (রা) হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

كنا قعودا مع النبى صلى الله عليه وسلم فعسى ان يكون قال ستين رجلا- فيحدثنا الحديث ثم يدخل فى لحاجته-فيراجعه بيننا هذا ثم هذا لتقوم كانما زرع فى قلوبنا -

আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসতাম (সম্ভবতঃ রাবী ৬০ জনের কথা বলেছেন)। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন। তারপর প্রয়োজনে রসূল তাঁর কাজে চলে যেতেন। ইত্যবসরে আমরা একটার পর একটা হাদীস পুংখানুপুংখরূপে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম। অতঃপর আমরা যখন মজলিশ থেকে চলে যেতাম তখন আলোচিত হাদীস আমাদের হৃদয়ে যেন বদ্ধমূল হয়ে যেতো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষাধিক সাহাবার সামনে বিদায় হজ্জে ঘোষণা করলেন ঃ- ويبلغ الشاهد الغائب

উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার কথা) অবশ্যই পৌছে দেয়...। হাদীসটিতে শিক্ষাদান ও প্রচার সম্পর্কে যথেষ্ট তাকিদ রয়েছে। রসূলের জীবদ্দশায়ই সাহাবীগণ হাদীস চর্চা ও পর্যালোচনা করতেন। নবী নিজেও এ ধরনের মজলিসে এসে উৎসাহ দান করতেন, এ ধরনের হাদীস চর্চাকে উত্তম কাজ বলে অভিহিত করেন।

মসজিদে নববীতে আসহাবে ছুফ্ফাগণ রাতদিন অহরহ রসূলের সাহচর্য লাভ করেন। নবীর মসজিদই ছিল তাদের আবাসস্থল। তাদের ছিলনা কোনো ঘর-বাড়ী, আয় উপার্জন। রসূলের সোহবতে থেকে জ্ঞান অর্জন করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। আসহাবে ছুফফা ছাড়াও প্রায় সকল সাহাবাই রসূলের নির্দেশ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানের নির্দেশদান করেন। ফলে মসজিদে নববী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। আর এ ধারা পরবর্তী যুগে সমভাবে অধিকতর গুরুত্বসহকারে চলতে থাকে। আজও মসজিদে নববীতে হাদীস ও তাফসীরের চর্চা অব্যাহত আছে। বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও হাদীস তাফসীর বিশারদগণের প্রায় সকলেই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ছাত্র।

বস্তুতঃ হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শিক্ষাদান সম্পর্কে সকল সাহাবার সমান সুযোগ ছিলনা।

হাদীসের সংখ্যানুযায়ী সাহাবাগণ মুফাচ্ছিরীন মুতাওয়াস্যিতীন মুফিল্লীন ও আকশালীন পদবাচ্যে ইলমে হাদীসের ভাষায় পরিচিত।

হাদীসের বাস্তবায়ন

সাহাবায়ে-কিরামগণ হাদীস শ্রবণ, মুখস্থকরণ, শিক্ষা করণ শিক্ষাদান ও প্রচার করেই ক্ষ্যান্ত হননি। রসূলের বাণী, কাজ ও অভ্যাসকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার ব্যাপারে সাহাবাগণের জীবন চরিত গুরুভক্তির এক অনন্য ইতিহাস। কোনো কাজের আদেশের জন্য তারা ছিলেন সদা প্রস্তুত। রসূলের আদেশ নিষেধকে নিজেদের জীবণে প্রতিফলন করাকে তারা অমূল্য সম্পদ মনে করতেন। হাদীস কুরআনের কোনো একটি আদেশ-নিষেধের অংশ বিশেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত থাকেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ

كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن
حتى يعلم معانيهن والعمل بهن -

আমাদের কেহ দশটি আয়াত শিক্ষা লাভ করলেও এর অর্থ জানা ও সে মুতাবেক আমল না করা পর্যন্ত আর কিছু শিক্ষার জন্যে অগ্রসর হতোনা।

অর্থাৎ সাহাবাগণ রসূল হতে যা কিছুই জানতেন তা হৃদয়ংগম করা ও তদনুযায়ী আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রসূলকে হুবহু অনুসরণ অনুকরণ করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুসরণের তথ্য জানার প্রয়োজন মনে করেননি। হযরত ওমরের মতো ব্যক্তি হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে গিয়ে বললেন , হে পাথর আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ আর কিছু নও। কিন্তু আমার রসূল যেহেতু তোমাকে চুম্বন করেছেন সুতরাং তোমাকে অত্যন্ত আবেগ নিয়েই চুম্বন করছি।

মোটকথা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় ইবাদাত, আচার-আচরণ, উঠা-বসা, লেবাস-পোষাক, আহার-নিদ্রা, বিশ্রাম-পরিশ্রম ইত্যাদি এমন কোনো বিষয় নেই যে বিষয়ে সাহাবাগণ এগুলো হুবহু অনুকরণে আপ্রাণ চেষ্টা করেননি। সাহাবাগণ রসূলের সাহচর্যে থেকে হাদীসের বাস্তব শিক্ষা ও ট্রেনিং লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে সাহাবাদেরকে অনুসরণ করেন তাবেয়ীগণ। তাবেয়ীগণকে অনুসরণ করেন তাবে' তাবেয়ীগণ। এভাবে যুগ পরম্পরা বরাবর একে অপরের অনুসরণ করে আসছেন এবং হাদীসের বাস্তবায়ন হাদীস সংরক্ষণের অন্যতম উপায় হিসেবে পরিগণিত হয়।

হাদীস লিখন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হাদীস লিখা হয়েছিল কিনা এ নিয়ে কোনো কোনো হাদীসবেত্তা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদের সন্দেহ করার কারণ রসূলের নিম্নোক্ত হাদীসগুলি ঃ

لاتكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القران فليمحه

وحدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبواء مقعده من النار ۔

আমার কোনো কথা তোমরা লিখোনা। কুরআন ব্যতীত আমার কাছ থেকে অন্য কিছু লিখে থাকলে তা অবশ্যই মুছে ফেলবে। আমার কথা বর্ণনা কর; তাতে কোনো দোষ নেই। মৌখিক বর্ণনায় যে আমার ওপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যা দোষারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আশ্রয় স্থান গ্রহণ করে।

হযরত আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

استاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتابة فلم ياذن لنا ۔

আমরা রসূলের কাছে (হাদীস) লিখার অনুমতি চাইলাম কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনুমতি দেননি।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نكتب شيئا ۔

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (কুরআন ব্যতীত) অন্য কিছুই না লিখার আদেশ দেন।

একবার কতিপয় সাহাবা বসে লিখছিলেন। এমন সময় রসূল সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি লিখছো? উত্তরে তারা বললেন– مانسمع منك যা আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে পাই। তখন তিনি বললেন, اكتاب مع كتاب الله আল্লাহর কিতাবের সাথে আরেকটি কিতাব লিখা হচ্ছে কি? তিনি আদেশ করলেন ঃ

امحضوا كتاب الله وخلصوا ـ

আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য যা আছে তা পরিত্যাগ কর এবং কুরআনকে খালেছভাবে লিপিবদ্ধ কর।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখার অনুমতি না দেয়ার মধ্যে এক বিরাট তাৎপর্য নিহিত। প্রথমতঃ সাহাবাগণের মধ্যে তখনও কুরআন ও হাদীসের ভাব-ভাষা, বাণী-গাম্ভীর্য ও ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য করার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি জাগ্রত হয়নি। যাতে কুরআন ও অকুরআনের মধ্যে সংমিশ্রণ হওয়ার যথেষ্ট আশংকা ছিল। দ্বিতীয়তঃ যাদের স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। শুনামাত্রই কুরআনের অমর বাণী যাদের স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয়ে যেতো এই শ্রেণীর সাহাবাগণ লেখনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে স্মৃতিশক্তির প্রখরতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ দু'টি কারণ তিরোহিত হলে হাদীস লিখন শুরু হয়, তা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। রাসূল সাহাবাদেরকে বললেন ঃ

قيدوا العلم بالكتابة

ইলমে হাদীস লিখে রাখ।

ইবনে জাওযী লিখেছেন ঃ – نهى فى اول الامر ثم اجاز الكتابة

প্রথমতঃ নিষেধ ছিল। পরে লিখার আদেশ দেন।

ইমাম নববী লিখেছেন ঃ কুরআনের সুপরিচিতির আগ পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্যে প্রথমতঃ হাদীস লেখা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ তাতে কুরআনের সাথে অকুরআনের সংমিশ্রণ হওয়ার যথেষ্ট ভয় ও সংশয় ছিল। এর পরে যখন কুরআনের পরিচয় সর্বজনবিদিত হয় এবং সংমিশ্রণের বিপদ থেকে নিরাপদ হয় তখন (হাদীস) লিখার অনুমতি দেয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ যাঁদের স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল তারা কেবলমাত্র লেখনীর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার ভয়ে লিখতে নিষেধ করা হয়। (কিন্তু এই নিষিদ্ধকরণ হারাম ছিল না) কিন্তু যাদের স্মরণশক্তি নির্ভরযোগ্য ছিলনা তাদেরকে লেখার অনুমতি দেয়া হয়।

উপরোল্লেখিত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, হাদীস লেখার নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। অর্থাৎ রাসূলের জীবদ্দশায়ই কতিপয় বিষয়ের ওপর রসূলের বাণী লিপিবদ্ধ হয়। যেমন, নবীর জীবদ্দশায় প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে আরবভূমির উপর ইসলামের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর অনেক আদেশ নিষেধ জনসাধারণকে লিখিত আকারে জানানো হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে যেসব চুক্তি ও সন্ধি সম্পাদন হয় তা লিখিত আকারেই হয়েছিল। বুখারীতে আছে, মক্কা বিজয়ের দিনে দণ্ডবিধি ও মানবাধিকার সম্পর্কে রসূল একটি নাতিদীর্ঘ খুতবা দেন। সে খুৎবা ইয়ামনের আবুশাহ লিখে রাখেন। এভাবে প্রায় ৫২টি বিষয়ে রসূলের বাণী তাঁর পবিত্র জীবদ্দশায় লিখিত পাওয়া যায়।

সাহাবাদের লিখিত হাদীস

কিছুসংখ্যক সাহাবা রসূলের অনুমতিক্রমে আবার কিছু সংখ্যক সাহাবা নিজস্ব উদ্যোগে হাদীস লিখে রাখেন। এদিক থেকে হাদীস লেখার ক্রমধারাকে কিতাবাত (লিখন) তাদবীন (সম্পাদন) ও তাছনীফ (প্রণয়ন) এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। রসূল ও সাহাবাদের যুগে হাদীসের লিখন হয়েছিল বটে কিন্তু তাদবীন হয়নি। সাহাবাগণ হেফজকরণের ওপরই অনেকটা নির্ভর করতেন। তবে সে যুগে হাদীসের কিতাবও হয়েছিল যথেষ্ট পরিমানে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রা) এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রসূলের সব ধরনের বাণী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক সাহাবা কর্তৃক তিনি বাধা গ্রস্থ হলে নবীর কাছে অভিযোগ করলেন। রসূল তাকে ইশারা করে বললেন ঃ

اكتب فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه الا الحق -

তুমি লিখে যাও! যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমার মুখ হতে সত্য ছাড়া আর কিছুই বের হয়না।[১]

---

১. সুনানে দারেমীতে আছে فاكتب -

হযরত আলীকে (রা) তাঁর কাছে লিখিত কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ ؟ هل عند كم كتاب

আপনার কাছে লিখিত কিছু আছে কি?

উত্তরে তিনি বললেন ঃ

لا الا كتاب الله اوفهم اعطيه رجل مسلم اومافى الصحيفة -

না, আল্লাহর কিতাব, মুসলিম ব্যক্তিকে দানকৃত বুঝশক্তি এবং এই ছাহীফায় লিখিত ছাড়া আর কিছু নেই।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ইবনুল আছ (রা) আমার চেয়ে অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি হাদীস লিখতেন আর আমি লিখতামনা।

এ ধরনের অনেক ঘটনা প্রবাহ আছে যাতে সাহাবীদের হাদীস লিখনের সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। মুসনাদে আবু হুরাইরা নামক গ্রন্থখানি সাহাবাদের যুগেরই সংকলন। হযরত যাবির (রা) হাদীসের একটি সংকলন সংগ্রহ করেছিলেন। হযরত সামুরা ইবনে যুনদুব (রা) হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

তাবেয়ী যুগ

প্রথম হিজরী শতাব্দির শেষভাবে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম ইবনে শিহাব যুহরীই্ প্রথম হাদীস সামগ্রিকভাবে একত্র করার চেষ্ট করেন। আবদুল আযীয দারাওয়ারদী কথা–

اومن دون العلم وكتبه ابن شهاب -

ইবনে শিহাবই প্রথমে হাদীস সম্মাদন করেন ও লিখেন। এ যুগে হাদীস শাস্ত্র তাদবীন (সম্পাদন) হলেও তাছনীফ (গ্রন্থনা) অর্থাৎ অধ্যায় পরিচ্ছেদ,

বিষয় ভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগ ও শাখা প্রশাখায় হাদীস লিপিবদ্ধ হয়নি।
২য় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে হাদীস তাছনীফের আকারে ইসলামী বিশ্বের দরবারে আসে। হাফেজ ইবনে হাজার এ সম্পর্কে বলেন ঃ

اول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على راس المائة بامر عمربن عبد العزيز ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير-

ওমর বিন আব্দুল আযীযের (রা) হুকুমে ইবনে শিহাব জুহরী সর্বপ্রথম হাদীস সম্পাদন করেন শতাব্দীর শেষভাগে। তারপর অনেক তাদবীন হয়। তারপর হয় তাছনীফ যা বহু কল্যাণ সাধন করে।

মোটকথা, রসূলের জীবদ্দশায় হাদীসের লিখন আরম্ভ হয়ে পরবর্তী সময়ে যুগ পরম্পরায় হাদীস একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে ইসলামের অনেক শত্রুও এই শাস্ত্রের চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণ করে হাদীস শাস্ত্রের বিশুদ্ধতা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তাই কুরআনের ন্যায় নবীর হাদীসও ইসলামী দুনিয়ায় চিরভাস্কর হয়ে আছে এবং সৃষ্টির লয় পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্র কুরআনের মতোই ইসলামের মূল উৎসরূপে কাজ করে যাবে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাল বা মাওজু' হাদীসের পরিচয়

মাওজু' موضوع শব্দটি وَضْعٌ থেকে নির্গত। وضع শব্দের অর্থ বানানো। রীতি, পদ্ধতি, কাঠামো, আকার-আকৃতি। আর আভিধানিক অর্থে যা বানানো বা যাকে রূপগত কাঠামো দেয়া হয়েছে তাই মাওজু موضوع। হাদীসের নীতি শাস্ত্রের (علم اصول الحديث) পরিভাষায় মাওজু হাদীস হলো– নিজের মনগড়া বানানো কথাকে রসূলের বাণী বলে পরিচয় দেয়া। হাফেজ ইবনে কাছীর প্রণীত اختصار علوم الحديث এর ব্যাখ্যা الباعث الحثيث এ মাওজু এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে وهو الذى نسبه الكذابون المفترون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم চরম মিথ্যাবাদী অপবাদকারীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যা সম্বোধন করে তাই মাওজু বা জাল হাদীস।[১]

আদেশ-নিষেধ, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম, কিচ্ছা-কাহিনী আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ইবাদত-বন্দেগী মোটকথা ইসলামী শরিয়াতের যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো বিষয়ের ওপর মাওজু হাদীস বর্ণনা করা কিংবা হাদীস জাল করা সম্পূর্ণ হারাম। হাদীস জালকরণ সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من كذب علي متعمدا فليتبواء مقعده من النار

যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে তার স্থান অবশ্যই দোযখ।

---

১. لباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث

দুর্ভাগ্যক্রমে হাদীস শাস্ত্রের বিস্তীর্ণ ভুবনে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মিথ্যাবাদী ইসলাম বিদ্বেষী লোকদের চক্রান্তের ফলে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটে। জাল হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করে হাদীস শাস্ত্রকে নির্ভেজাল ও নিখুঁত রাখতে আমাদের ইসলামী চিন্তাবিদগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ইলমে হাদীস বিশারদগণ জাল হাদীসের সাথে পরিচয় লাভের যেসব নিয়ম কানুন ব্যক্ত করেছেন সেগুলি যুক্তির কষ্টি পাথরে অব্যর্থ ও সন্দেহাতীত প্রমাণিত হয়েছে। জাল হাদীস চিনবার অনুসৃত নীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জালকারী নিজেই জালকরণের কথা স্বীকার করা ঃ اقرار واضع. على نفسه حا لا اوقالاً শয়তানের প্ররোচনায় অথবা হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো জালকারী এক সময়ে হাদীস জাল করে। পরবর্তীতে সে তাওবাহ্ করতঃ স্বীকার করলো যে, আমি অমুক অমুক হাদীস জাল করেছি। যেমন আমর বিন ছাবাহ বিন ইমরান আল-তামিমী বলেন–

انا وضعت خطبة النبى صلى الله عليه و سلم

'আমি নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবাহ্ জাল করেছি।' মাইসারাহ্ বিন আয্দ রাবিবহী স্বীকার করেন যে, তিনি শুধুমাত্র ফজিলতের ৭০ টি হাদীস জাল করেছেন।

(২) কথিত হাদীস কুরআনের নির্দেশ কিংবা মুতাওয়াতের হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের বিপরীত হওয়া ঃ আল্লামা সুয়ূতী (র) তাদবীর কিতাবে ইবনে জাওযীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ما احسن قول القائل: اذا رايت الحديث يبا ين المعقول او يخالف المنقول اويناقص الا صول فا علم انه موضوع

জাল হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে কোনো কথকের এ সংজ্ঞাটি কতইনা

সুন্দর। যখন দেখবে জাল হাদীসটি বিবেকের বিপরীত অথবা বিবৃত হাদীসের খেলাফ কিংবা স্বীকৃত নীতিমালার বিরোধী তখন এ ধরনের হাদীসকেই মাওজু' বা জাল হাদীস বলে জেনে নিও।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ ولدالزنا لايدخل الجنة

জারজ সন্তান বেহেশতে প্রবেশ করবেনা।

অথচ আল্লাহর বাণীতে রয়েছে- : وَلاَ تَزِرُوَازِرَةٌ وِزْرَاُخْرىٰ

'এবং কোনো বোঝা বহনকারীই অপর কারো পাপের বোঝা বহন করবেনা।'

কথিত হাদীসটি এই আয়াতের বিপরীত হওয়ায় হাদীসটি জাল হওয়া প্রমাণিত।

(৩) বর্ণনাকারীর ধরন কিংবা বর্ণিত হাদীসের লক্ষণেই বুঝা যায় যে, হাদীসটি জাল। যেমন সাইফ ইবনে ওমর তামেমী বলেন ঃ

كنت سعد بن ظريف- فجأ ابنه من الكتاب بيكي فقال: مالك؟ قال ضربني المعلم. قال لا خزينّهم اليوم- حدثنى عكرمه عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم اقلهم رحمة لليتيم واغلظهم المسكين.

আমি সায়াদ বিন জরীফের কাছে ছিলাম। এমন সময় তার ছেলে কিতাব হাতে কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে আসলে; সে জিজ্ঞাস করলো ঃ তোমার কি হয়েছে? ছেলে বললো; ওস্তাদ আমাকে মেরেছেন। তখন সে বললো; আমি অবশ্যই আজ তাকে অপমান করবো। ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামের নামে এই হাদীস জাল করে।

"তোমাদের শিশুদের শিক্ষকরা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির।

ইয়াতিম ছেলেদের প্রতি তাদের দয়া নেই, মিসকিনদের প্রতি তারা খুবই রূঢ়।"

উপরোক্ত হাদীসটি যে জাল তা বর্ণনার ধরনে সহজেই বুঝা যায়।

(৪) কথিত হাদীসের মতনে হাস্যকর কিংবা চাতুর্যপূর্ণ শব্দ থাকা ঃ তবে একটিমাত্র শব্দ এ ধরনের হলেই তা সাধারণভাবে জাল হবে না। কারণ মূল হাদীসটি হয়তো বা ছহীহ। কোনো রাবি ইচ্ছামত শব্দটি মূলের সাথে সংযোজন করে দাবী করলো যে, হাদীসের শব্দ ও ভাষা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক বর্ণিত। তাহলে এই রাবিকে মিথ্যাবাদী বলতেই হয়। কেননা আরবের মধ্যে রসূল ছিলেন অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও মিষ্ঠভাষী। এমতাবস্থায় হাস্যম্পদ বাচলতাপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ সম্বলিত হাদীসকে জাল হাদীস মনে করতে হবে। যেমন কোন জালকারী বর্ণনা করলো ঃ لا تسبوا الديك فا نه صديقي

"মোরগকে ভর্ৎসনা করোনা। কেননা মোরগ আমার বন্ধু।"

এমন বাক্য রসূলের মুখ নিঃসৃত হতে পারেনা তা বলাই বাহুল্য।

(৫) কথিত হাদীস সাধারণ বিবেক বুদ্ধির বিপরীত হওয়া ঃ কেননা ইসলামের নীতিমালা স্বাভাবিক অনুভূতি ও বিচারবুদ্ধি বহির্ভূত নয় যে, সাম স্যহীন কথা হাদীস হতে পারে। অথচ হাদীসের সৌন্দর্য সম্পর্কে রবি ইবনে খাসীম বলেন ঃ ان للحديث ضواكضؤ النهار

নিশ্চয়ই হাদীসের (বর্ণনা রীতির মধ্যে) জন্যে রয়েছে দিবালোকের ন্যায় আলোক রশ্মি।

ইবনে কাছির বলেন ঃ

ان يكون ركيكا لا يعقل ان يصدر عن النبي صلي الله عليه وسلم -

অর্থাৎ হাদীসের ভাষা ও মর্মার্থ এমন দুর্বল হওয়া যে এমন ধরনের বাক্য ও তথ্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হওয়া সাধারণ বিবেক সমর্থন করেনা।[১] যেমন– الباذ نجان شفاءٌ من كل داء "বেগুন সকল রোগের প্রতিষেধক।"

এমন কথা রসূলের হওয়াটা বিবেক বহির্ভূত।

(৬) কথিত হাদীসে এমন বিষয়ের উল্লেখ করা যা তৎকালীন সমস্ত মুসলমানেরই জ্ঞাত হওয়া সম্ভব ছিল অথচ হাদীসটি রাবী ছাড়া আর কেউ জানে না।

যেমন– শিয়াদের এ হাদীসটি উল্লেখ করা যায় ঃ ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عليا الخلافة فى غدير خم حين رُجُوعه من حجة الوداع بحضرة جم غفير اكثر من مائة الف.

নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্ব থেকে যাবার সময় গাদীরেখাম নামক স্থানে ১ লাখেরও অধিক সাহাবী বিরাট সমাবেশে হজরত আলীকে (রা) খেলাফত দান করেন।

সাহাবীর উপস্থিতিতে যে হাদীস বর্ণিত হলো, সেটা রাবী ছাড়া আর কেউ জানলো না, এমনটা হতে পারে কি? কাজেই হাদীসটি যে মনগড়া বানানো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

(৭) রসূলের বংশের লোকদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা এবং সাহাবীদের গালি-গালাজ করা! এ ধরনের রেওয়ায়েত জাল হবে। বিশেষতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফাদ্বয়ের ভর্ৎসনা ও হযরত আলীর খেলাফতকে তাদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার হাদীস মনগড়া। যেমন হাদীস বলা হলো এভাবে–

---

১. الباعث الحثيث فى شرح مختصر علوم الحديث -পৃ ঃ ৮২

من لم يقل على خير الناس فقد كفر

"যে ব্যক্তি আলীকে সর্বোত্তম মানুষ না বলবে সে কাফের।" বিপরীত দিকে হযরত আবু বকর, ওমরের (রা) অতিরিক্ত প্রশংসাসূচক হাদীসও জাল হবে। যেমন ঃ

ما في الجنة شجرة الا مكتوب على كُلّ وَرَقه منها لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبكر وعمرُ النار وقٌ وعثمانُ ذوالنورين.

বেহেশতে এমন কোনো বৃক্ষ নেই যার পাতায় লেখা আছে ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, আবু বকর ও ওমর এবং ওসমান জিন্নুরাইন। হাদীসটি যে বাড়াবাড়ি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

(৮) হাদীস কাশফ বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত বলে দাবী করা ঃ শরীয়াতের কোনো বিধান স্বপ্ন বা কাশফ কিংবা মুরাকিবা মুশাহিদার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। তথাকথিত পীর বা সূফী দরবেশগণ এরূপ কাশফ-মুকাশেফা বা স্বপ্নযোগে হুকুম প্রাপ্তির দাবী করে থাকে। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হাদীস নিঃসন্দেহে মাওজু বা মনগড়া।

(৯) কোনো হাদীসে বর্ণিত ঘটনা যদি বিশুদ্ধ ও সপ্রমাণিত ইতিহাসের বিপরীত হয় তাহলে হাদীসটি জাল মনে করতে হবে। যেমন খায়বরবাসীর একটি কুচক্রীমহল স্বার্থ লাভের আশায় হাদীস নামে একথা প্রচার করলো যে, খায়বরবাসীদের থেকে হযরত সায়াদ বিন মুয়াযের শাহাদতের কারণে জিযিয়া প্রত্যাহার করা হয়েছে। অথচ হযরত সায়াদ (রা) খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন যা খায়বর যুদ্ধের আগে সংঘঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ জিযিয়া হুকুম জারী হয় তাবুক যুদ্ধে, খায়বর যুদ্ধে নয়। তৃতীয়ত ঃ কথিত হাদীসে জিযিয়া প্রত্যাহারের লেখক দেখানো হয় হযরত মুয়াবিয়াকে (রা) অথচ তিনি তখনো মুসলমানই হননি। এসব কারণে হাদীসটি জাল হওয়াতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

(১০) সাধারণ ও গুরুত্বহীন কাজ বা কথার জন্যে কঠোর আযাব কিংবা সামান্য কাজ বা কথায় অসামান্য ও বিরাট পুরস্কারের ওয়াদাপূর্ণ হাদীসও জাল ।

فتح المغيب গ্রন্থে আছে-

كل حديث رايته... تتضمن الا فراط بالوعيد الشديد على الا مر اليسر او بالوعدالعظيم على الفعل اليسر وهذا الا خير كثير مَوْجُوْد فِى حَدِّ القُصاصِ اَوْ الطُّرُقِيَّةِ

যেসব হাদীস সাধারণ কাজের জন্যে কঠোর আযাব অথবা সহজ কাজের জন্যে বিরাট প্রতিদান সম্বলিত তা জাল। এই শেষ প্রকারের জাল হাদীস কিচ্ছা কাহিনীকার ওয়ায়েজীন ও সুফীদের মধ্যে বেশী পাওয়া যায়।

হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড

হাদীস শাস্ত্রকে নির্ভেজাল, নিখাঁদ, ও বিশুদ্ধ রাখার জন্যে ইসলামী চিন্তাবিদ ও হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকজন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে হাদীস যাচাই বাছাই, পর্যালোচনা ও সমালোচনার যে বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতির উৎপত্তি হয় তাকে علم الجرى و التعديل বা সমালোচনা ও সামঞ্জস্য বিধায়ক জ্ঞান বলে। এই বিশেষ পদ্ধতির পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ هُوَ عَلم يُبْحَثُ عَنْ جَرْعِ الرُّوَاةِ وتَعدِ ثليهُمْ بِاَلْفَاظِ مَخْصُوصَةِ

'এটা একটি বিজ্ঞান যাতে বিশেষ শব্দাবলীতে রাবীদের সমালোচনা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়।"

আমরা দেখতে পাই শব্দগত দিক থেকে হাদীসের দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি সনদ, আর দ্বিতীয় অংশটি হলো মতন। সনদের (হাদীস বর্ণনাকারীদের পরম্পরা নামসমূহ) যাচাই-বাছাই ও সমালোচনা করা হয় علم جرح وتعديل পদ্ধতির মাধ্যমে। কেননা হাদীস' বর্ণনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন চরিত্র সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞাত হওয়া জরুরী। আর এই জ্ঞাত হওয়াকে হাদীসের নীতিশাস্ত্রানুযায়ী علم اسماء الرجال লোকদের (রাবীদের) নাম পরিচয় বিষয়ক জ্ঞান বলা হয়।

الحطة فى ذكر الصحاح الست গ্রন্থে এই জ্ঞানের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

اىْ رِجَالُ الاَحاديْث مِنَ الصحابة وتابعهِمْ و الرُّوَاةِ - فَاِنَّ العِلم بها نِصفُ العِلم بالحديث.

অর্থাৎ হাদীসে উল্লেখিত সাহাবা, তাবেয়ী ও রাবীদের সম্পর্কিত ইলম। এই ইলম হলো হাদীসের অর্ধেক জ্ঞান।" علم اسماءالرجال পদ্ধতির মাধ্যমে সনদে উল্লেখিত রাবীদের জীবন চরিত্রের যে দিকগুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে দেখা হয় তা এই ঃ

(১) রাবী কি ধরনের লোক
(২) রাবীর চারিত্রিক দোষ-গুণ কেমন
(৩) রাবীর ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান কতটুকু আয়ত্ত
(৪) রাবীর উপলব্ধি ও বোধশক্তি কতটুকু প্রখর ও উন্নত
(৫) স্মরণ শক্তি ও প্রতিভা কেমন
(৬) রাবীর আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা-গবেষণা ও মতবাদ নির্ভুল কিনা
(৭) রাবীর সমস্ত কর্মকাণ্ড ইসলামী বিধান মুতাবিক কিনা
(৮) রাবী সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন, বিকার বা রোগাগ্রস্ত নয় তো'
(৯) সততা ও ন্যায় নিষ্ঠা রাবীর মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য কিনা।

(১০) কখনো মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল না তো?

(১১) রাবী সৎ চরিত্রবান, চরিত্রহীনতা তাকে কখনো স্পর্শ করেনি

(১২) রাবী কোথায় হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ ও শিক্ষা করেছেন

(১৩) রাবী কার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন

(১৪) রাবী সত্যিই কি ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীস শিখেছিল?

(১৫) রাবীর তখন বয়স কত ছিল, কোথায়, কিভাবে কখন তিনি হাদীস শিখলেন?

হাদীস যাচাই-বাছাই ও সমালোচনা করার এই পদ্ধতি সম্পর্কে অমুসলিম সমালোচকগণের কেউ এর কটাক্ষ করেছেন। আবার অনেকে এর বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। যারা কটাক্ষ করেছেন তারা হাদীস সংকলনের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সঠিকরূপে জ্ঞাত না হয়েই এমন সব কথা বার্তা বলেছেন যার ফলে অনভিজ্ঞ পাঠকের মনে হাদীসের নির্ভরতা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। প্রখ্যাত পাশ্চাত্যাবী ডঃ স্প্রিংগার হাদীস যাচাই পদ্ধতির বাস্তবতা স্বীকার করে বলেছেন ঃ

মুসলমানদের আসমাউর রিজালের মতো বিরাট ও সুশৃঙ্খল চরিত্র বিজ্ঞান পৃথিবীর অপর কোনো জাতি সৃষ্টি করতে অতীতে পারেনি আর বর্তমানেও নেই। এই তথ্যভিত্তিক শাস্ত্রের কারণেই পাঁচ লক্ষ হাদীস বর্ণনাকারীর (রাবী) জীবন চরিত অত্যন্ত নিখুঁত ও সবিস্তারে আজও লোকেরা জানতে পারে।[১]

ইমাম শাফেয়ী (রা) এ শাস্ত্রের গুরুত্বারোপ করে বলেছেন ঃ

مَثَلُ الذَّى يَطْلُبُ الحديث بلا اسنا د كَمَثَلِ حاَطِبِ لَيَلٍ يُحْمِلُ حَزَمَةِ الَحطَبِ فِيْهَا اَفْعى تلدغه وَ هُوَ لاَ يَدْرِىْ

সনদ সম্পর্কিত জ্ঞান ব্যতীত হাদীস সন্ধানকারী ব্যক্তি অন্ধকারে কাষ্ঠ আহরণকারীর মতো। সে কাষ্ঠের বোঝা বহন করে অথচ বোঝার মধ্যে

---

১. اصابة গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা (হাদীস সংকলনের ইতিহাস মাওঃ আবদুর রহীম পৃঃ ৬৩৪ থেকে উদ্ধৃত)

এমন একটি বিষধর সাপ আছে যে তাকে তার অজান্তে দংশন করে থাকে"।

উপরোল্লেখিত আলোচনায় আসমাউর রিজাল পদ্ধতির মাধ্যমে হাদীসের প্রথম অংশ সনদ বা রেওয়ায়েতের যাচাই বাছাই ও সমালোচনা পরিস্ফুট হয়েছে। হাদীসের দ্বিতীয় এবং মুল অংশ মতন (متن) এর বিশুদ্ধতা ও যাচাই-বাছাই করাও অপরিহার্য। অর্থাৎ ইসলামী চিন্তাবিদ এবং হাদীস শাস্ত্রের গৌরব মুহাদ্দিসও উছুলবিদগণ মতনকেও যুক্তি-তর্ক ও বাস্তবতার আলোকে যাচাই-বাছাই করেছেন। উসুলে হাদীসের পরিভাষায় এ পদ্ধতিকে বলা হয় দেরায়েতগত পরীক্ষা। এ পদ্ধতিতে মূল হাদীসকে যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই-বাছাই করা হয়। আর এরূপ যাচাই-বাছাই করার জন্য আল্লাহ্রও নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইফকের ঘটনার সাথে কিছু সংখ্যক মুসলমানও সন্দেহ প্রবন হয়ে পড়লে তাদের শানে এই আয়াত নাযিল হয়–

وَلَوْلَا اِنْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ -

"তোমরা যখন সে কথা শুনতে পেলে তখন তোমরা (শুনেই) কেন বললেনা যে, এ ধরনের কথা বলা আমাদের কিছুতেই উচিত নয়। আল্লাহ্ মহান! এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা ও বিরাট দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরায়ে নূর-১৬ আয়াত)

'অর্থাৎ সংবাদ শুনেই তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ বা বর্জন না করে শ্রুত সংবাদ সম্পর্কে বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করার সুস্পষ্ট ইংগীত রয়েছে এই আয়াতে।

'মূল হাদীসটি সাধারণ জ্ঞান বাস্তবতা, কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী কিনা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিবেচনার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কিনা তা দেখা দরকার। মিরাজের ঘটনা সাধারণের বোধগম্য না হলেও তীক্ষ্ণ জ্ঞানের পরিপন্থী নয়। অধিকন্তু ঘটনাটির বিবরণ কুরআনে উল্লেখ আছে এবং মিরাজের হাদীস

২৫ জন সাহাবী ও ৩ শত তাবেয়ী হতে বর্ণিত। সুতরাং হাদীসটি সত্য ও বিশুদ্ধ হাদীসরূপে সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণীয়।

ইবনুল জাওযী ও মোল্লা আলী কারী দেরায়াতগত (বুদ্ধিভিত্তিক বিশ্লেষণ) প্রক্রিয়ার যে বিষয়গুলির ওপর হাদীসের যাচাই-বাছাই ও নিরীক্ষা করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

(১) যে হাদীস ভাষাগত অলংকারের অভাবে দূষিত তা হাদীস নয়। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আরবী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক।

(২) সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবর্জিত হাদীস

(৩) যে হাদীস শরীয়তের কোনো সুস্পষ্ট নীতি ও উসূলের বিপরীত

(৪) যে হাদীস বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপরীত।

(৫) যে হাদীস কুরআনের সঠিক অর্থের বিপরীত।

(৬) যে হাদীস প্রসিদ্ধ হাদীসের বিপরীত

(৭) যে হাদীস ইজমায়ে হাদীসের বিপরীত

(৮) যে হাদীসে লঘু অপরাধে গুরুদন্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

(৯) যে হাদীসে সামান্য আমলে বিরাট পুরষ্কারের ঘোষণা করেছে।

(১০) যে হাদীসের বক্তব্য মূলতঃ অর্থহীন। যেমন যবেহ ছাড়া কদু না খাওয়া।

(১১) যে হাদীস রাবী সাক্ষাৎ লাভ করেননি এমন লোক থেকে বর্ণনা করেন। অন্যদিকে, এ হাদীস অপর কোনো রাবীও তার নিকট থেকে বর্ণনা করেনি।

(১২) হাদীসের বিষয়বস্ত এমন, যে সম্পর্কে অবহিত হওয়া সকল মুসলমানের কর্তব্য অথচ বর্ণিত হাদীসটি রাবী ছাড়া আর কেউ অবগত নহে। যেমন, রসূল কর্তৃক লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে হযরত আলীর (রা) গাদীরেখুমে খলীফা হওয়ার ঘোষণা করা।

(১৩) যে হাদীসে এমন কথা রয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে অনেক লোক জানতে পারতো অথচ ঐ রাবী ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়।

(১৫) যে হাদীসের বর্ণনা অতিরঞ্জিত।

(১৬) যে হাদীসের কথা নবীগণের কথার অনুরূপ নহে।

(১৭) যে হাদীসের কথা কোনো চিকিৎসকের কথা হওয়াই অধিক যুক্তি সম্মত।

(১৮) যে হাদীসের অসম্ভবতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন উজ বিন ওনক সম্পর্কীয় হাদীস। (৩ হাজার হাত, ৭০ হাত লম্বা লোক)

(১৯) খাজা খিযির সর্ম্পকীয় হাদীস।

(২০) যে হাদীসে নির্দিষ্ট তারিখসহ ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে।

(২১) কুরআনের বিশেষ বিশেষ সূরার অতিরঞ্জিত ফজিলতের আমল সম্পর্কীয় হাদীস।

হাদীস সহীহ ও গায়রে সহীহ হওয়ার উল্লেখিত দু'টি পন্থা রেওয়ায়েতগত (আসমাউর রিজাল) ও দেরায়েতগত অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত ও বুদ্ধিবৃত্তিক। এ দু'পন্থায় হাদীস উত্তীর্ণ হলে হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হবে।

হাদীস জাল করার কারণ ও কতিপয় জালকারীর পরিচয়

ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী ইসলামের মূলোচ্ছেদ করতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। মুসলমান নাম ও বেশ ধারণের ছদ্মাবরণে কতিপয় লোক জাল করণের মতো ঘৃণ্য ও হীন পন্থা বেছে নেয়। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে জালকারীদেরকে ৬ টি স্তরে ভাগ করা যায়। এই ৬ শ্রেণীর লোক স্ব-স্ব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে হাদীস জালকরণে প্রবৃত্ত হয়।

১। যিনদীক ও মুনাফিক সম্প্রদায় : বাহ্যতঃ তারা মুসলমানদের কাছে মুসলমান হিসেবে পরিচিত। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতঃ ইসলামের সৌন্দর্য নষ্ট করা ও অগ্রগতি ব্যাহত করাই তাদের উদ্দেশ্য। এরা ইসলাম বিদ্বেষী চরম শত্রু। হাম্মাদ বিন যায়েদ বলেন ঃ

وَضَعَتِ الزنادقةُ على رَسُوْلِ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ أربعةَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيث

যিনদীকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে ১৪ হাজার হাদীস জাল করে।

আবদুল করিম ইবনে আবুল আওযা নামে এক যিনদীককে মাহদীর খেলাফত আমলে বসরার আমীর মুহাম্মদ বিন সুলাইমান আল আব্বাসী ১৬০ হিঃ সনে যিনদীক হওয়ার কারণে হত্যা করেন। হত্যা করার সময় সে বলে ঃ

لَقَدْ وَضَعْتُ فِيْكُمْ اَرْبَعَةَ الاَ لف حَدِيْثْ اَحَرَمٌ فيها الحلالَ واحلل الحرام -

আমি তোমাদের মধ্যে ৪ হাজার হাদীস জাল করি যেগুলির মাধ্যমে আমি হালালকে হারাম করি আর হারামকে হালাল করি।[১]

যিনদীক গোষ্টীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– বনী তামীমের কিনইয়ান ইবনে সাময়ান আন-নাহদী। খালিদ বিন্ আবদুল্লাহ আল কাসরী তাকে হত্যা করে আগুনে জ্বালিয়ে দেন। মুহাম্মদ বিন্ সায়ীদ ইবনে হাসান আল আসাদী নামীয় যিনদিককে আবু জাফ্র আল মানসুর হত্যা করেন। সে প্রায় ৪ হাজার হাদীস জাল করে।

২। বিদয়াতপন্থী ও বস্তুপ্রিয় সম্প্রদায় : এ সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক নিজেদের প্রবৃত্তি, বাসনা কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অগণিত হাদীস জাল করে। তারা কিছু হাদীস যুক্তির ভিত্তিতে রচনা করে। কুরআন ও হাদীসে এগুলোর কোনো প্রমাণ তো নেই। পরন্ত কোনো যৌক্তিকতাও নেই। রাফেজী ও খেতাবীরা এ সম্প্রদায়ের লোক। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ্ আল মুকরী বলেন ঃ একজন বিদায়তপন্থী লোক বিদয়াত থেকে তাওবাহ্ করত; স্বীকার করলেন ঃ

اُنْظُرَوْا هَذَا الحَدِيْثُ عَمَّنْ تَأخُذُوْ نَهُ فَاِنَّا كُنَّا اِذَا رَاَينا رَاياً جَعَلْنا لَهُ حَدِيْثاً

---

১. مختصر علوم الحديث পৃঃ ৮১।

"যার থেকে তোমরা এ হাদীস গ্রহণ করবে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। কেননা যখন আমরা ইচ্ছা করতাম তখনই আমরা সেটাকে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিয়েছি।"

اخبرنى شيخ من الرّافِعةِ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَجْتَمِعُوْنَ عَلى وَضْعِ الاحاديث

'রাফেজী সম্প্রদায়ের একজন ওস্তাদ আমাকে বলেছে, তারা হাদীস জাল করার জন্যে সমাবেশ ও সম্মেলন করতো।[১]

৩। কিচ্ছা কাহিনী কারকগণ কিচ্ছা কাহিনীর মধ্যে অলৌকিক ও আশ্চর্য ঘটনার অবতারণা করে সাধারণ শ্রোতামণ্ডলীর মন ও হৃদয়কে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করা, এসব বানানো কাহিনীকে হাদীস নামে আখ্যায়িত করে শ্রোতাদেরকে আরো সম্মোহিত করা এসব কাহিনীকারদের উদ্দেশ্য। ফলে সাধারণ লোক তাদের প্রতি অতিশয় আসক্ত হয়ে কাহিনীকারদেরকে বেশী করে উপহার উপঢৌকন দিবে। রিযক ও জীবিকার্জনই তাদের জালকরণের মূল উদ্দেশ্য।

ইবনে জাওযী বলেন ঃ

صلّى اَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وَيَحْيَ بْنُ مُعِيْنٍ فِى المسجِدِ الرَّصافَةِ- فَقَامَ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ قَاص- فَقَالَ حَدَّثْنَاَ احمد بن حنبل ويحى بن معين- قَالاَ حَدَّثَنَا عبدالرزاقُ عَنْ مُعْمَّرعَنْ قَتَادَةَ عَنْ انس قَالَ! قَالَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيه وسلم مَنْ قَالَ لاَ الهَ الاَّ اللّهُ خَلَقَ اللّهُ مِنْ كُلَّ كَلِمَةٍ طَيْراً مِنْقَارُهُ مِنْ ذَهَبٍ وَرِيْشُهُ مِنْ مَرْجَانٍ وَاَخَذَ فِي قِصَّةٍ نحوامِنْ عِشْرِيْنَ وَرَقَةً اَفَجَعَلَ احمد

১. الباعث الحديث পৃ ঃ ৮৪।

بن حنبل يَنْظُرُ اِلى يَحْيَ بن معين وَجَعْلَ يحي بن معين ينظر الى احمد- فَقالَ لَهُ حَدَّثتَه بِهذَا ؟ فَيَقُوْلُ وَاللّه! مَاسَمِعْتُ هَذَا الاَّ السَّاعَة- فَلمَّا فَرِغ مِنْ قَصَصِه واَخذ العِطيَّاتَ ثُمَّ قَصَدَ يَنْتَظِرُ بَقيَّتُهاَ- قَالَ لَهُ يَحْيَ بن معين بِيَدِه- تَعَال ا فجاءَ مُتَوَهِّماً لِنَوْال. فَقَالَ لَهُ يحي مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَاالْحَدِيثَ؟ فَقَالَ احمد بن حنبل و يحي بن معين فَقَالَ اَنَا يحي بن معين وهَذَا احمدبن حنبل- مَا سَمِعْنَا بِهَذَاقَطُّ فِى حَدِيث رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَليه وسلم- فَقَالَ لَمْ اَزِلْ اَسْمَعُ اَنَّ يحي معين اَحمَقُ- مَا تَحَقَّقْتُ هَذَا الاَّالسَّاعَة كَاَنَّ لَيْسَ فِيهَا يحي بن معين واحمدبن حنبل غَيْرُ كُماَ وَقَدْ كُتبت سَبعةَ عَشَرَ احمدبن حنبل ويحي بن معين! فَوَضَعَ اَحمَدُ كمَّهُ عَلى وَجَهِه وَقَالَ دَعْهُ يقومُ- فَقَامَ كَالْمُسْتَهْزِئ بِهِما-

আহমদ বিন হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মুয়ীন রাছাফার মসজিদে নামায পড়লেন। নামাযের পর একজন কাহিনীকার মুসল্লীদের সামনে দাঁড়িয়ে বললো ঃ আহম্মদ ইবনে হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মুয়ীন থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ আমরা বর্ণনা করেছি আবদুর রাজ্জাক থেকে তিনি মুয়াম্মার থেকে, মুয়াম্মার কাতাদাহ এবং কাতাদাহ্ আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে তার প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা এমন একটি পাখী বানান যার ঠোঁট স্বর্ণ এবং পালক মুক্তা খচিত। এভাবে সে প্রায় ২০

পৃষ্ঠা ব্যাপী কাহিনী বর্ণনা করলো। হাদীসটি শুনে আহমদ বিন হাম্বল ইয়াহইয়া বিন মুয়ীনের দিকে আর ইয়াহইয়াহ্ আহমদ বিন্ হাম্বলের দিকে তাকাতে লাগলেন। একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এ মুহূর্তের আগে এমন হাদীস কখনো আমি শুনিনি। কাহিনীকার গল্প বলা শেষ করলো। দান খয়রাত গ্রহণ করে আরো কিছু পাওয়ার অপেক্ষা করছিল। ইয়াহইয়াহ্ তার হাত ধরে বললেন, চলো! কিছু পাওয়ার ধারণা করে সে আসলো। ইয়াহ্ইয়া তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমার কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন? সে বললো, আহমদ বিন হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়াহ্ বিন মুয়ীন। তিনি বললেন, আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন এবং তিনি আহমদ বিন হাম্বল। রসূলের হাদীস হিসেবে এ ধরনের কথা আমরা কখনো শুনিনি। তখন কাহিনীকার বললো, ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন একজন আহমক– একথা সব সময় শুনে আসছি। এ মুহূর্তে তার প্রমাণ পেলাম। মনে হয় যেন তোমাদের এ দু'জন ছাড়া দুনিয়াতে আর কোনো ইয়াহইয়া বিন মুয়ীন ও আহমদ বিন হাম্বল নেই। আমিতো ১৭ জন ইয়াহইয়া বিন মুয়ীন ও আহমদ বিন হাম্বলের কথা লিখেছি। আহমদ তার চেহারায় আগুন দেখে বললেন, তাকে যেতে দাও। সে যেন তাদের উভয়ের সাথে উপহাস করে প্রস্থান করলো।[১]

এসব গল্পকার ও কিচ্ছা কাহিনীকারদের অধিকাংশই জাহেল। তবে তারা আহলে ইলমদের বেশ ধারণ করে থাকে। তারা নিরীহ জনসাধারণের অনেকের মাথা রসালো গল্প ও কল্পকাহিনীর মাধ্যমে বিগড়িয়ে দেয়।

(৪) স্বার্থান্বেষী অতিলোভী আলেম সম্প্রদায় : কতিপয় স্বার্থান্বেষী চাটুকার তোষামুদে আলেম যারা ইসলামী ইতিহাসের পরিভাষায় ওলামায়ে সু'নামে খ্যাত তারাও দুর্ভাগ্যক্রমে এ ঘৃণ্য কাজে জড়িয়ে পড়ে। আখেরাতকে জলাঞ্জলি দিয়ে দুনিয়া হাসিল করা, সমকালীন ক্ষমতাসীন আমীর অমাত্যদের নৈকট্যলাভ করা, রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা

---

১. الباعث الحثيث পৃঃ ৮৫।

করা, নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও মহাত্ম জনগণের সামনে তুলে ধরা, এসব আলেমদের হাদীস জালকরণের কারণ ও উদ্দেশ্য। এসব উদ্দেশ্য সাধন করতে তারা মিথ্যা ফত্ওয়া দেয়, কথা বানিয়ে তা শরিয়াত তথা রসূলের হাদীস বলে প্রচার করে বেড়ায়, কুরআন ও হাদীসের স্বার্থসম্বলিত ব্যাখ্যা দান করে থাকে। এভাবেই এ শ্রেণীর কতিপয় আলেম হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে প্রাধান্য দিয়ে গোটা আলেম সমাজের ললাটে কালিমা লেপন করে। এরা তখনো ছিল এখনো আছে এবং থাকবে।

এ শ্রেণীর আলেমদের মধ্যে আছে গিয়াস ইবনে ইবরাহীম নাখয়ী আল কুফী মিথ্যাবাদী, খবীস। মাকাতেল ইবনে সুলাইমান আল বলখী তাফসীর শাস্ত্রের বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। খলীফাদের নৈকট্যলাভের জন্যে তিনি হাদীস জাল করার মতো ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেন।

খলীফা মাহ্দীর মন্ত্রী আবু ওবাইদুল্লাহ্ মাকাতেল সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মাকাতেল মাহদীকে বললো ঃ

اِذَا شِئْتَ وَضَعْتُ لَكَ اَحَادِيْثَ فِى الْعَبَّاسِ- قُلْتُ لَاحَاجَةَ لِى فِيْهَا

আপনি যখনই আব্বাসীদের স্বপক্ষে হাদীস বানানোর ইচ্ছা করবেন বানিয়ে দিব। আমি তাকে বললাম, এসবে আমার প্রয়োজন নেই।

(৫) যোহদ, তাকওয়াহ, পরহেজগারী ও তাসাউফ পেশাধারী সম্প্রদায় : এ স্তরে আছে এক ধরনের তথা কথিত পীর, ফকীর, দরবেশ, মুরশীদ, ইলমে তাছাউফ ও ইলমে লাদুন্নীর দাবীদার ব্যক্তিত্ব, পেশাদার ওয়ায়েজীন ও পান্দ নছীহত কারীগণ। জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার, ওয়াজ নছিহত দ্বারা জনগণকে অধিক ধর্মপ্রাণ বানানো, ইবাদত বন্দেগীতে তাদেরকে অধিক উৎসাহিত করা এবং আখেরাতের ভয়ে তাদেরকে আরো ভীত ও সচেতন করে তোলা হাদীস জালকরণে তাদের উদ্দেশ্য। মানুষের গুনাহ থেকে বিরত রেখে আখেরাতমুখী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে হাদীস জালকরণে তারা প্রবৃত্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে দ্বীন ও ইসলামী সমাজ

ব্যবস্থার যে ব্যাপক ক্ষতি হয় তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তাদের কারো উদ্দেশ্য তো বাহ্যিক তাক্ওয়া, পরহেজগারী ও দরবেশীর অন্তরালে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করা। নিরীহ্ ও মূর্খ জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগে এসব তথাকাথিত দরবেশ ফকীরগণ স্বার্থসিদ্ধ কথাকেই হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। ফলে এই মহলে আসল ও ছহীহ্ হাদীস জাল হাদীসের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়।

(৬) হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা : কতিপয় লোক হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত : মিথ্যা হাদীস রচনা করে। এ শ্রেণীর লোকদের ধারণা ভালো, মনমানসিকতা সুস্থ্। সহজ সরল প্রকৃতিগত হওয়ায় তারা যা শুনে তাই বিশ্বস্ততার সাথে ধারণ করে। তারা আসলে শুদ্ধ-অশুদ্ব, ঠিক-বেঠিক, ভুল-নির্ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। হাদীস জাল করণের দোষে দুষ্ট হলেও অজ্ঞতার কারণে তারা অন্যান্য শ্রেণীর জালকারীদের তুলনায় কম বিপদজনক এবং গুনাহ্ও তাদের তুলনামুলকভাবে কম।

(৭) বিতর্কপ্রিয় কিছু লোক নিজের ব্যক্তিত্ব, প্রতিপত্তি ও ঔদার্য জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে স্বপক্ষে হাদীস জাল করে। তারা মোহ, লালসা ও মাৎসর্যের আতিশয্যে এমন অপকর্মে লিপ্ত হতে কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি। যারা তাওবাহ্ করেছেন তারা অকপটে একথা স্বীকার করেছেন কিন্ত যারা নিজেদের আসল চেহারা গোপন রেখে বাহ্যত; ইসলামের জন্যে হাদীস জাল করে, সাধারণ মুসলমান তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে মূলোৎপাটন করতে চায়, তারা হচ্ছে ইসলামের আসল শত্রু ও মুসলমানদের জন্যে বিপদজনক। ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ মর্দে মুজাহিদ হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতবর্গ এবং অভিজ্ঞ লোকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মকুশলতা ইসলামের এই নব্য শত্রুদেরকে চিহ্নিত করত; হাদীস শাস্ত্রকে নিখাঁদ ও নির্ভেজাল রাখতে সক্ষম হয়। হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ও চিন্তাবিদদের কর্মতৎপরতায় আল্লাহর অশেষ রহমতে সহীহ্ গাইরে সহীহ্, আসল-নকল, শুদ্ধ-অশুদ্ধ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করা আজ আর কোনো সমস্যা নয়।

علم الجرح اسما الرجال وا لتعديل

দেরায়েত ও রেওয়ায়েতগত যুক্তি ভিত্তিক পরীক্ষা তথা উসূলে হাদীস শাস্ত্রের মাধ্যমে বিশুদ্ধ হাদীস দুনিয়ার বুকে অক্ষয় অমর ও চিরঞ্জীব হয়ে আছে।

কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীস জালকারী

উপরোল্লেখিত উপায়ে জালকরণে যারা সমধিক খ্যাত ছিল তারা হলো ওহাব বিন ওহাব আল কাযী (আবুল) বোখতারী, মুহাম্মদ বিন সায়েব আলী কালবী, মুহাম্মদ বিন শায়ীদ শামী আল মাসলুব, আবু দাউদ নাখয়ী, ইসহাক বিন্ নজীহ আল মুলাতী, গিয়াসবিন্ ইবরাহীম, আল মুগীরা বিন সায়ীদ আল কূফী, মামুন ইবনে আহমদ, মুহাম্মদ বিন ওককাশাহ্ আল কিরমানী, মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ আল ইয়াশকারী।
ইমাম নাসায়ী বলেন, মিথ্যা হাদীস রচনায় খ্যাত ছিল ৪জন। তারা হলো মদীনায় ইবনে আবি ইয়াহ্ইয়া, বাগদাদে ওয়াকেদী, খোরাসানে মাকাতেল বিন সুলাইমান, এবং সিরিয়ায় মুহাম্মদ বিন সায়ীদ মাছলুব।

হাদীস জাল করণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ইসলাম বিদ্বেষী চক্র কর্তৃক হাদীস জালকরণের যে ঘৃণ্য ও হীন চক্রান্ত শুরু হয় তা অবলোকন করে তৎকালীন প্রশাসকএবং হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণ তৎপর হয়ে উঠেন। হাদীসকে এই অশুভ চক্র থেকে নির্ভেজাল ও নির্ভুল রাখতে তাঁরা প্রশাসনিক ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদের কঠোর প্রতিরোধের ফলে চক্রান্তকারী দল বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। অধিকন্ত তারা এমন কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে ভবিষ্যতে কেউ হাদীস জাল করার মতো দুঃসাহস করতে গেলে সহজেই ধরা পড়ে নাজেহাল হতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন সময় অবস্থার প্রেক্ষাপটে যেসব বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ
(১) হাদীস জালকারীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান : হাদীস জাল করার পরিণতি কত ভয়াবহ ও বিপদজনক তা অনুধাবন করতে সক্ষম

হয়েছিল তৎকালীন প্রশাসকবর্গ। তাই হাদীস জালকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলো সরকারী পর্যায়ে।

উমাইয়্যাদের শাসনামলে হারিস বিন সায়ীদ কাজ্জাবকে আবদুল মালেক বিন মারওয়ান এবং গাইলান দেমাশকীকে হিশাম বিন আবদুল মালেক এ অপরাধের কারণেই হত্যা করান। আব্বাসী শাসনামলেও আবু যাফর আল মানসুর মুহাম্মদ বিন সায়াদ মাছলুখকে হাদীস জালকরণের অপরাধে ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলান। বসরার গভর্নর মুহাম্মদ বিন সুলাইমান কুখ্যাত হাদীস জালকারী আবুদল করিম বিন আব্দুল আওয়াকে একারণেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

(২) সনদ বর্ণনা : হাদীস জাল করার প্রেক্ষিতে হাদীস নামে কোনো কথা গ্রহণের ব্যাপারে মুসলমানগণ অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠে। এ সময় পর্যন্ত সাহাবীদের অনেকেই বেঁচে ছিলেন। তাদের হুবহু অনুসরণ ও অনুকরণে পরবর্তী বংশধর তাবেয়ীগণ ইসলামী জ্ঞানে সমধিক ব্যুৎপত্তি হাসিল করেন। তাদের সম্মিলিত চিন্তা গবেষণায় মূল হাদীস বর্ণনার আগে সনদ (বর্ণনাধারা) বর্ণনা করা অপরিহার্য হয়। হযরত আলী (রা) এ পর্যায়ে বলেন ঃ

لايَنْسخُوا الحديث الاَّ باسناده "সনদ ব্যতীত হাদীস লিখোনা।"[১]

এই পদক্ষেপের ফলে সনদ ব্যতীত হাদীস অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। হাদীস বলা ও লেখা উভয় ক্ষেত্রেই সনদ বর্ণনা হাদীস শাস্ত্রের এক জরুরী অংগ হয়ে দাঁড়ায়।

সুফিয়ান সাওরী সনদ সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করেছেন ঃ

الاِسْنَادُسلاحُ المؤمنِ- فَاذَا لَمْ يَكُن مَعَهُ السلاحُ فَبِاَيِّ شَيْئٍ يُقَاتِلُ

---

১. شرح مواهب পৃঃ ৪৭৪

সনদ ও সনদসূত্র জ্ঞান ঈমানদারের হাতিয়ার বিশেষ। তার কাছে হাতিয়ার না থাকলে (শত্রুর সাথে মুকাবিলা করবে সে কি জিনিস দিয়ে?"

সনদের ওপর এরূপ গুরত্বারোপে মূল হাদীসের মতো সনদ ও সমান মর্যাদা লাভ করে। আর এই সনদ পরীক্ষা নিরীক্ষা নীতির প্রবর্তনের ফলে হাদীস জালকারীদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এ কারণেই ইমাম ইবনে হাজম বলেছেন, "সনদ আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ দান যা তিনি শুধুমাত্র এই মুসলমান জাতিকেই দান করেছেন।" বস্তত পৃথিবীতে অগণিত ধর্মের দাবীদার তাদের ধর্ম প্রবর্তকের বাণী এমনভাবে সংরক্ষিত হয়েছে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবেনা।

(৩) সনদ পরীক্ষা : সনদ বর্ণনা রীতি প্রবর্তনের দরুন হাদীস জাল করার পথ অনেকটা রুদ্ধ হলেও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়নি। কারণ যারা হাদীস জাল করণে দ্বিধাসংকোচ করেনা সনদ জাল করা তাদের জন্যে কিছুমাত্র দুষ্কর নয়। জাল কারীদের এপথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্যে আমাদের ইসলামী চিন্তাবিদ মনীষীবৃন্দ ও হাদীস বিশারদগণ একটি যুক্তিবৃত্তিক বৈজ্ঞানিক পন্থার উদ্ভাবন করেন। এই পন্থা উছুলে হাদীসের ভাষায় جرح والتعديل বা আসমাউর রিজাল নামে খ্যাত। এই উছুলের ভিত্তিতে আসমাউর রিজাল নামে লক্ষ লক্ষ রাবীদের জীবন চরিত সংগৃহীত হয়। তাতে সনদে বর্ণিত প্রতিটি ব্যক্তি বা রাবীর আত্মজীবনী পুংখানুপুংখরূপে আলোচিত হয়। রাবী কবে, কোথায় কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কবে, কোথায়, কত সনে ইন্তেকাল করেছেন, তার নাম লকব, উপনাম, উপাধি নিজে কি ছিল কার কাছে হাদীস কি অবস্থায়, কোথায়, কখন শিক্ষা করেছেন এবং কাকে হাদীস শিক্ষা দিয়েছে, তার আদালত, জব্ত, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র, উঠা, বসা, মোটকথা রাবীদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক এই শাস্ত্রে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। ফলে জালকারীদের চক্রান্ত চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এই নীতি শাস্ত্রের মাধ্যমে জালকারীদের সৃষ্ঠ গোলক ধাঁধাঁ অতি সহজেই ধরা পড়ে।

মুসলিম শরীফের ভূমিকায় ইমাম মুসলিম ইবনে সিরীনের একথাটির উল্লেখ করেছেন :

لَمْ يكَوْنوا يُتسالُونَ عَنِ الاسْنَاد- فَلَمَّا وَقُعْت الْفتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ الى اَهْل السُّنَّة فَيُوْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيَنْظُرُ الى اَهْلِ البِدْعَةِ فلاَ يُوْ خذ حَديثهم

"আগে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হতোনা। পরে ফিৎনা ও বিপর্যয় দেখা দিলে মুসলমানগণ বললো, আমাদের কাছে বর্ণনাকারীদের নাম বল! রাবী আহলে সুন্নাত হলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর আহলে বিদায়াত হলে তাদের হাদীস বর্জন করা হবে।"

(৪) সাক্ষ্য তলব : হাদীসকে নির্ভেজাল রাখার উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) রাবীর নিকট স্বাক্ষাৎ তলব করার নিয়ম প্রবর্তন করেন। হযরত ওমর (রা) এই পন্থা অনুসরণ করেন।

একদা হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) হযরত ওমরের (রা) বাড়ীতে গিয়ে ঘরের দয়জায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম জানিয়েও কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। হযরত ওমর (রা) ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞাস করলেন। তিনি বললেন, তিনবার অনুমতির সালাম জানার পর অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ রসূলের।

একথা শুনে হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ

ان كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله وعليه وسلم فيها و الا لا جعلنك عظة

"একথা যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে ঠিকভাবে স্মরণ রেখে থাকো তো ভালো! অন্যথায় তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব।"

তারপর আবু মুসা আবু সায়ীদ খুদরীকে (রা) সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত করলে তিনি বললেন ঃ

اما انى لم اتهمك و لكن خشيت ان يتقول الناس على النبى صلى الله عليه وسلم -

আবু মুসা! আপনাকে আমি অপবাদ দিচ্ছিনা। কিন্তু আমি যেটার আশংকা করি তা হলো লোকেরা যাতে রসূলের নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করার সাহস না করে।[১]
রাবীর বর্ণনার সাক্ষ্য তলব করার ফলে কৃত্রিম রাবীরা পশ্চাতদ্বার দিয়ে পালিয়ে যায়। এভাবে এ পন্থা জাল প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

জাল হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্য

জাল হাদীস সংগ্রহ করা হাদীস জাল করণ প্রতিরোধের সর্বশেষ ব্যবস্থা বলা যায়। হাদীস ভুবনে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশে আমাদের মনীষীগণ বিশেষত ঃ হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিরা শংকিত হয়ে তা প্রতিরোধের প্রায় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জাল হাদীসের পরিচয়, লক্ষণও সহজে চিনিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। চিন্তা-গবেষণা করে জালকরণ প্রতিরোধ করার বিভিন্ন পন্থা ও প্রক্রিয়া জনগণকে জানিয়ে দেন। সঠিক, বিশুদ্ধ ও সহীহ্ হাদীস কিভাবে চেনা যায় এর চুলচেরা আলোচনা করেছেন এসব মনীষীবৃন্দ।
জাল হাদীসের সংজ্ঞা, পরিচয়, লক্ষণ ইত্যাদি ঘোষণা করেই হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণ ক্ষান্ত হননি। বরং জনগণকে এরূপ মনগড়া বানানো হাদীসের সাথে বাস্তব পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে জাল হাদীসসমূহ সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হোন। আসল নকল দু'টি জিনিসকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা এবং জনগণকে জাল হাদীসের ধোকা থেকে সর্বোতভাবে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নকল

---
১. جمع الفوائد পৃঃ ১৪৪।

হাদীসসমূহ সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

বস্তুতঃ ইশারা ইংগিত, লক্ষণ ও পরিচয়ের মাধ্যমে জালকারীকে আটকানো সহজ হলেও সাধারণ মুসলমানের জন্যে কাজটি কিন্তু সহজসাধ্য নয়। একজন সহজ সরলপ্রাণ নিরক্ষর মুসলমানের জন্যে একজন বাকপটু বাচাল ধুরন্ধর জালকারীকে সহজে আটকানো সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে যদি জাল হাদীসসমূহ তার সামনে উপস্থিত থাকে তাহলে বাচাল লোকটি জাল হাদীস বর্ণনা করলে তাকে সহজেই কাবু করা সম্ভব। তাই অবস্থার প্রেক্ষাপটে সাধারণ মুসলমান বিশেষত; সহজ সরলমনা মুসলমানদেরকে জালকারীদের খপ্পর থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জাল হাদীসগুলি সংগ্রহ করা অত্যন্ত অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে। এই অপরিহার্যতার পরিপ্রেক্ষিতে হাদীস বিশারদগণ সহীহ হাদীসের মতো মাওজু বা জাল হাদীসগুলি সংকলন করার কাজে মনোযোগ দেন। এ কাজকে তারা এতোটা গুরুত্বারোপ করেন যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীগণ বিভিন্ন আকার ও কলেবরে এ বিষয়ের ওপর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং গ্রন্থগুলি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত ও গৃহীত হয়। এসব গ্রন্থের সাহায্যে অগণিত মুসলমান হাদীস জালকারীদের প্রতারণা থেকে রক্ষা পায়। কুচক্রী মহলের হাদীস জালকরণ চক্রান্ত জনগণের সামনে তুলে ধরে সে চক্রান্তের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে এগ্রন্থগুলি বলিষ্ট পদক্ষেপ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

জাল হাদীস সম্বলিত কতিপয় প্রসিদ্ধ কিতাব ঃ

(১) কিতাবুল আবাতিল- كتاب الاباطيل হাফেজ আল হোসাইন বিন ইবরাহীম আল জাওযিকানী (মৃ ৫৪৩ হিঃ) যতোটুকু জানা যায় তিনিই সর্বপ্রথম এ বিষয় বস্তুর ওপর সম্পূর্ণ পৃথকভাবে এই নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

(২) আল মওজুয়াত الموضوعات। হাফেজ আবুল ফারাজ বিন আল জাওযী (মৃঃ ৫৯৭হিঃ)। তারপর তিনি এ বিষয়বস্তুর ওপর সর্ববৃহৎ প্রসিদ্ধ কিতাব লিখেন।

(৩) আদ্-দুরুল মুলতাকাত ফি তাবয়ীনিল গালত الدر الملتقط فى تبين الغلط হাসান ছাগানী লগভী (মৃঃ ৬৫০)। তাঁর প্রণীত এ বিষয়ের ওপর আরো একটি গ্রন্থ্ আছে।

(৪) আন-নুকাতুল বাদিয়াত, আল-ওজীয় আল-লায়ীল মাছনুয়াহ্ আত-তায়াক্যুবাত– النكت البديعات. الوجيز– اللائ المصنوعة. التعقبات)

ইমাম সূয়ূতী (মৃঃ ৯১০ হি)। শেষ দু'টি গ্রন্থ্ প্রকাশিত হয়। ইবনে জাওযীর কিতাবের ওপর তিনি যে ব্যাখ্যামূলক কিতাব লিখেন সে কিতাবটিও ছাপা হয়।

(৫) আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুয়াহ্ ফি বয়ানিল আহাদীসিল মাওজুয়াহ্ (القوائد المصنوعة فى بيان الاحاديث الموضوعة)– মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন আলী আল-সামী (মৃঃ ৯৪২)

(৬) তানযিহুশ্ শরীয়াতুল মারফুয়াহ্ আনিল আখবারিশ্ শানিয়াতিল মাওজুয়াহ্ (تنزيه الشريعة المرفوعه عن الا خبار الشنيعة الموضوعة) আলী বিন্ মুহাম্মদ ইরাক (মৃঃ ৯৬৩)। ইবনুল জাওযী এবং জালালুদ্দীন সূয়ূতির (রা) মাওজুয়াত তিনি এ গ্রন্থে একত্রিত করেন।

(৭) তায্কিরাতুল মাওজুয়াত-تذكرة الموضوعات

মুহাম্মদ বিন তাহের আল-কাত্তালী আল হিন্দী (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ)। তিনি ইমাম সূয়ূতীর কিতাব থেকে জাল হাদীস সংগ্রহ করেন। কিতাবটি প্রকাশিত হয়।

(৮) তায্কিরাতুল মাওজুয়াত ঃ মাওজুয়াতে কবীর নামে প্রকাশিত হয় (تذكرة الموضوعات وطبع باسم موضوعات كبير)

মোল্লা আলী কারী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ)। এ বিষয়ের ওপর তাঁর আরেকখানি কিতাবের নাম আলমাছনু, ফিল হাদীসিল মাওজু (المصنوع فى الحديث الموضوع)

(৯) তাম্‌য়ীযুত্ তাইয়্যেব মিনাল খাবীস (تميز الطيب من الخبيث) শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেইলভী (মৃঃ ১০৫৬ হিঃ)।

(১০) আদ্‌দুরারুল মাছনুয়াত ফিল আহাদীসিল মাওজুয়াত- (الدر المصنوعات فى الاحاديث لموضوعات)

শেখ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মালেক সাফারিনী হাম্বলী (মৃ ঃ১১৮৮) কিতাবটি বিরাটাকার।

(১১) আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমুয়াহ্ ফিল আহাদীসিল মাওজুয়াহ্ الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আলী আল-শাওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ)।

(১২) আল আছারুল মারফুয়াহ্ ফিল আহাদীসিল মাওজুয়াহ্ (الاثار المرفوعة فى الاحاديث الموضوعة)

আল্লামা আঃ হাই বিন আঃ হাকীম লাখনুভী (মৃঃ ১৩০৪)।

(১৩) আল-লুলুল্ মাওজু ফিমা কিলা ঃ লা আছলা লাহু আওবিআছলিহী মাওজু اللؤلو الموضوع فيما قيل: لا اصل له اوباصله موضوع

আবুল মুহাসীন মুহাম্মদ বিন্‌খলীল আল-কাওকাজী (মৃ ঃ১৩০৫)।

(১৪) তাহ্‌জিরুল মুসলিমীন মিনাল আহাদীসুল মাওজুয়াহ্ আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন تحذير المسلمين من الا حاديث

الموضوعة على سـيدالمر سـلين
মুহাম্মদ বশীর জাফর আজহারী (মৃঃ ১৩২৫হিঃ)

(১৫) আল কালামুল মারফু, ফিমা ইয়াতায়াল্লাকু বিল্ হাদীসিল মাওজু।"
(الكلام المرفوع فيما يتعلق بالحديث الموضوع)
মাওলানা আনোয়ারুল্লাহ্ হায়দরাবাদী।

(১৬) আল-মাওজুয়াত- (الموضوعات) ইবনুল কিরানী

(১৭) مجموعة الاحاديث الموضوعه ইমাম শাওকানী

(১৭) سلسلة الا حاديث الموضوعة والضعيفة নাসীর উদ্দিন আলবানী/ ৫ খন্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি সর্বশেষ সংস্করণ। ২৫০০ হাজার জাল, দুর্বল, ভিত্তিহীন হাদীস এই বিরাট গ্রন্থে স্থান পায়।

অন্যান্য বিষয়ের সাথে মাওজু হাদীস সম্বলিত কতিপয় কিতাব :

(১) আল-তাযকিরাহ্ (التذكرة) হাফেজ মুহাম্মদ বিন তাহের আলমুকাদ্দাসী (মৃঃ ৫০৭)। এ কিতাবটি আল তাযকিরাহ্ ফি গারায়েবিল আহাদীস ওয়াল মুনকারাহ নামেও খ্যাত। التذكرة في غرائب الاحاديث اومنكره تها

(২) আলমুগনী আনিল হিফজ ওয়াল কিতাব (المغنى عن الحفظ والكتاب)-ওমর বিন মুছেলী (মৃঃ ৫৪৩। তাঁর প্রণীত আরো দু'টি কিতাব–

(ক) আল আকীদাতুত্ সহীহাহ্ ফিল মাওজুয়াতিল ছরীহাহ্
العقيده الصحيحة فى الموضوعات الصرحية

(খ) মা'রিফাতুল ওকুফ আলাল মাওকুফ (معرفة الوقوف على

(الموقوف

(৩) আল কাশফুল ইলাহী আল শাদীদিন যয়ীফ ওয়াল মাওজু ওয়াল ওয়াহী الكشف الالهى عن شديد الضعيف والموضوع والواهى

মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ তারাব্লাস (মৃঃ ১১৭৭)

অধিকাংশ বর্ণনা মাওজুয়াতের ওপর করা হয়েছে এমন কতিপয় কিতাব ঃ

(১) তাখরিজুল আহাদীসিল ইয়াহ্ইয়া- تخريج الاحاديث الاحياء

(২) আল মাকাসিদুল হাসানাহ্ ফিল আহাদীসিল দায়েরাহ আলাল আলসিনাহ্ ঃ المقاصدالحسنة فى الاحاديث الدائرة على الالسنة -

ইমাম সখাভী (মৃঃ ৯০২ হিঃ)।

(৩) আল-মানার المنار। হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম।

জাল হাদীসের অনুপ্রবেশে ইসলামী সমাজের পরিণতি

হাদীস জগতে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ একটি অশনি সংকেত বৈকি। এই অশনি সংকেতের আবির্ভাব বিস্ময়কর হলেও অনভিপ্রেত ছিল না। কারণ 'যেখানে মূসা সেখানেই ফিরাউন' এ প্রবাদ বাক্যটির বাস্তবতা আবহমান কাল থেকে আজ অবধি আমরা অবলোকন করে আসছি। একটি সমাজের প্রতিটি লোক মনে প্রাণে শান্তি কামনা করে। কিন্তু সেখানে সামান্য কিছু লোক অশান্তি সৃষ্টি করে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে বিষময় করে তারা শান্তি লাভ করতে পারে এমন চিন্তা করা যায় না। তথাপি শান্তির মাঝে অশান্তি

সৃষ্টির প্রয়াস সে প্রবাদ কাব্যেরই বাস্তবায়ন বৈকি!

অশান্ত, হাহাকার, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্দ পৃথিবীতে শান্তির ললিত বাণী নিয়ে ইসলামের আগমন ঘটে। সারা বিশ্বের জঘন্যতম অসভ্য আরবজাতি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে সভ্যজাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। শান্তি শৃংখলার এই ফল্গু ধারাকে কিছু সংখ্যক লোক যেন বরদাশ্ত করতে পারছিল না। অনাবিল শান্তি ও সুশৃংখল আরামের স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করেও তারা আত্মশ্লাঘা, জিঘাংসা ও প্রতিহিংসার অনলে পুড়তে থাকে। ইসলাম তথা শান্তির দ্রুতবিকাশ ও সুদূর প্রসারতা তাদেরকে প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তোলে। তাই শান্তির দুশমন এসব লোকগুলি শান্তিকে ব্যহত করার ফন্দি ফি্কর করতে থাকে। ইসলাম বিদ্বেষীরা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে চতুর্মুখী আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। একটি পরিকল্পনায় অকৃতকার্য হলে অপরটি। অপরটিতে সফলকাম না হলে তৃতীয় চতুর্থ পরিকল্পনা। কিন্তু তবুও ইসলামের দুশমনী করতে পিছপা হওয়া যাবেনা এই তাদের শপথ।

হাদীস জালকরণ ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের বহুমুখী পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম ঘৃণ্য ও ব্যর্থ প্রয়াস। একাজে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে ইসলামের পবিত্রতা নষ্ঠ করা, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করত ঃ তাদের অগ্রগতি ব্যহত করা এবং সাহাবীদের দুর্নাম রটনা করে ইসলামের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বিনষ্ট করা তাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লাভে তারা সফলকাম হয়েছে যতোটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। কেননা, একাজ করতে গিয়ে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে, তাদের ঘটেছে অপমৃত্যু, সর্বোপুরি ইতিহাসে হয়ে আছে তারা কলংকিত হয়ে। তবুও যেন এ কুচক্রী মহলের চেতনার উন্মেষ ঘটেনা, বিরত থাকেনা এরূপ ঘৃণ্য ও অপকর্ম থেকে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হাদীস জাল করণের অশুভ কাজ সর্বপ্রথম সূচনা করে মুসলমান বেশধারী ইহুদী আবদুল্লাহ্ বিন সাবায়ী খলীফা ওসমানের (রা)

শাসনামলে। ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে বসরা, কুফা ও মিশরে সে তার কর্মতৎপরতা চালাতে থাকে। এসব জায়গার অধিকাংশ লোকছিল তরুণ নও-মুসলিম। তাদের সরলতার সুযোগে হাদীস জাল করাটা খুবই সহজ ছিল। আবদুল্লাহ্ বিন সাবায়ী আপন ষড়যন্ত্রে আশাতীত সফলতা লাভ করে। পরিশেষে ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে ট্রাজেডি হযরত ওসমানের (রা) শাহাদত ঘটাতে সক্ষম হয়। তারপর হযরত আলীর (রা) শাসনামলে খাওয়ারিজ এবং পরবর্তীকালে অন্য কিছু লোক এ কাজে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ মনীষীবৃন্দ বিভিন্ন প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।

হাদীস জাল করণের সবচেয়ে দুঃখজনক পরিণতি হলো ওলামায়ে সু–তথাকখিত দরবেশ, বিদায়াত পন্থী, পেশাদার ওয়ায়েজ নছিহতকারী ও গল্প কিচ্ছা কাহিনীকারগণও যারা নিজেদেরকে খাঁটী ও সাচ্চা মুসলমান মনে করে থাকেন এই খপ্পরে আঁটকে যায়। হাদীস জাল করণের প্রবণতা নিয়ে ওলামায়ে সমকালীন শাসকগোষ্টীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি হাসিল করতে তারা হাদীস বানাতে শুরু করে। বিদায়াতপন্থীরা স্বমত প্রতিষ্টা করতঃ বিদয়াত ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপকে শরীয়তসম্মত রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করে। সুফী দরবেশগণ সাধারণ মুসলমানদেরকে ইসলাম, পরকাল, হাশর, বেহেশত-দোজখ ইত্যাদির প্রতি অধিক আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে একাজে লিপ্ত হয়। অথচ এসব বিষয়ে সচেতন ও সজাগ করার জন্যে রসূলের অগণিত সহীহ হাদীস রয়েছে। ওয়ায়েজীন শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে হাদীস জাল করতে থাকে। বানানো কথাকে হাদীস বললে কথার গুরুত্ব বাড়বে। তাতে শ্রোতারা বক্তার প্রতি বেশী শ্রদ্ধাবনত হবে। ফলে হাদীয়া তোহফাও বেশী পাওয়া যাবে। এমনিভাবে কিচ্ছা কাহিনী কারগণও হাদীস জালকরণে লিপ্ত হয়। এভাবে ইসলামী সমাজের সর্বস্তরে প্রায় সর্ববিষয়ে ইসলামের প্রকৃত আমেজ সৃষ্টির পরিবর্তে জালকারী ও স্বার্থান্বেষীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সমাজের অজ্ঞ ও সরল প্রাণ মুসলমানগণ সরল বিশ্বাসে জালকারীদের কথাকেই আসল হাদীস জ্ঞানে অমোঘ ও চিরন্তন হিসেবে জেনে নেয় যার অপনোদন করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সকলের উদ্দেশ্য আপন স্বার্থ চরিতার্থ করা। ইসলামের মূলোৎপাটন করা তাদের উদ্দেশ্য না হলেও এই অশুভ তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামের মধ্যে যে বিকৃতি ঘটে তাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। বরং স্বার্থ প্রনোদিত, তুচ্ছ ব্যাপারে তুল কালাম কাণ্ড ঘটানো, অযৌক্তিক ও যুক্তিবহির্ভূত, ভাষা দোষে দুষ্ট, সাধারণ বিবেক বুদ্ধি বহির্ভূত বিষয়বস্তুকে হাদীস নামের প্রলেপ দেয়ায় গোটা হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু অতিউৎসাহী লোক সন্দেহ প্রবন হয়ে উঠে। জাল হাদীসের ধরন ধারণে অমুসলিম সমালোচকেরা গোটা হাদীস শাস্ত্রের বিশুদ্ধতায় তর্কের ঝড় তোলে। ইসলামী সমাজের কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাল হাদীসটিই প্রকট হয়ে দাঁড়ায় আর সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসটি চর্চার অভাবে বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যায়। পরিণতিতে ক্ষেত্র বিশেষে জাল হাদীসটির অপনোদন ও সহীহ হাদীসের প্রবর্তণের জন্যে কোনো মর্দে মুজাহিদ চেষ্টা করলে সে যথেষ্ঠ বাধার সম্মুখীন হন। প্রয়োজনে তিনি একাজে জীবন উৎসর্গ করেন তবুও যেন বানানো হাদীসের মজ্জাগত আসক্তি মানুষ থেকে বিদায় নিতে চায় না। সহীহ হাদীস প্রবর্তন করার প্রয়াসী লোকটি জাল হাদীস প্রবর্তকের কাছে পরাজিত ও লাঞ্ছিত। এখানেই জালকারীদের বিদেয় আর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার করুন পরিণতি। আর এই পরিণতি এমন ভয়াবহরূপ ধারণ করে যে, হাদীস জালকারীদেরকে আগুনে পুড়ে হত্যা করার মতো জঘন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

অতএব আবার সে কথায় আসতে হয় 'আলোর সাথে অন্ধকার' শান্তির সাথে অশান্তি, হেদায়াতের সাথে গোমরাহী, জ্ঞানের সাথে অজ্ঞতার পাশাপাশি অবস্থান থাকবেই। বৈপরিত্যের সহাবস্থানে থেকেই নির্ভেজাল, নিখাঁদ ও খাঁটী জিনিসের সন্ধান করত ঃ তা অনুসরণ করতে হবে। হাদীস জালকারী চক্রের প্রতারণায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যে বিকৃতি ঘটেছে তা দূর করা এবং তাদের চক্রান্ত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো

এ বিষয়ের ওপর লিখিত আমাদের মনীষীবৃন্দের অনুসৃত নীতিমালার অনুকরণ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলে আমরা প্রতিকার ও প্রতিরোধের যে ব্যবস্থাপনা পেয়েছি সেগুলোর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণেই আমাদের কল্যাণ নিহীত। আজকের দিনে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সাথে সত্যিকার ইসলামের যে দ্বন্দ্ব তজ্জন্য জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ও দুর্বল হাদীসের অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা বহুলাংশে দায়ী বললে অত্যুক্তি হবে না। ইবাদত-বন্দেগী, আচার-আচরণ ও রীতি-নীতিতে ইসলামের বৈপ্লবিক কর্মধারার পরিবর্তে সংকোচ ও নিষ্ক্রিয়তার ধারা এ কারণেই ঘটে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎবর্তীতার জন্যে ও জাল হাদীস ও যয়ীফ হাদীসের অনুশীলন কম দায়ী নয়। ইবাদত-বন্দেগী, রাজনীতি, অর্থনীতি ও পরিবার নীতিতে যে বিকৃতি ও পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন ঘটে তার রক্ষাকবচ হলো ওসুলে হাদীসবিদদের অনুসৃত নীতির দ্রুত বাস্তবায়ন।

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطهارة

পবিত্রতা অধ্যায়

১। من صافح يهوديا او نصرانيا فليتوضاوليغسل يده

যে ব্যক্তি ইহুদী বা নাসারার সাথে মুসাফাহা করে তার হাত ধৌত করা ও অজু করা উচিত।

ইবনে আদি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন এবং বলেন, হাদীসটি সঠিক নয়। সনদে ইবরাহীম বিন হানী অজ্ঞাত রাবী। সে বাতিল হাদীস বর্ণনা করে বেড়াতো।

২। لاتغسلوابالماء الذى يشمن فى الشمس فانه يعدى بالبرص -

সূর্য কিরণে গরম করা পানি দ্বারা গোসল করোনা। কেননা এ পানি শ্বেত রোগের উৎপত্তি করে।

ওকাইলী আনাস (রা) থেকে হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সূর্যরশ্মিতে গরম করা পানিতে কিছু আছে এ সনদ ঠিক নয়। ওমর বিন খাত্তাবের কথা থেকে কিছু আছে কথাটি রেওয়ায়েত করা হয়েছে। এর সনদে সাওয়াদাহ অজ্ঞাত রাবী।

৩। المضمض والاستنشاق ثلاثا فريضة للجنب

তিনবার গড়গড়া করাও নাকে পানি দেয়া ফরজ গোসলের জন্যে ফরজ। ইবনে আদী আবু হোরাইরা থেকে মরফু হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাসান ও দারা কুতনী বলেন, এটা বারাকাহ ইবনে মুহাম্মদ হালাবীর বানানো হাদীস।

৪। من اغتسل من الجنابة حلا لاً اعطاه الله مائة

قصر من درة بيضاء وكتب له بكل قطرة ثواب الف شهيد ـ

যে ব্যক্তি পবিত্রতার উদ্দেশ্যে ফরজ গোসল করে তাকে আল্লাহ্ তায়ালা মর্মর পাথর খচিত একশত অট্টালিকা দান করবেন এবং প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে সহস্র শহীদের সওয়াব তার আমলনামায় লিখে রাখেন। ইবনে জাওযী হাদীসটি আনাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন মারফু হাদীস হিসেবে। তিনি বলেছেন, হাদীসটি দিনারের বানানো।

৫। زكاة الارض يبسها وفى لفظ جواف الارض طهورها ـ

মাটি শুকিয়ে যাওয়াই মাটির পবিত্রতা।

ইবনে তাহের ফাতানী প্রণীত তাজকিরাতুল মাওজুয়াত গ্রন্থে বলেছে, মারফু হাদীস হিসেবে এর কোনো বুনিয়াদ নেই।

৬। صلاة بالسواك خيرمن سبعين بغير سواك صلاة ـ

মিসওয়াকসহ এক রাকায়াত নামায মিসওয়াক ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম।

ইবনে মুয়ীন বলেন ঃ হাদীসটি বাতিল। বাইহাকী বলেছেন, হাদীসটির পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য ও সূত্র আছে।

৭। خللوا اصابعكم لا تتخللها النار يوم القيامة

(অজুর সময়) তোমাদের অংগুলি খেলাল কর, তাহলে কিয়ামত দিবসে আগুন তোমাদেরকে খেলাল করবে না।

ইবনে তাহের বলেছেন, ওয়াহের সনদসহ হযরত আবু হোরাইরা থেকে বর্ণিত এবং জয়ীফ সনদসহ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।

৮। كان البنى صلى الله عليه وسلم يستاك عرضاويشرب لصًا -

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চওড়াভাবে মিসওয়াক করতেন এবং চুষে চুষে পান করতেন।

ফিরোজাবাদী মুখতাসারে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

৯। الوضوء على الوضؤ نورعاى نور

অজু থাকা অবস্থায় অজু করা যেন সোনায় সোহাগা।
ইরাকী ইহ্য়ায়ে উলুম দ্বীনের তাখরীজে বলেছেন,

ইমাম তিরমিযী হাদীসটির সনদকে যঈফ বলেছেন।

১০। من توضاء عل طهر كتب الله له عشر حسنات -

যে ব্যক্তি অজু থাকা অবস্থায় অজু করে আল্লাহ্ তার আমলনামায় ১০টি নেক লিখেন।

১১। لم اقف عليه من قدم لاخيه ابريقاً يتوضاء منه فكانما قدم جواداً واكرمواطهوركم -

যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে অজুর জন্যে লোটা এগিয়ে দেয়, সে যেনো একটি দ্রুতগামী অশ্ব এগিয়ে দিল। তোমরা পবিত্রতাকে সম্মান কর।
ইবনে তাইমিয়া হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

১২। من سمى فى الوضؤ لم يزل ملكان يكتبان له حسنات حتى يحدث من ذاك الوضؤ-

যে ব্যক্তি অজুর মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম লয় তার আমলনামায় অজু ভংগ হওয়া পর্যন্ত দু'জন ফেরেশতা সব সময় নেক লিখতে থাকেন।

ইবনে তাহের বলেছেন, হাদীসটির সনদে ইবনে ওলয়ান আছে যে হাদীস জালকরণে প্রসিদ্ধ ছিল।

১৩। اغتسلوا يوم الجمعة ولو كان كأساً بدينار -

এক গ্লাস পানি এক দিনারের বিনিময়ে হলেও জুমার দিন গোসল কর।

হাদীসটির সনদে ওহাব বিন ওহাব (আবুল) বোখতারী একজন হাদীস জালকারী।

১৪। من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبه من غير جنابة تنظيهاً للجمعة كتب الله بكل شعرة يبلها من راسه ولحيته وسائر جسده فى الدنيا نورا -

যে ব্যক্তি জুমার দিন জুময়ার পবিত্রতার উদ্দেশে নফল গোসল করে আল্লাহ্‌ তায়ালা দুনিয়াতে তার মাথা, দাঁড়ি ও সমস্ত শরীরের প্রতিটি সিক্ত চুলের (পশম) বিনিময়ে আলো দান করবেন।

হাদীসটি মওজু। ওমর বিন সাবাহ্‌ জালকরণ দোষে দোষী।

১৫। كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا استاك قال : اللهم اجعل سواكى رضاك عنى واجعله طهورا وتمحيصا وتبيض وجهى كماتبيض به اسنانى -

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করার সময় বলতেন, আয় আল্লাহ্ আমার মিসওয়াককে তোমার সন্তুষ্টির ওসিলা বানাও এবং মিসওয়াককে কর পবিত্র ও পূত এবং মিসওয়াক দ্বারা আমার দাঁতকে যেরূপ উজ্জ্বল করেছে আমার চেহারাকে সেরূপ উজ্জ্বল কর।

'তাজকিরাহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হাদীসটির সনদে জাল করণ দোষে দোষী লোক আছে।

১৬। مـاْ البحـرلايجزي مـن جـنـابـة و لا يـتـوضـا منـه. لان تحـت الـبحـرناراً تحـت الـنار بـحـراً - حـتى عـد سـبعة ابـحروسـبع نـيار -

সমুদ্রের পানি নাপাক দূর করার জন্যে যথেষ্ট নয় এবং সে পানি দিয়ে অজুও করা যায় না। কেননা সমুদ্রের তলদেশে আগুন আছে, আর আগুনের নীচে সমুদ্র। এভাবে সাত সমুদ্র সাত আগুন আছে।

জুঝকানী বলেছেন, হাদীসটি বাতিল। মুহাম্মদ বিন মুহাজিরও একাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আর সে হাদীস জাল কারতো। ইমাম সুয়ূতী মুসতারিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কেননা ইবনে আবু শাইবা তার কিতাবে হাদীসটি মুহাম্মদ বিন আলমুহাজিরের সনদ বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাজ্জাক ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল আস থেকে উল্লেখ করেছেন।

১৭। غسل الاناء طـهر الـغنا يورثان الـغنى

বাসনপত্র ধৌত করা এবং আংগিনা পরিষ্কার রাখায় ধন আনে।

হাদীসটি খাতিব আনাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছে। তিনি বলেছেন, আবুল হাসান যুহরী ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আমি এটা লেখিনি। আর তিনি হলেন মিথ্যাবাদী।

জাহ্বী মিযান গ্রন্থে লিখেছেন, আলী ইবনে মুহাম্মদ যুহরী হাদীসটি জাল করেছে।

১৮। الـوضـوءمـن البـول مـرة ومـن الـغـائـط مـرتـين ومـن الـجـنابـة ثلاثـاً ـ

:পেশাবের পর একবার, পায়খানার পর দু'বার এবং ফরজ গোসলে তিনবার অজু করতে হবে।

তাযকিরাহ গ্রন্থ বলছে , হাদীসটি মুনকার।

كتاب الصلاة

সালাত অধ্যায়

১। ان لله ملكا يسمى شمخائيل ياخذ البراءات للمصلين من الله عن كل صلاة فاذا اصبح المؤمنون قاموا فترضوا لصلاة الفجر وصلوا اخذ لهم براءة اولى مكتوب فيها: عبيدي وإمائ في جواري جعلتكم في ذمتي وحفظي ثم ذكر لكل صلاة براءة وساقه مطولاً.

শামখায়িল নামে আল্লাহর একজন ফেরেশতা আছেন। তিনি আল্লাহর কাছ থেকে প্রতি নামাযের বিনিময়ে নামাযীদের জন্য ভাগ্যলিপি গ্রহণ করে থাকেন। মু'মিন বান্দা সকাল বেলায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ফজর নামাযের জন্যে অজু করে নামায পড়লে ফেরেশতা তার প্রথম ভাগ্যলিপি গ্রহণ করেন। ভাগ্যলিপিতে লেখা থাকে, আমার বান্দা আমার গোলাম, আমারই পার্শ্বে, আমি তোমাদেরকে আমার হেফাজত ও দায়িত্বে নিয়ে নিলাম। এমনিভাবে প্রত্যেক নামাযের জন্যে এরূপ হয়ে থাকে।

হাদীসটি মওজু। এর সনদে অনেক দোষী লোক আছে।

২। قال رجل يارسول الله! انى تركت الصلاة قال فاقض ما تركت قال كيف اقضى؟ قال (صلى مع) كل صلاة مثلها قال: قبل أوبعد؟ قال: لا (بل) قبل۔

এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি নামায ছেড়ে দিয়েছি। রসূল বললেন, পরিত্যক্ত নামাযের কাযা আদায় কর। লোকটি বললো, কিভাবে কাযা পড়বো? রসূল বললেন, প্রত্যেক নামাযের সাথে অনুরূপ (ওয়াক্তের) নামায পড়ে নাও। লোকটি বললো, ওয়াক্তিয়া নামাযের পর নাকি আগে? রসূল বললেন, না (বরং) আগে।[১]

হাদীসটি মাওজু। সালমাহ্ বিন আবদান যাহেদ সনদে দোষী ব্যক্তি।

৩। ان المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبى الملبى ويغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل شئ سمع صوته من شجر و حجر ومدر ورطب ويابس -

ويكيب له بعده كل انسان يصلى معه فى ذلك المسجد مثل حسنا تهم ولاينقص من اجورهم شئ -

মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে এবং তালবীয়া পাঠকারীকে (হাজী) তালবীয়া পাঠ করা অবস্থায় কবর থেকে বের করা হবে এবং উচ্চঃস্বরে মুয়াজিনকে ক্ষমা করা হবে। গাছ, তরুলতা-পাতা, পাথর, মাটি, শুকনা ভিজা যে কোনো বস্তু তার আওয়াজ শুনেছে প্রত্যেকেই তার সমর্থনে সাক্ষ্য দিবে। তার সাথে ঐ মসজিদে যেসব মুসল্লীগণ নামায পড়েছে তাদের প্রত্যেকের সমপরিমাণ সওয়াব মুয়াজ্জিনের আমল নামায় লেখা হবে, তাতে তাদের সওয়াব হ্রাস পাবে না।

হাদীসটি দীর্ঘ। আকর্ষণীয় বস্তুর বর্ণনা রয়েছে হাদীসটিতে। ইবনে শাহীন দীর্ঘভাবে হাদীসটিকে উল্লেখ করেছে। তবে হাদীসটি মওজু। হাদীসের

সনদে আছে ঃ সালাম তবিল ইবাদ বিন কাসীর থেকে মিথ্যা কথা বর্ণনা করেছে।

৪। قــول انــس : فــى حـكــايـــة قـــصــة رحـــيــل بلال ثــم رجــوعـــه الـــى الـمـديـنـة بـعـد رويـتـه الـنـبـى صلــى الله عــلـيــه وســلـم فــى الـمنــام واذان بــهــا. وارتجــاج المديـنـة -

বিলালের (রা) মদীনা ত্যাগের সফর কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে আনাসের (রা) কথা ঃ নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখার পর তিনি মদীনায় ফিরে এসে আযান দিলে মদীনা শরিফ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই।[১]

৫। بــيــن كل اذانــيــن صـلاة الا الـمـغـرب

মাগরিব ছাড়া প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ আছে।

বাজ্জার বোরাইদা থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। হায়ান বিন ওবায়দুল্লাহ হাদীসটি একা বর্ণনা করেছেন। আর তিনি প্রসিদ্ধ বসরী হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। ইবনে জাওযী বলেছেন: আলফাল্লাস এটাকে মিথ্যা বলেছেন। ইমাম সূয়ূতী বলেছেন ঃ আলফাল্লাস যাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন তিনি অন্য লোক। আবু হাতেম তাকে সদুক অর্থাৎ সত্যবাদী বলেছেন। ইবনে হাববান সেকার মধ্যে এর উল্লেখ করেছেন। তবে উল্লেখিত কথার চেয়ে বেশী কিছু বলেননি। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীস আছে بــيــن اذانــى الـمـغـرب صلاة - মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামায আছে। তারপর তৃতীয় বার বললেন لمن شاء যে ইচ্ছা করে।

৬। مـسـح الـعـيـنـيـن بـبـاطـن أعـلـى الـسـبَّـابـتـيـن عـنـد قـول الـموذن اشـهـدان مـحـمـدا رسـول الـلـه -

মুয়াজ্জিনের আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্ বলার সময় তর্জনী আংগুলের উপরি পেট দিয়ে উভয় চক্ষু মসেহ করা...

দাইলামী মসনদে ফেরদাউসে আবু বকর থেকে হাদীসটি মরফু হিসেবে রেওয়ায়েত করে। ইবনে তাহের 'তায্কিরাহ' গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ নয় বলেছেন। আল্লামা সাখাভী মাকাসিদে উক্ত কথা সংশ্লিষ্ট অংশসহ উল্লেখ করেছেন, "لا يصح" বাক্যটি যেখানে জোর আছে সেক্ষেত্রেই বলা হয়। তবে এ হাদীসের বাতুলতা সম্পর্কে কোনো হাদীস বিশারদের সন্দেহ নেই। ভারতীয় কোনো লোক এ হাদীসের প্রতি আমাকে আকর্ষিত করে এবং এ সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণনা করে। আমি তাকে বললাম ঃ অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করেনা। যারা মূর্তিপূজা করে তাদের কাছেও অনেক অভিজ্ঞতা ও অলৌকিকতা পাওয়া যায়।

৭। من قال حين يسمع اشهدان محمدا رسول الله : مرحبا بحبيبى وقرةعيني. محمدبن عبدالله. ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمدابداً -

(আযানের সময় আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ শুনে যে ব্যক্তি বলে ঃ مرحبابحبيبى وقرة عيني، محمد بن عبدالله তারপর বৃদ্ধা অংগুলদ্বয় চুমু দিয়ে চক্ষুদ্বয়ের সাথে মিলায় সে কখনো অন্ধ হবেনা। চোখে তার কখনো অসুবিধা হবেনা।

আল্লামা সাখাভী 'মাকাসেদ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ হাদীসটি কোনো সুফী কর্তৃক বানানো ও প্রচারিত। এর সনদে ইনকেতাসহ অনেক মজহুল (অজ্ঞাত) রাবী আছে। এ ধরনের হাদীস সম্পর্কে সংক্ষেপে (لايصح) সহীহ নয় বলাই আমার মতে যথেষ্ট।

ইবনে তাহের তায্‌কিরাহ গ্রন্থে এ হাদীস সহীহ নয় বলেছেন।

৮। لا صلواة لجار المسجد الا فى المسجد.

(নিজের এলাকার) মসজিদ ব্যতীত প্রতিবেশী মসজিদে নামায হবেনা। ইবনে হাব্বান আয়েশা (রা) থেকে হাদীসটি মরফু হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। ওমর বিন রাশেদ বলেছেন কাদাহ (قدح) ব্যতীত এ হাদীসের উল্লেখ করা জায়েজ নেই।

হযরত জাবের থেকে দারা কুতনী তার সুনানে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

বাইহাকী মা'রেফাতে বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ যঈফ। আবদুর রাজ্জাক হযরত আলীর (রা) উক্তি থেকে মুসান্নাফে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। সাগানী হাদীসটিকে মওজু বা জাল বলেছেন। ফিরোজাবাদী আল মুখতাসারে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

আল্লামা সাখাভী আলমাকাসেদে বলেছেন, হাদীসটির সনদ যয়ীফ। সহীহ প্রমাণ করার মতো কোনো সনদ নেই। হযরত আলীর (রা) উক্তি সহীহ। তবে একথাও ঠিক নয়। কেননা সায়াদ বিন হাব্বান আলীর কথা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে প্রমাণিত হয়না। সায়ীদ বিন হাব্বানের জীবনীতে ইমাম বোখারী যে ইশারা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় প্রথমত তিনি বলেছেন, عن علي তারপর বলেছেন–

اسمع شريحا والحارث بن سويد -

৯। تذهب الارضون كلها يوم القيامة الا المساجد فان ينضم بعضها الى بعض -

কিয়ামত দিবসে মসজিদ ছাড়া সমস্ত যমীন ধ্বংশ হয়ে যাবে। মসজিদ একটি অপরটির সাথে মিশে যাবে।

ইবনে আদি ইবনে আব্বাস থেকে মরফু' হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদে আসরাম বিন হাওশাব একজন মিথ্যাবাদী রাবী।

১০। من تكلم فى المسجد بكلام الدنيا احبط الله اعماله -

যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াদারীর কথা বলে আল্লাহ্ তার আমল নষ্ট করে দেন।

সাগানী হাদীসটিকে মওজু বা জাল বলেছেন।

১১। الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش -

মসজিদে কথা বলা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন চতুষ্পদ জন্তু ঘাস তৃণলতা খেয়ে ফেলে।

ফিরোজাবাদী বলেছেন, হাদীসটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১২। من علق في مسجد قنديلا صلى عليه سبعون الف ملك حتى ينطفى ذلك القنديل ومن بسط فيه حصيرا صلى عليه سبعون الف ملك حتى ينقطع ذلك الحصير -

যে ব্যক্তি মসজিদে বাতি দেয় ৭০ হাজার ফেরেশতা সে বাতি নিভানো পর্যন্ত তার জন্যে দোয়া করে, আর যে ব্যক্তি মসজিদে বিছানা বিছিয়ে দেয় ৭০ হাজার ফেরেশতা সে বিছানা ছিড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার জন্যে দোয়া করতে থাকে।

হাদীসটির সনদে ওমর বিন সাবাহ একজন মিথ্যাবাদী লোক।

১৩। كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليصلى ظن الظان انه جسدلاروح فيه -

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন একজন ধারণাকারীর ধারণা হতো যেনো একটি আত্মাবিহীন শরীর ।

ইবনে হাব্বান বলেছেন ঃ হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই।

১৪। تعاهدوا هذه المسجد بالتخصيص والغناديل والسرج والريح الطيب والتوسيع على اهليكم بالطعام والكسواة فى رمضان -

হাদীস ঃ এসব মসজিদকে ইট, আলো, বাতি ও সুগন্ধিতে সৌরভ করার মাধ্যমে আঁকড়িয়ে ধরে রাখো এবং রমযান মাসে পরিবার পরিজন নিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাওয়া দাওয়া খুবকর।

হাদীসের সনদে হোসাইন বিন ওলওয়ান একজন জালকারী লোক।

১৫। ان الرجلين من امتى ليقومان الى الصلاة فركوعهما وسجودهما واحد، وان ما بين صلاتيهماكما بن السماء والارض -

হাদীস ঃ আমার উম্মতের মধ্যে দু'জন লোক নামাযের জন্যে দাঁড়াবে। তাদের উভয়ের রুকু সিজদাহ একই রকমের হবে। অথচ উভয়ের নামাযের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান হবে।

মুখতাসির কথিত হাদীসটিকে জাল বলেছে।

১৬। الصلاة عمادالدين- فمن تركها فقد هدم الدين -

নামায দ্বীনের খুঁটী। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে যেন দ্বীনকেই ধ্বংস করে দিল।

ফিরোজাবাদী মুখতাসীরে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম সাখাভীও অনুরূপ বলেছেন।

তবে নামাজের গুরুত্ব সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১৭। من اعان تارك الصلاة بلقمة فكانما اعان علي فقل الانبياء كلهم -

যে নামায পরিত্যাগকারীকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করলো সে যেনো সমগ্র নবীদেরকে হত্যা করতে সাহায্য করলো।

ইমাম সূয়ূতী (র) 'যাইলে' কথিত হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

১৮। حديث : ليس السارق الذى يسرق ثياب الناس انما السارق الذى يسرق الصلاة يلقطها كما يلقط الطير الخب من الارض -

হাদীস ঃ যে মানুষের কাপড় চুরি করে সে প্রকৃত চোর নয়। বরং যে নামায চুরি করে সে-ই প্রকৃত চোর। সে এমনভাবে রুকু সিজদা করে যেমন পাখী মাটী থেকে (দ্রুত) খাদ্য দানা কুড়ায়।

ইমাম সূয়ূতি 'যাইলে' কথিত হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

১৯। حديث : لو يعلم الناس مافى الصف الاول والاذان حدمة القوم فى السغر لاقترعوا عليه -

নামাযের প্রথম কাতার, আযান এবং সফরের সময়ে জাতির সেবা করলে কি পরিমাণ সওয়াব আছে যদি লোকেরা তা জানতো তাহলে তারা এগুলোর জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো।

'যাইল' বলেছে, হাদীসের সনদে ইসহাক আল মুলাতী একজন বাতিল রাবী।

২০। من ادى فريضة فله عندالله دعوة مستجابة

যে ব্যক্তি ফরজ আদায় করলো আল্লাহ্র কাছে তার দোয়া গ্রহণীয়।
হাদীসটি জাল।

২১। من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين والمؤمنات فصلاته خداج -

যে ব্যক্তি নামায আদায় করতে গিয়ে মুমিন নর-নারীর জন্যে দোয়া করেনা তার নামায অপূর্ণাংগ।

হাদীসটির সনদে নূহ বিন যাক্ওয়ান (একজন বিতর্কিত লোক) এবং হাদীসটি পরিত্যক্তও বটে।

২২। حديث : صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع ابى بكر وعمر. فلم يكونوا يرفعون ايديهم الا عند افتتاح الصلاة -

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও ওমরের (রা) সাথে নামায পড়েছি। তারা তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো ছাড়া অন্য সময় হাত উঠাননি।

হাকেম ইবনে মাসউদ থেকে হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অথচ হাদীসটি মৌজু বা জাল।

মুহাম্মদ বিন যাবের আল ইমামী একজন দোষী ব্যক্তি।

ইমাম সুয়ূতী আল-লায়া'তে বলেছেন ঃ হাদীসটির অন্য একটি সূত্র[১] আছে ঃ আবু দাউদ ও তিরমিযী সে সূত্রটি বের করেছেন এবং এটাকে হাসান বলেছেন, ইবনে হাজম এটাকে সহীহ বলেছেন। বুখারী, আহমদ ও ইবনে মুবারক হাদীসটিকে 'যঈফ' দুর্বল বলেছেন।

ইমাম নববী খোলাসায় বলেছেন ঃ হাদীসটি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে একমত। হাদীসটি প্রায় ৪০ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত মুতাওয়াতের

হাদীসসমূহের সাথে বিরোধপূর্ণ।

২৩। من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له

যে নামাযে হাত উঠায় তার নামায হয় না।

যাওজকানী আবু হোরাইরা (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ হাদীসটি জাল।

মামুন বিন আহম্মদ সিলমী রাবী দোষী ব্যক্তি।

২৪। من رفع يديه فى الركوع فلاصلاة له

যে রুকুতে হাত উঠায় তার নামায হবে না।

যাওজকানী আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জাল। মুহাম্মদ বিন ওককাশা আল কিরমানী একজন দোষী ব্যক্তি।

২৫। لما نزلت : (انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر) قال النبى صلى الله عليه وسلم يا جبريل ماهذه النحيرة التى امرنا لى ربنا عزوجل ؟ قال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك احرمت بالصلاة ان ترقع يديك اذاكبرت واذاركعت واذارفعت راسك من الركوع-

যখন নাযিল হলো (ইন্না..............) নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইলকে বললেন ঃ আমাদের রব যবেহ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা কি? জবাবে জিব্রাইল (আঃ) বললেন ঃ এটা কুরবানী নয় বরং তাকবীরে তাহরীমা, রূকু করা ও রুকু থেকে মাথা উঠার সময় হাত উঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইবনে হাববান আলী (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ হাদীসটি মওজু বা জাল এটা কোনো কিছুর সমকক্ষ নয়।

সূয়ূতি বলেছেন ঃ হাকেম মুসতাদরেক ও বাইহাকী হতে হাদীসটিকে বের করা হয়েছে। ইবনে হাজর বলেছেন ঃ হাদীসটি খুবই দুর্বল।

২৬। حديث : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ام قوما وهم له كارهون وامراءة باتت زوجها عليها ساخط ورجلا يسمع حيّ على الفلاح فلم يجيب -

যে ব্যক্তি জাতির অসন্তুষ্টি নিয়ে ইমামতি করলো, যে নারী স্বামীর অসন্তুষ্টি সহ্ রাত্রিবাস করলো এবং যে ব্যক্তি হাইয়া আলাল ফালাহ্ শ্রবণ করে জবাব না দিল তাদের ওপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন।

তিরমিযী হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীসটি মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি সহীহ্ নয়। আহমদ বলেছেন ঃ মুহাম্মদ বিন আল কাশেমের হাদীসসমূহ মওজু, তার হাদীস আমরা ছুড়ে ফেলেছি।

আল-লায়ীতে আছে ইবনে মুয়ীন তাকে (সেকা) নির্ভরযোগ্য বলেছেন[১]।

আবু দাউদ ইবনে মাজাতে ইবনে ওমরের হাদীস ও ইবনে খোযাইমাতে আনাসের, ইবনে মাজায় ইবনে আব্বাসের, তিরমিজিতে আবু আসমার হাদীস উক্ত হাদীসটির জন্যে স্বাক্ষী। হাদীসটিকে সহীহ্ ও হাসান বলেছেন জিয়া মুখতারা কিতাবে, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ তিবরানীতে, সালমান ইবনে আবু শাইবাতে এবং ইবনে ওমর হাকামে[১]।

২৭। حديث : يوم القوم احسنهم وجهاً

সব চেয়ে সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট লোকটি কওমের ইমামতি করবেন।

যুযকানী হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছে। হাদীসটি মওজু' বা জাল। হাদীসের সনদে আল হাজয়ামী একজন অজ্ঞাত লোক এবং মুহাম্মদ বিন মারওয়ান সুদ্দী একজন মিথ্যাবাদী।

২৮। حديث : قول عائشة : يؤمكم اقروكم للقران ـ فان لم يكن فاصبحكم وجها ـ

হযরত আয়েশার (রা) কথা ঃ তোমাদের মধ্যে যে কুরআন ভালো করে পড়তে সক্ষম সে ইমামতি করবে। অন্যথায় সুন্দর চেহেরা বিশিষ্ট লোক ইমামতির উপযুক্ত।

আবু ওবাইদ আলগরীবে হযরত আয়েশা (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছে। আহমদ বলেছেন ঃ এটা সহীহ নয়।

আবু হাতেম বলেছেন ঃ রাবী আবদুল্লাহ বিন ফুরুখ অজ্ঞাত।

আল লায়ী বলেছেন ঃ হাদীসটি সুদুক।

ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা (রা) থেকে মরফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন–

قال قال رسول الله صلى عليه وسلم. ليؤمكم احسنكم وجها فانه احرى ان يكون احسنكم خلقا ـ

অধিকতর সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট লোকটিরই ইমামতি করা উচিত। তবে নৈতিকতায় অধিক সুন্দর লোকটিই বেশী উপযুক্ত।

এর সনদও ঠিক নয়। কেননা সনদের একদল লোক অপরিচিত। তাদের মধ্যে আছে আবুল বুহতারী, ওহাব বিন ওহাব এবং একজন জালকারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

বাইহাকী আবু যায়েদ আনসারী থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

اذاكانوا ثلاثة فليؤمهم اقرءهم لكتاب الله ـ فان كانوا فى القراءه سواء فاكبرهم سنا فان كانوا فى السن سواء فاحسنهم وجها ـ

তিন জনের মধ্যে ভালো কারী ইমামতি করবে। পড়ায় সমান হলে বয়স্ক

ব্যক্তি আর বয়সে সবাই সমান হলে সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট লোক যেন ইমামতি করে।

হাদীসটির সনদে আঃ আযীয বিন মুয়াবিয়া আছেন। আবু আহম্মদ হাকিম তাকে খোঁচা দিয়েছেন এ হাদীস দ্বারা। ইবনে হাব্বান হাদীসটিকে মুনকার বলে এর কোনো ভিত্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন।

২৯। حديث: من صلى الفجر فى جماعة فكانماحج خمسين حجة مع آدم -

যে ব্যক্তি ফজর নামায জামায়াতের সাথে আদায় করলো সে যেনো হযরত আদমের (আ) সাথে ৫০ টি হজ্জ্ব করলো।

এ হাদীসটিও বাতিল (শাওকানী)

৩০। حديث : الاثنان فمافوقها جماعة

দু'য়ের অধিক হলেই জামায়াত হলো।

মাকাসিদ বলেছেন, হাদীসটির সনদে রবী ইবনে বদর একজন যয়ীফ রাবী। তবে এর সাক্ষী আছে।

৩১। حديث : قدموا خياركم تزكو صلاتكم ان سركم ان تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم من صلى خلف عالم تقى فكانماصلى خلف نبى -

উত্তম ব্যক্তির ইমামতিতে তোমাদের নামায পরিশুদ্ধ হয়। তোমাদের নামায কবুল হওয়ার গোপন রহস্য হলো উত্তম লোকের ইমামতি করা। যে ব্যক্তি মুত্তাকী আলেমের পিছনে নামায পড়লো সে যেনো নবীর পিছনেই নামায পড়লো।

এসব হাদীসগুলো ঠিক নয়।

৩২। حديث : من لم تفته ركعة من صلاة الغداة

اربعين ليلة لم تمت حتى يرى مقعده فى الجنة ـ

যে ব্যক্তি ৪০ রাত পর্যন্ত ফজর নামাযের উভয় রাকাত জামায়াতের সাথে আদায় করবে সে তার স্থান বেহেশ্‌ত না দেখে মৃত্যু বরণ করবেনা।
হাদীসটির রাবী অজ্ঞাত এবং জাল করণ দোষে দোষী।

৩৩। حديث: اذا اقمت الصلاة فلاصلاة الا المكتوبة الا ركعتى الصبح ـ

নামাযের জন্যে ইকামত দিলে ফরজ নামায ছাড়া অন্য কোনো নামায নেই, তবে ফজরের দু'রাকায়াত সুন্নত পড়া যাবে। বাইহাকী বলেন ঃ الا ركعتى الصبح বর্ধিত কথাটুকুর কোনো ভিত্তি নেই। হাদীসটির সনদে বর্ণিত হাজ্জাজ বিন নাসিম এবং ওবাদ বিন কাসীর উভয়ই যঈফ রাবী।

৩৪। حديث: من صلى يوم الجمعة وصام يومها وعاد مريضها وشهد جنازتها واعتق رقبة وتصدق وجبت له الجنة ذلك اليوم ـ

যে ব্যক্তি জুময়ার দিনে নামায পড়লো, রোযা রাখলো, রোগীর সুশ্রষা করলো, জানাযায় শরিক হলো, গোলাম আযাদ করলো এবং দান খয়রাত করলো, সেদিনই তার জন্যে জান্নাত ওয়াযিব হয়ে গেল।
বাইহাকী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

باب التطوع

নফল ইবাদত

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ রাত্রি জাগা

১। حديث : من كثرت صلاته باللبل حسن وجهه بالنهار -

যার রাতের নামায বেশী পরিমাণে হবে দিনে তার চেহারা সুন্দর হবে।

ওকায়লী বলেন ঃ হাদীসটি বাতেল। এর কোনো ভিত্তি নেই। লায়ীর প্রণেতা সুয়ূতি বলেছেন ঃ হাদীসের সনদে মিথ্যাবাদী ও অজ্ঞাত লোক আছে। শায়খ নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বললেও তারা সেটাকে হাদীস মনে করে বর্ণনা করেছেন।

মাকাসেদ বলেছে ঃ এর কোনো ভিত্তি নেই। সোগানী বলেছে ঃ হাদীসটি মওজু'।

২। حديث: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه امتناعه عما فى ايدي الناس -

মু'মিনের শরাফাত হলো রাত্রি জাগরণ আর ইজ্জত হলো লোকদের অনিষ্ট থেকে ফিরায়ে রাখা।

ওকায়লী আবু হোরাইরা থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন ঃ হাদীসটি মওজু বা জাল।

৩। حديث : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: قالت ام سليمان ابن داود له يابني لاتكثر النوم بالليل فان كثرة اليوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة -

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন ঃ উম্মে সুলাইমান তার ছেলে দাউদকে বলেছেন ঃ হে বৎস! রাতে বেশী ঘুমিয়োনা। কেননা রাতের অধিক নিদ্রা মানুষকে কিয়ামত দিবসে সম্বলহীন করে ছাড়ে।

ইবনে জাওযী হযরত যাবের থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি ঠিক নয়। সনদের ইউসুফ বিন মুহাম্মদ মানকাদর মাত্রুক রাবী। লায়ী বলেছেন ঃ হাদীসটিতে আবু জরয়া আছে। ইবনে আদী বলেছেন ঃ হাদীসটি মিথ্যা হওয়ায় তেমন কোনো ক্ষতি নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ ঃ দোহার নামায

৪। حديث: من داوم على الضحى فلم يقطعها الا من علة كنت انا وهوفى زورق من (نور فى-) بحرمن نور حتى يزور رب العالمين -

যে ব্যক্তি সদা সর্বদা দোহার নামায আদায় করে এবং ওজর ছাড়া ত্যাগ করেনা, সে ও আমি একটি নূরের সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতেই আল্লাহর সাথে মিলিত হবো।

ইবনে হাব্বান হাদীসটি আনাস থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জাল। যাকারিয়া আল কিন্দি হাদীস জাল করতো।

৫। من صلى الضحى يوم الجمعة اربع ركعات يقراء فى كل ركعة الحمد لله عشر مرات وقل اعوذبرب الفلق عشر مرات وقل اعوذ برب الناس عشر مرات وقل هوالله احد عشر مرات وقل ياايها الكافرون عشر مرات واية الكر سى عشر مرات فاذا سلم قال سبحان الله والحمد لله ولااله الاالله والله

اكـبـر ولاحـول ولاقـوة الابـالله سـبـعـين مـرة يـقـول:
اسـتـغـفـرالـلـه الـذي لاالـه الاهـو -

যে ব্যক্তি জুমার দিনে ৪ রাকায়াত যোহার নামায পড়বে এবং প্রত্যেক রাকায়াতে ১০ বার আল হামদুল্লিাহ্ ১০ বার সুরায়ে ফালাক, ১০ বার সূরায়ে নাস, ১০ বার সুরায়ে ইখলাস, ১০ বার কাফেরুন এবং ১০ বার আয়াতুল কুরসী পড়বে এবং সালাম ফিরায়ে ৭০ বার সুবহানাল্লাহ্ তারপর আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বে...

দীর্ঘ হাদীসটি জাল, তার সনদে অনেক অস্পষ্টতা বিদ্যমান।

৬। مـن صـلـى ركـعـتـى الـضـحـى كـتـب الله لـه الـف الـف حـسـنـة -

যে ব্যক্তি দোহার দু'রাকায়াত নামায পড়বে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে হাজার হাজার সওয়াব দিবেন।

যাইল বলেছে ঃ হাদীসটির সনদে নূহ ইবনে আবু মরিয়ম জালকারী ও মিথ্যাবাদী।

সালাতুস্ তাসবীহ

৭। حـديـث: يـاعـبـاس. يـاعـمـاه- الا اعـطـيـك الاامـنـحـك الاحـبـوك فـان لـم تـفـعـل فـفـي عـمـرك مـرة -

হে আব্বাস। হে চাচা! আমি কি আপনাকে দান করবোনা, আমি কি আপনাকে পুরস্কৃত করবোনা! আমি কি আপনাকে মহব্বত করবোনা? আপনি কি ১০ টি বৈশিষ্টের কাজ করবেন না? যদি একাজটি করেন তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা আপনার আগে পরের নূতন-পুরান, ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, ছোট-বড়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব গুনাহ মাফ করে দিবেন। দশ বৈশিষ্টের কাজটি হলো-৪ রাকায়াত নামায পড়বেন। প্রতি রাকায়াতে সূরায়ে

ফাতেহা ও একটি সূরা পড়তে হবে। সূরা শেষ করে দাঁড়িয়ে ১৫ বার সুবহান্নাল্লাহ্... পড়তে হবে। তারপর রুকুতে ১০ বার রুকুতে থেকে দাঁড়িয়ে ১০ বার সেজদায় ১০ বার, দু;সেজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় ১০ বার দ্বিতীয় সিজদায় ১০ বার তারপর সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে ১০ বার এভাবে প্রতি রাকায়াতে ৭৫ বার করে ৪ রাকায়াত (৭৫×৪=৩০০) নামায পড়তে হবে। সম্ভব হলে প্রতিদিন একবার এ নামাযটি পড়বে, অন্যথায় প্রতি জুময়ার দিন। তাও সম্ভব না হলে প্রতি মাসে একবার, অন্যথায় প্রতি বৎসরে একবার। তাও সম্ভব না হলে জীবনে অন্তত একবার নামাযটি পড়তে হবে।

হাদীসটি দারা কুতনী হযরত আব্বাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে তার ছেলে আবদুল্লাহ্র সুত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু রাফে'য়ের সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে দায়লামীর অন্য পন্থায়ও ইবনে আব্বাস থেকে হাদীসটির রেওয়ায়েত রয়েছে।

ইবনে জাওযী হাদীসটিকে জাল হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইমাম সূয়ূতি লায়ীর মধ্যে যা ব্যক্ত করেছেন তার সারকথা হলো ইবনে আব্বাসের হাদীসটি আবু দাউদ, ইবনে মাযা, এবং হাকিম বাদ দিয়েছেন। আবু রাফীর হাদীসটি তিরমিজি ও ইবনে মাজা তাখরীজ করেছেন।

ইবনে হজর বলেছেন ঃ ইবনে আব্বাসের হাদীসের সনদে দোষ নেই। সনদটি হাসানের শর্তে উত্তীর্ণ। পরন্ত সাক্ষ্য সনদটিকে শক্তি যোগিয়েছে। ইবনে জাওযী হাদীসটিকে জাল হাদীসের মধ্যে গণ্য করে ভালো করেননি।

আবু দাউদ ইবনে ওমরের হাদীস সনদসহ যে উল্লেখ করেছেন তা দোষণীয় নয়। হাকিম ও ইবনে ওমরের হাদীস গ্রহণ করেছেন। আমালীল আযকার গ্রন্থে আছে ঃ সালাতুস্ তাসবীহের হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস তার ভাই ফজল, পিতা আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবু রাফে, আলী ইবনে আবু তালেব, তার ভাই জাফর, উম্মে সালমাহ্, একজন আনসার প্রমুখ থেকে বর্ণিত। তারপর সবাই হাদীসটির তাখরীজ করেছেন। যারা হাদীসটিকে সহীহ অথবা হাসান বলেছেন তারা হচ্ছেন ঃ ইবনে মানদাহ,

আল-আজারী, খাতীব, আবু সায়াদ সুময়ানী, আবু মুসা আল-মদিনী, আবুল হাসান বিন মুফাজ্জল, আল-মানজারী, ইবনে সালাহ, আন-নববী, আল-সুবকী প্রমুখ।

ইমাম সূয়ূতি লায়ীতে বলেছেন, হাফেজ আলায়ী হাদীসটিকে সহীহ অথবা হাসান বলেছেন। শায়খ সিরাজুদ্দীন তাদরীবে অনুরূপ কথা বলেছেন, ইমাম বারকালীর এ মত।

ওকাইলি বলেছেন, সালাতুস তাসবীহের নামায হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আবুবকর ইবনুল আরাবী বলেন ঃ এ বিষয়ের হাদীসটি সহীহ নয়, হাসান ও নয়।

লায়ী ইবনে হজর আসকালীর উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ সত্যকথা হলো হাদীসটির সমস্ত সূত্রই যঈফ বা দুর্বল। ইবনে আব্বাসের হাদীসটি হাসানের কাছাকাছি। তবে একাকিত্বের আধিক্যে এবং মুতাবেয় ও নির্ভরযোগ্য পন্থায় শাহেদ না হওয়ার কারণে শায হয়ে গেছে। অধিকন্তু নামাযটির প্রকৃতিও রীতির সাথে অন্যান্য নামাযের সাদৃশ্য নেই।

সালাতুল হাযাত বা প্রয়োজনের সালাত

৮। حديث : من كان له حاجة الى الله او الى احد من بنى ادم فليتوضاء وليحسن الوضوء ثم ليصلى ركعتين على الله وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل : لااله الاالله الحليم الكريم ..... ياارحم الراحمين-

কারো আল্লাহ কিংবা কোনো মানুষের কাছে কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সে যেন ভালো করে অজু করে। তারপর দু'রাকয়াত নামায পড়ে। অতপর আল্লাহ্র তারীফ ও রসুলের ওপর দরুদ পাঠ করার পর যেন পড়ে লাইলাহা...।

হাদীসটি তিরমিযী আবদুল্লাহ্ বিন আবু আওফা থেকে মরফূ হিসেবে রেওয়ায়েত করেছে। তিনি বলেছেন ঃ হাদীসটি গরীব আহমাদ বলেছেন– মাত্রুক।

লায়ীতে আছে ঃ হাদীসটি মুস্তাদরাকে হাকিমের মধ্যে তাখরীজ করা হয়েছে।

ইবনে হাজার আমালীতে বলেছেন ঃ আনাসের হাদীস থেকে এই হাদীসটির সাহায্য পেয়েছি। সনদটিও দুর্বল। তিবরানী ও তাখরীজ করেছেন। তবে এর সনদে আবু মোয়াম্মার ইবাদ বিন আব্দুস সামাদ খুবই দুর্বল।

আনাস থেকে হাদীসটির অন্য একটি সূত্র আছে। সেটা হলো ফেরদাউসের সনদ। এ সনদে আবু হাশেম আবু মোয়াম্মার বরং তার চেয়ে বেশী দুর্বল।

সালাতে হাজাতের শব্দ ও বৈশিষ্ট্যগুলো সবই যঈফ।

সালাতুল হিফয্ বা স্মরণশক্তির নামায

৯। حديث : يا رسول الله ان القران يتفلت من صدرى قال اعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمه قال بلى بأبى انت وامى يارسول الله قال صلى ليلةالجمعة اربع ركعات فى الاولى بفاتحة الكتاب ويس و فى الثانية فاتحة الكتاب وحم الدخان وفى الثالثة بفاتحة الكتاب وبالم السجده وفى الرابعة فاتحة الكتاب وتبارك المفصل فاذافرغت من التشهد فاحمدالله تعالى - الخ -

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরআন আমার বক্ষ থেকে দূরে চলে যায়। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কতিপয় কলেমা শিখাবো যদ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা

তোমাকে উপকৃত করবেন এবং তোমার ইলমের উপকার হবে? সে বললেন ঃ হ্যাঁ, আমার বাপ মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। তিনি বললেন ঃ জুময়ার রাতে ৪ রাকায়াত নামায পড়। ১ম রাকাতে ফাতেহাসহ সুরায়ে ইয়াসিন, ২য় রাকায়াতে ফাতেহাসহ হা-মিম-দুখান তৃতীয় রাকায়াতে ফাতেহা সহ আলিফলাম আস্-সাজদাহ, চতুর্থ রাকায়াতে ফাতেহাসহ-তাবারাকাল্লাজি... তাশাহুদের পর আল্লাহ্‌র হামদ করতে হবে.....

ইবনে আব্বাস হযরত আলী থেকে দারা কুতনী মারফু' হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবনে আম্মার আল ওলাদ বিন মুসলিম থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ সনদে বর্ণিত আলওলীদ তাসবীয়াহ ঃ (সমান্তরলের) দোষে দোষী। অবশ্য নাক্কাশ ব্যতীত আর কেউ তাকে এই অপবাদ দেয়নি।

তিরমিজি তার জামেয়ায় আল-ওয়ালীদের সূত্রে হাদীসটি তাখরীজ করেছেন।

ইমাম সুয়ূতি লায়ীতে বলেছেন ঃ হাকেম আবু নজর ফকীহ এবং হাসান থেকে হাদীসটি তাখরীজ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ।...

সালাতুল ফুরকান বা ফুরকানের সালাত

১০। حديث : من صلى ركعتين يقراء فى احداهما من الفرقان من تبارك الذى جعل فى السماء بروجاوجعل .... حتى يختم وفى الركعة الثانية اول سورة المؤمنين حتى يبلغ تبارك الله احسن الخالقين ثم يقول فى ركوعه سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات ومثل ذلك فى سجوده اعطاه

الله عشرين من خصلة ـ

যে ব্যক্তি দু' রাকায়াত নামাযের এক রাকায়াত তাবারাকাল্লাজি সূরার শেষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরায়ে মুমিনুনের ১ম থেকে তাবারাকাল্লাজি পড়বে তারপর রুকু ও সেজদায় ৩ বার তসবীহ্ পড়বে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ২০টি বৈশিষ্ট্য দান করবেন।

হাদীসটির সনদে ইয়াগনাম বিন সালেম জাল করণের দোষে দোষী।

সাপ্তাহ ও দিনের সালাত

১১। حديث : من صلى يوم السبت عند الضحى اربع ركعات بقراء فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هوالله احد خمس عشرمرة اعطاه الله بكل ركعة الف قصر من ذهب مكللة بالدرر واليا قوت فى كل قصر اربعة انهار نهرمن ماء ونهر من لبن ونهر من عسل

যে ব্যক্তি শনিবারে দোহার সময় প্রতি রাকায়াতে ফাতেহার পর ১৫ বার সূরায়ে ইখলাসসহ ৪ রাকায়াত নামায পড়বে, আল্লাহ্ তাকে প্রতি রাকায়াতের বিনিময়ে স্বর্ণের হাজার অট্টালিকা দান করবেন যা মনিমুক্তা খচিত হবে। প্রতিটি অট্টালিকার নীচে ইয়াকুতের ৪টি নহর থাকবে। একটি নহর পানির, একটি দুধের, একটি শরাব ও একটি মধুর। নহরের তীরে থাকবে নূরের গাছ... হাদীসটি জাল।

১২। حديث : من صلى ليلة السبت اربع ركعات يقراء فى كل ركعة فاتحه الكتاب مرة وقل هوالله احد خمس وعشرين مرة حرم الله جسده على النار ـ

যে ব্যক্তি শনিবারে ৪ রাকায়াত নামাজ পড়বে। প্রতি রাকায়াতে ফাতেহার পর ২৫ বার ইখলাস পড়বে। তার জন্য দোযখের আগুন হারাম হয়ে যাবে।

জুরকানী হাদীসটি আনাস থেকে মরফু হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। তবে হাদীসটি জাল। উভয় হাদীসের সনদে বর্ণিত রাবীগণ অজ্ঞাত ও মাতরুক

১৩। حديث : من صلى ليلة الا حد اربع ركعات يقراء فى كل ركعة فاتحة الكتاب وخمس عشر مرة قل هوالله احد اعطاه الله يوم القيامة ثواب من يقراء القران عشر مرات وعمل بما فى القران عشرمرات ويخرج يوم القيامة من قبره ووجهه مثل القمر -

যে ব্যক্তি রবিবারে ৪ রাকায়াত নামায পড়বে, প্রতি রাকায়াতে ফাতেহার পর ইখলাস ১৫ বার পড়বে, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামত দিবসে দশবার কুরআন খতমের এবং ১০ বার কুরআন আমলের সওয়াব তাকে দান করবেন এবং কিয়ামত দিবসে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় চেহারা নিয়ে তিনি কবর থেকে বের হবেন। এবং প্রতি রাকায়াতের বিনিময়ে একহাজার মুক্তা খচিত ঘর দান করা হবে, প্রতি ঘরে কক্ষ হবে এবং প্রতি কক্ষে হাজার পালঙ থাকবে এবং প্রতি পালঙ্গে থাকবে হুর এবং প্রত্যেক হুরের সামনে থাকবে হাজার ওসিক। হাদীসটি মওজু বা জাল। রাবীগণ অজ্ঞাত ও অখ্যাত।

১৪। حديث : من صلى ليلة الا ثنين ست ركعات يقراء فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وعشرين مرة قل هوالله احد ويستغفر بعد ذالك سبع مرات اعطاه الله يوم القيامة ثواب الف صديق والف عابد والف

زاهداويتوج يوم القيامة بتاج من نور يتلألأ ولا يخاف اذا خاف الناس ويمر على الصراط كاالبرق الخاطف ـ

যে ব্যক্তি সোমবার রাতে ছয় রাকয়াত নামায পড়বে। প্রতি রাকায়াতে ফাতেহা একবার ইখলাস ২০ বার করে পড়বে এবং পরে ৭ বার আস্তাগফিরুল্লাহ্ পড়বে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে কিয়ামত দিবসে এক হাজার সিদ্দীক, এক হাজার আবেদ, এক হাজার যাহেদের সওয়াব দান করবেন এবং নূরের টুপী পড়াবেন এবং যে দিন সমস্ত লোক ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে সেদিন তার কোনো ভয় থাকবেনা এবং পুল সিরাত বিদ্যুতের ন্যায় অতিক্রম করবে।

হাদীসটি মওজু বা জাল।

১৫। من صلى يوم الاثنين اربع ركعات يقراء فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة واية الكرسى مرة وقل هوالله احد مرة وقل اعوذ برب الناس مرة اذا اسلم استغفرالله عشر مرات وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر مرات غفرت ذنوبه كلها واعطاه الله قصرا فى الجنة من درة بيضاء فى جوف القصر سبعة ابيات طول كل بيت ثلاثه الالف ذراع وعرضه مثل ذلك البيت الاول من فضة بيضاء والبيت الثا نى من ذهب والبيت الثالث من لولؤ والبيت الرابع من زمرد البيت الخامس من زمرد

والبيت السادس من در والبيت السابع من نور يتلا لآ وابواب البيوت من العنبر على كل باب الف ستر من زعفران وفى كل بيت الف سرير من كافور فوق كل سرير الف فراش فوق كل فراش حوراء -

যে ব্যক্তি সোমবারে ৪ রাকয়াত নামায আদায় করবে যার প্রতি রাকায়াতে ফাতেহা একবার, আয়াতুল কুরসী একবার, সুরায়ে ইখলাস ১বার, ফালাক ১বার, নাস ১বার পড়বে এবং সালামের পর ১০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ এবং ১০ বার রসূলের ওপর দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং জান্নাতে এমন একটি শ্বেত পাথরের অট্টালিকা দান করবেন যার মধ্যে সাতটি কক্ষ থাকবে। কক্ষগুলোর দৈর্ঘ্য প্রস্থ্ হবে ৩ হাজার গজ। প্রথম কক্ষটি হবে রৌপ্য খচিত ২য়টি স্বর্ণ, তৃতীয়টি লুলু পাথর, ৪র্থটি ঝমরদ, পঞ্চমটি ঝবরযাদ, ষষ্ঠটি মুক্তা এবং সপ্তমটি হবে চমৎকৃত নূরের। প্রকোষ্টগুলোর দরজা আম্বরের। প্রতিটি দরজায় থাকবে যাপরানের সহস্র পর্দা। প্রতিটি প্রকোষ্টে কাফুরের পালংগ রয়েছে সহস্র। পালংগের ওপর আছে হাজার বিছানা। প্রতি বিছানায় আছে রূপসী অস্পরা তন্বী রমণী হুর...।

হাদীসটি মওজু বা জাল।

১৬। من صلى يوم الجمعة. ما بين الظهر والعصر ركعتين يقراء فى اول ركعة بفاتحة الكتاب واية الكرسى مرة واحدة وخمس عشرين مرة قل هوالله احد قل اعوذ برب الفلق وفى الركعة الثانية يقراء بفاتحة وقل هوالله احد وقل اعوذ برب الناس خمس وعشرين مرة فاذا اسلم قال لا حول ولا قوة الابالله

العلي العظيم خمس بين مرة فلا يخرج من الدنيا حتى يرى ربه عزو جل فى المنام ويرى مكانه فى الجنة اوترى له ـ

যে ব্যক্তি জুময়ার দিন জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে দু' রাকায়াত নামাযের ১ম রাকায়াতে ফাতেহা ও আয়াতুল কুরসী ১ বার ফালাক ২৫ বার এবং ২য় রাকায়াতে ফাতেহা, ইখলাস ও নাস ২৫ বার পড়বে এবং সালামান্তে লা-হাওলা ওলা কুয়্যাতা- পড়বে সে স্বপ্নযোগে আল্লাহকে এবং বেহেস্তে নিজের স্থান না দেখে মৃত্যুবরণ করবে না। হাদীসটি জাল।

মাসিক সালাত

১৭। حديث : من صلى يوم عاشورا ، ما بين الظهر والعصر اربع ركعات يقراء فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة واية الكرسى عشرمرات وقل هوالله احد احدى عشر مرة والمعوذ تين خمس مرات . فاذا اسلم استغفرالله سبعين مرة اعطاه الله فى الفردوس قبة بيضاً فيها بيت من زمردة خضراء سعة ....

যে ব্যক্তি আশুরার দিন জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময় ৪ রাকায়াত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকায়াতে ফাতেহা ১ বার আয়াতুল কুরসী ১০ বার, ইখলাস ১১ বার, ফালাক ও নাস ৫ বার পড়ে সালামান্তে ৭০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের একটি শ্বেত বর্ণের গম্বুজ দান করবেন যার মধ্যে যমরুদ পাথর খচিত ঘর থাকবে।...

জাওযকানী আবু হুরাইরা থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জাল। রাবী অজ্ঞাত ও অখ্যাত।

১৯। حديث : عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يا على! من صلى مائة ركعة فى ليلة النصف من شعبان يقراء فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هوالله احد عشر مرات قال النبى يا على ما من عبد يصلى هذه الصلات الا قضى الله عزوجل له كل حاجة طلبها تلك الليلة.قيل يارسول الله وان كان الله تعالى كتبه شقيا اجعله سعيدا قال والذى بعثنى بالحق ياعلى انه مكتوب فى اللوح ان فلان ابن فلان خلق شقيا يمحوه الله وجعله سعيدا ويبعث الله اليه سبعين الف ملك يكتبون الحسنات ويمحون عنه السيأت يرفعون له الدرجات الى راس السنة ويبعث الله فى جنات عدن لسبعين الف ملك سبعة الف ملك يبنون له المدائن والقصور ويعرسون الاشجار -

হে আলী! যে ব্যক্তি শাবান মাসের অর্ধেকে দিবাগত রাতে ১০০ রাকায়াত নামায প্রতি রাকায়াতে ফাতেহা ও ইখলাস ১০ বার পড়বে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আলী! যে কেউ এভাবে নামায পড়বে আল্লাহ্ তার এই রাতের সমস্ত মকসুদ পূরা করে দিবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি সে আল্লার দরবারে পাপী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তাকে কি নেককার করা হবে? তিনি বললেন ঃ হে আলী! যে আমাকে সততাসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, অমুকের

পুত্র অমুক যদি লওহে মাহফুজে গুনাহগার হিসেবে লেখা হয়ে থাকে আল্লাহ্ তা মুছে দিয়ে তাকে নেককার করে দিবেন এবং আল্লাহ্ তার কাছে ৭০ হাজার ফেরেশ্তা পাঠিয়ে দিবেন। তারা তার জন্য নেক লিখতে থাকবেন এবং গুনাহখাতা মুছে ফেলবেন এবং তার মর্যাদা বুলন্দ করতে থাকবেন বৎসরের শেষাবধি পর্যন্ত। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এমন এক বেহেশতে পাঠাবেন যেখানে ৭০ হাজার অথবা ৭ লক্ষ ফেরেশতা থাকবেন যারা তার জন্যে শহর ও অট্টালিকা বানাবেন এবং তার জন্যে গাছ-পালা লাগাবেন।...

হাদীসটি মওজু। হাদীসটিতে সওয়াবের কথা, যেভাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তাতে যে কোনো সচেতন ব্যক্তিরই হাদীসটি জাল হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারেনা। হাদীসটির রাবীগণ অজ্ঞাত। ২য়, ৩য় সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সবই মওজু এবং রাবীগণ সকলেই মজহুল বা অজ্ঞাত।

মুখতাসির বলেন ঃ শাবান মাসের অর্ধেক তারিখের নামায সম্পর্কিত হাদীস বাতিল।

হজরত আলী (রা) থেকে নিম্নবর্ণিত ইবনে হাব্বানের হাদীসটিও দুর্বল :

اذاكان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموانهارها -

শাবানের অর্ধেকে দিবাগত রাতে নামায পড় দিনে রোযা রাখ।

ইমাম সূয়ূতি এ রাতের উক্ত পদ্ধতিগত নামাযের হাদীসকে জাল বলেছেন। তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত হাদীসের রাবীগণ অজ্ঞাত ও যয়ীফ। অনুরূপভাবে ৩০ বা সূরায়ে ইখলাসসহ ১২ রাকায়াত ও ১৪ রাকায়াত নামায় পড়ার হাদীসটিও মওজু বা বানানো।

কতিপয় ফকীহ ও মুফাস্যির এ হাদীসটি দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে বলে মনে হয়। এ রাতের অর্থাৎ কথিত শবে বরাতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়ার প্রচলন বিভিন্ন এলাকায় গুরুত্বসহকারে প্রচলিত আছে। প্রচলিত সব ধরনের

নামাযই মনগড়া ও বাতিল। তথা কথিত নামায বাতিল কিংবা জাল হলে তা তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা, কথা হলো রাতে প্রচলিত নানা পদ্ধতিতে নামায ও তার ফজিলত নিয়ে, রাতের ফজিলতের হাদীস নিয়ে নয়। এ রাতের নামাযের অদ্ভূত ফজিলতের হাদীসগুলো জাল ও যঈফ কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত রাতের ফজিলতের হাদীসটি ঠিক। আর এই ফজিলত পাওয়ার জন্যে যে সব পদ্ধতিতে নামায পড়ার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি দিয়ে যেসব হাদীস বলা হয়েছে তা সবই জাল, যঈফ ও বাতিল। তিরামিজিতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি হলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে জান্নাতুল বাকিতে গিয়েছেন, আল্লাহু তায়ালা নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন এবং বনি কালবের বকরীর পশমের ও অধিক পরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেন।

২০। حديث : والذى بعثنى بالحق نبيا : ان جبريل اخبرنى عن اسرافيل عن الله عزوجل : ان من صلى ليلة الفطرمائة ركعة يقراء فى كل ركعة الحمد مرة وقل هوالله احد عشرمرات ويقول فى ركوعه وسجوده عشر مرات : سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر. فاذافرغ من صلاته استغفر مائه مرة ثم يسجد ثم يقول: ياحى ياقيوم ياذالجلال والاكرام يارحمن الدنيا والاخرة ورحيمهم يا ارحم الراحمين. ياالله الاولين والاخرين اغفرلى ذنوبى وتقبل صومى وصلاتى. والذى بعثنى بالحق لايرفع

راسـه من الـسـجـود حتى ليغفرالله له ويتقبل منه شهررمضان -

যে আমাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন তার শপথ! জিব্রাইল (আ) আমাকে হযরত ইস্রাফিল (আ) থেকে, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে খবর দিলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের রাতে ১০০ রাকায়াত নামায প্রতি রাকায়াতে আলহামদু একবার, ইখলাস ১০বার, রুকু সিজদায় ১০ বার সুবহানাল্লাহ্ পড়বে। তারপরে সালামান্তে ১০০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে পুনরায় সিজদায় গিয়ে বলবে ইয়া হাইয়ু... আল্লাহ্র কসম সিজদা থেকে মাথা উঠানোর আগেই তার গুনাহ মাফ হয়ে যাাবে এবং রমযানের রোযা কবুল করে নিবেন.।

হাদীসটি মওজু এবং বর্ণনাকারীকগণ অজ্ঞাত।

২১। حديث: من صلى يوم الفطربعد ما يصلى عيده اربع ركعات يقراء فى اول ركعة بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الا على وفى الثانية الشمس وضحها وفى الثالثة والضحى وفى الرابعة قل هوالله احد فكانماقراء كل كتاب نزله الله على انبيا ئه -

যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযের পর ৪ রাকায়াত নামায প্রথম রাকায়াতে ফাতেহা ও سبح اسم ১ বার ২য় রাকায়াতে الشمس وضحاها তৃতীয় রাকায়াতে والضحى ৪র্থ রাকায়াতে ইখলাস পড়বে সে যেন নবীদের ওপর নাযিলকৃত সব কিতাবই তেলাওয়াত করলেন।...

হাদীসটি মওজু, রাবীগণ অজ্ঞাত।

২২। حديث : من السنة اثنتا عشرة ركعة بعد عيد

الفطروست ركعات بعض عيد الاضحى ـ

ঈদুল ফিতরের পর ১২ রাকায়াত এবং ঈদুল আযহার পর ৬ রাকায়াত নামায পড়া সুন্নত।

মুখতাসির বলেন : হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই।

২৩। حديث: من احيا ليلة العيد لم تمت قلبه

যে ব্যক্তি ঈদের রাতে জাগ্রত থাকে তার হৃদয় মরেনা।

ইবনে মাযা হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন : মুখতাসিরে আছে : হাদীসটি দুর্বল।

হাদিসটি দুর্বল।

২৪। حديث : من صلى يوم العرفة بين الظهروالعصر اربع ركعات يقراء فى كل ركعة فاتحةالكتاب مرة وقل وهوالله احد خمسين مرة كتب الله له الف الف حسنة ـ

যে ব্যক্তি হজ্বের দিন জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ৪ রাকায়াত নামায প্রতি রাকায়াতে ফাতেহা ১ বার, ইখলাস ৫০০ বার পড়বে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে হাজার হাজার সওয়াব দান করবেন...
হাদীসটি মাওজু। রাবীগণ দুর্বল ও অখ্যাত।

২৫। حديث : مامن عيد يصلى ليلة العيد ست ركعات الاشفع فى اهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار ـ

ঈদের রাতে ৬ রাকায়াত নামায পড়লে পরিবারের এমন লোকদের জন্যে শাফায়াত করা যাবে যাদের জন্য দোযখ অবধারিত হয়ে গিয়েছিল।

তাকে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়ার মতো সওয়াব দান করবেন।

মুখতাসার বলেন হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই।

যাইল বলেছেন ঃ হাদীসটিতে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে।

২৬।: حديث : من صلى فى اخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة فى اليوم والليلة قضت عنه ما اخل به من السنة

যে ব্যক্তি রমযানের শেষ জুময়ার দিন রাতের ৫টি ফরজ নামায আদায় করবে তার পরিত্যক্ত সুন্নতগুলোও আদায় হয়ে যাবে।

হাদীসটি জাল হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। হাদীসটি মওজু হাদীসের কিতাবে নেই। বর্তমান যুগের সুনয়া শহরের একদল ফকীহদের মধ্যে এর প্রচার দেখা যায় এবং অনেকেই এমন করে থাকেন। কে এ হাদীসটি তৈরী করলো আমরা জানিনা। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীদেরকে অভিশপ্ত করবেন।

সালাতুত তাওবা

২৬। حديث : يا رسول الله كيف ينبغى للذنب ان يتوب من الذنوب ؟ قال يغتسل ليلة الاثنين بعد الوتر ويصلى اثنتى عشرة ركعة يقرا ء فى كل ركعة فاتحة.الكتاب ،قل ياايها الكافرون مرة وعشرمرات قل هوالله احد ثم يقوم ويصلى اربع ركعات وسلم ويسجدو يقراء فى سجوده آية الكرسى مرة ثم رفع رأسه ويستغفر مائة مرة ويقول مائة مرة : لا حول ولا قوة الا بالله ويصبح من الغد صائما ويصلى

عندافطاره ركعتين بفاتحة الكتاب وخمسين مرة قل هوالله احد ويقول: يا مقلب القلوب تقبل توبتى كما تقبل من نبيك داؤد واعصمنى كما عصمت يحي بن ذكريا واصلحنى كما اصلحت اولياءك الصالحين : اللهم انى نادم على ما فعلت فاعصمنى حتى لا اعصيك ثم يقوم نادما فان راس مال التائب الندامة فمن فعل ذلك تقبل الله توبته ....

ইয়া রাসুলাল্লাহ্! গুনাহ্গারের কিভাবে গুনাহ্ মাফ চাওয়া উচিত? তিনি বললেন ঃ সোমবার বিতর নামাযের পর গোসল করত ১২ রাকায়াত নামায পড়তে হবে। প্রত্যেক রাকায়াতে ফাতেহা ও কাফেরুন ১বার, ইখলাস ১০ বার, তারপর দাঁড়িয়ে ৪ রাকায়াত পড়ে সালাম ফিরায়ে আবার সিজদা দিতে হবে। এই সিজদায় আয়াতুল কুরসী ১বার পড়ে মাথা উঠিয়ে ১০০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ ১০০ বার লা-হাওলা অলা কুয়্যাতা... পড়তে হবে। তারপর দিন রোযা রাখতে হবে, ইফতারের সময় দু'রাকায়াত নামায ফাতেহা ও ইখলাস ৫০ বার পড়ে বলতে হবে ঃ ইয়া মুকাল্লিবল কুলুব...এভাবে নামায পড়লে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন।

হাদীসটি মওজু ঃ সনদ অজানা ও অজ্ঞাত।

২৭। حديث : مامن مؤمن يصلى ليلة الجمعة ركعتين يقراء فى كل ركعة فاتحة الكتاب وخمس وعشرين مرة وقل هوالله احد ثم يسلم ثم يقول الف مرة صلى الله على محمدالنبى الامى فانه يرانى فى المنام ومن رآنى غفرله ذنوبه –

যে মুমিন বান্দা জুমার রাতে দু'রাকায়াত নামায প্রত্যেক রাকায়াতে ফাতেহা এবং ২৫ বার ইখলাস পড়বে। তারপর সালামান্তে ১ হাজার বার দরুদ পাঠ করবে সে আমাকে স্বপ্নে দেখবে। আর যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করে দিবেন।

হাদীসটি সহীহ্ নয়, সনদ অজ্ঞাত।

ইশরাক নামায

২৮। حديث : من صلى الفجر فى جماعة ثم اعتكف الى طلوع الشمس. ثم صلى اربع ركعات. فى الا ولى اية الكرسى ثلاثا والاخلاص وفى الثانية والشمس وفى الثالثة والسماء والطارق وفى الرابعة اية الكرسى والا خلاص ثلاث مرات ..

যে ব্যক্তি জামায়াতের সাথে ফজর নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করত ঃ ৪ রাকায়াত নামায ১ম রাকায়াতে ৩ বার আয়াতুল কুরসী ও ইখলাস, ২য় রাকায়াতে والشمس ৩য় রাকায়াতে والسماء والطارق ৪র্থ রাকায়াতে আয়াতুল কুরসী ওঁ ইখলাস ৩ বার পড়বে....

যাইল বলেছেন, হাদীসটির রাবী নূহ ইবনে আবু মরিয়ম হাদীস জাল করনে খ্যাত ছিল।

২৯। حديث : من صلى الغداة فى مسجده ثم جلس يذكرالله الى تطلع الشمس. فاذا طلعت حمدالله وقام فصلى ركعتين -

যে ব্যক্তি মসজিদে ফজর নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকে এবং সূর্যোদয়ের পর আল্লাহর প্রশংসা করতঃ দাঁড়িয়ে দু'রাকায়াত নামায পড়ে।....

যাইল বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদে ইবনে হাব্বান রাবী সাকেত (পরিত্যাজ্য) এবং হাদীসটিকে বলা হয়েছে যঈফ।

৩০। حديث : من لم يلازم على اربع. قبل الظهر لم ينل شفاعتى

যে ব্যক্তি জোহরের আগের ৪ রাকায়াত নামায সব সময় না পড়বে সে আমার শাফায়াত পাবেনা।

ইমাম নববী বলেছেন, হাদীসটির ভিত্তি নেই।

৩১। حديث : الوتراول الليل سخط الشيطان واكل السحور مرضاة للرحمن

রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়লে শয়তান অসন্তোষ হয় এবং শেষরাতে সেহরী খেলে (রহমান) আল্লাহ্ খুশী হন।

হাদীসটি মওজু। আবান বিন যাফর বসতী হাদীসটি জাল করেছে।

৩২। حديث : اربع ركعات فى ظلمة الليل باربع قلاقل

রাতের অন্ধকারে ৪ কুল দিয়ে ৪ রাকায়াত নামায পড়তে হয়।

জাল হাদীস।

৩৩। حديث : عشرركعات بعدالمغرب فى كل ركعة الاخلاص اربعين مرة

মাগরিবের পর প্রতি রাকয়াতে ৪০ বার ইখলাসসহ ১০ রাকায়াত নামায পড়া–

হাদীসটি ঠিক নয়।

ঋণ মুক্তির নামায

৩৪। حديث : من اصابه دين فليتوضاء وليصل اذازالت الشمس اربع ركعات ويقراء فى كل ركعة الحمد وقل هوالله احد واية الكرسى فاذا سلم قراء (قل اللهم مالك الملك ..... بغيرحساب) ثم يقول: يافارج الهم ياكاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يارحمن الدنيا والاخره ورحيميهما ارحمنى رحمة واسعة تعبننى بها عن رحمة من سواك واقض دينى فان الله يقضى دينه

যার ঋণ আছে সে অযু করতঃ সূর্য হেলনের পর ৪ রাকায়াত নামায এভাবে পড়বে– প্রত্যেক রাকায়াতে ফাতেহা, ইখলাস, আয়াতুল কুরসী পড়বে। সালাম ফিরানোর পর قل اللهم পড়তে হবে। তারপর এই দোয়া পড়বে।

হাদীসটির সনদ মিথ্যা

জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির হেফাজতের জন্য নামাযের নির্দেশ সম্বলিত হাদীস জাল।

৪র্থ অধ্যায়

সদকাহ, হাদিয়া, কর্জ ও মেহমানদারী প্রসংগে

১। حديث : ادوا الزكاة وتحروا بها اهل العلم . فانه ابروا تقى

যাকাত আদায় কর এবং এদ্বারা আহলে ইলমের অন্বেষণ কর, কেননা এটাই অধিক নেক ও তাক্ওয়ার নীতি।

হাবাতুল্লাহ বিন মুবারক সুক্তি হযরত আয়েশা (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছে।[১] আর সে হলো বাতিল। হাদীসটি মওজু এবং অধিকাংশ সনদ অজ্ঞাত।

২। حديث : فى الركاز العشر

খনিজ সম্পদের মধ্যে উশরের বিধান রয়েছে। ইবনে হাব্বান ইবনে ওমর থেকে হাদীসটি মারফু হিসেবে রেওয়ায়েত করেছে। হাদীসটি বাতেল। সনদে আবদুল্লাহ্ ইবনে নাফে মাতরুক, তার অনুসারী ইয়াযিদ বিন আয়াজও মাতরুক।

৩। حديث : لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر

শুল্ক ও উশর (এক দশমাংশ) উভয়ই মুমিনের ওপর একত্রিত হয় না।

ইবনে হাব্বান ও ইবনে আদী বলেছেন ঃ হাদীসটি বাতিল।

ইয়াইয়াহ্ বিন আনবাসা ছাড়া আর কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেনি। আর সে হলো দাজ্জাল।

৪। حديث : صدقة الفطر على كل صغير و كبير ذكر وانثى يهودي اونصراني حراو مملوك: نصف

---

১. লায়ী- সূয়ূতি প্রণীত খ: ২ -পৃ :৩৭)

صاع من تمر اوصاع من شعير.

সদকাতুল ফিতর ছোট বড়, নারী-পুরুষ, ইহুদী-নাছারা, প্রভু-ভৃত্য সকলের ওপরই। খেজুর অর্ধছা অথবা গম একছা পরিমাণ দেয়া ফরজ।

হাদীসটির ইহুদী নাসারা অংশটুকু বানানো বা জাল। সালাম একাকী.. সে হলো মাতরুক রাবী।

৫০। حديث : ليس فى الحلى زكاة

অলংকারের যাকাত নেই।

বাইহাকী বলেছেন ঃ হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই।

৬। حديث : لكل شئ زكاة وزكاة الدار بيت الضيافة

প্রত্যেক জিনিসের যাকাত আছে ঃ আর ঘরের যাকাত হলো আতিথেয়তা।

যাইল বলেছেন ঃ আহমদ বিন ওসমান কিংবা তার শায়খ হাদীসটি বানিয়েছিল।

৭। حديث : باكروا بالصدقة. فان البلاء لايتخطى الصدقة

যথাশীঘ্র সদকাহ্ দাও। কেননা মুসিবত সদকাকে অতিক্রম করতে পারে না।

হাদীসটি ইবনে আদী হযরত আনাস (রা) থেকে মারফূ হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসের সনদে আছে জালকারী অজ্ঞাত ও মিথ্যাবাদী রাবী।[১]

---

১. বাশার বিন্ ওবাইদ আবু ইউসুফ থেকে তিনি আল মুখতার থেকে, মুখতার আনাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে জাওযী বলেন ঃ এখানে আবু ইউসুফ অজানা লোক। বাশার বলেন, ইবনে আদী হাদীস অস্বীকারকারী লোক। লায়ীতে ইমাম-সূয়ূতী বলেন ঃ আবু ইউসুফ আবু হানীফার (র) শাগরিদ এবং বাশার বিন ওবাইদ ভাষাবিজ্ঞ। ইবনে হাব্বান সিকাতে তার কথা উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সুলাইমান ইবনে ওমর এবং আবু দাউদ নাখয়ী আল মুখতার থেকে

তিবরানী হযরত আলী (রা) থেকে অন্যসূত্রে তাখরীজ করেছেন। এতে দুর্বলতা রয়েছে।[২]

৮। حديث : الفقراء مناديل الاغنياء يمسحون بها ذنوبهم

ফকীর মিসকিনগণ ধনীদের রোমাল স্বরূপ। তাদের মাধ্যমে ধনীরা আপন গুনাহ্ মাফ করিয়ে নেয়।

হাদীসটি ওকাইলী আনাস (র) থেকে মারফূ হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটি জাল হাদীসের অন্যতম।[৩]

৯। حديث : ان جماعة من الصحابة ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوه فقال: جئتم تسألونى عن الصنائع لمن تحق؟ لا ينبغى صنع الا لذى حسب ودين. وجئتم تسألونى عن جهاد الضعيف وهوالحج والعمره وجئتم تسألونى عن جهاد المراءة. فان جهاد المراءة حسن التبعل لزوجها وجئتم تسألونى عن الارزاق من اين؟ ابى الله ان يرزق عبده الا من حيث لايعلم ـ

রেওয়ায়েত করেছেন। সুলাইমান হলো জালকারী।... ইবনে আবদুল রহমান ইবনে ইদরীস থেকে তিনি মুখতার থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। এই সাকার صقر একজনের মতে ছিলেন স্বীয় বাপের চেয়ে বেশী মিথ্যাবাদী। আবদুল আলী হাদীসটির অন্য রাবী। সেও মিথ্যাবাদী।

২. সে সূত্রটি হলো– ইসা বিন আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন ওমর বিন আলী ইবনে আবু তালেব তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে তিনি আলী থেকে...

৩. আল আলা হাদীসটির সনদে আছে যে ছিল দাজ্জালদের একজন।

সাহাবাগণের একটি জামায়াত প্রশ্ন করার অভিপ্রায়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে জিজ্ঞাস করতে এসেছ শিল্পকর্ম করার অধিকার কার রয়েছে? মর্যাদাবান ও দীনদার ব্যতীত অপর কারো একাজ করা উচিত নয়। দুর্বলের জিহাদ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাস করতে তোমরা এসেছো। আর তা হলো হজ্ব ও ওমরা করা। নারীদের জিহাদ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাস করতে এসেছো। তা হলো স্বীয় স্বামীর সাথে সদাচারণ করা। রিয্ক কোথা থেকে আসে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাস করতে তোমরা এসেছো? আল্লাহ তার বান্দাকে এমনভাবে রিয্ক দান করেন যে সে তা জানতেও পারে না।

ইবনে হাব্বান জাফর বিন্ মুহাম্মদ থেকে সে তার বাপ থেকে এবং সে তার দাদা থেকে হাদীসটি মারফু হিসেবে রেওয়ায়েত করেছে। হাদীসটি জাল। আহমদ বিন্ দাউদ বিন আবদুল গাফফার এখানে বিপদের কারণ।

হাকিম আবু হোরাইরা (রা) থেকে তার ইতিহাসে হাদীসটি তাখরিজ করেছেন। তিনি বলেছেন হাদীসের সনদ এবং মতন গরীব।[১]

বাইহাকী আলী ইবনে হোসাইন থেকে সে তার পিতা থেকে আহমদ বিন দাউদ ব্যতীত অন্যসূত্রে রেওয়ায়েত করেছে। আর সনদটি খুবই দুর্বল।[২]

ইবনে আবদুল বার ভূমিকায় প্রথম কারণের সূত্রে তাখরীজ করেছেন।

১০। حديث : من جاع او احتاج فكتمه الناس وافضى به الى الله فتح الله له برزق (سنة) من حلال.

যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অথবা মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাছে প্রকাশ করেনা এবং আল্লাহর ওপর সোপর্দিত হয়, আল্লাহ তার হালাল রিযকের দরজা (এক বৎসরের জন্য) খুলে দেন।[৩]

ইবনে হাব্বান আবু হোরাইরা (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি

---

১. ওমর বিন রাশেদ আল জারীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর সে হলো দুর্বল এবং অজ্ঞাতদের অন্যতম।

২. লায়ীতে দ্রষ্টব্য।

৩. সনদে হারুন বিন ইয়াহইয়া হাতিবী আছে যার হাদীস মুনকার। অধিকন্তু অজ্ঞাত রাবীও আছে।

রেওয়ায়েত করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি বাতিল। এখানে ইসমাঈল বিন রিজা আল হোছনী হাদীসটিকে দোষণীয় করেছে।

সাহাবাগণের একটি জামায়াত প্রশ্ন করার অভিপ্রায়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে জিজ্ঞাস করতে এসেছ শিল্পকর্ম করার অধিকার কার রয়েছে। মর্যাদাবান ও দীনদার ব্যতীত অপর কারো একাজ করা উচিত নয়। দুর্বলের জিহাদ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাস করতে তোমরা এসেছো। আর তা হলো হজ্ব ও ওমরা করা। নারীদের জিহাদ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাস করতে এসেছো। তা হলো স্বীয় স্বামীর সাথে সদাচরণ করা। রিয্ক কোথা থেকে আসে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাস করতে তোমরা এসেছো? আল্লাহ তার বান্দাকে এমনভাবে রিযিক দান করেন যে সে তা জানতেও পারে না।

ইমাম সয়ূতি বলেন ঃ বাইহাকী এই সূত্রে শুয়াবের হাদীসটিকে তাখরীজ করেছেন এবং বলেছেন যয়ীফ। ইসমাঈল বিন রিজা একাকী মুসা বিন আইউন থেকে বর্ণনা করেছে আর সে হলো যয়ীফ।

খতীব 'মুত্তাফিক' মুফতারিক' এ তাখরীজ করে গরীব বলেছেন।

ইবনে হাজর আসকালানী (র) লিসানুল 'মিযানে' আল ওজলা ও হাকিম থেকে ইসমাঈলের নির্ভরতার কথা বর্ণনা করেছেন। আর আবু হাতেম তাকে 'সাদুক'[১] বলেছেন।

১০। حديث : اعطوا السائل وان جا على فرس

সাহায্য প্রার্থনা কারীকে দান কর; যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে।

কায্বিনী বলেছেন- হাদীসটি জাল। মুয়াত্তায় মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

---

১. তবে সাজী, ওকাইলী, দারা কুতনী, ইবনে হাব্বান ইবনে আদী বাইহাকী তাকে যয়ীফ বলেছেন এবং এই হাদীসকে অস্বীকার করেছেন। আবু হাতেম তাকে 'সাদুক' বলাতে তার অবচেতনার নিরসন হয়না। এমনিভাবে ওজলা ও হাকিমের 'সিকাহ' বলাও 'সাদুক' বলার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

১১। حديث : مسألة الناس من الفواحش ما احد من الفواحش غيرها

মানুষের কাছে হাত পাতা গর্হিত কাজ। এর চেয়ে জঘন্য ও অশ্লীল আর কোনো কাজ নেই।

মুখতাসির বলেন– এ ধরনের হাদীস পাওয়া যায় না।

১২। حديث : من لم يكن عنده صدقة فليعلن اليهود، فانه صدقة

যার কাছে সদকা করার মতো কিছু নেই সে যেনো ইহুদীকে ভর্ৎসনা করে। কেননা এটাই তার জন্যে সদকাহ।

খাতীব আবু হোরাইরা (রা) থেকে রওয়ায়েত করেছেন। সনদে দু'টি মাত্রুক। তিনি আয়েশা (রা) থেকেও মারফু' হিসাবে রেওয়ায়েত করেছেন। তবে ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ান মিথ্যাবাদী এবং বাতিল।[১] কোন জ্ঞানবান লোক এমন কথাকে হাদীস বলতে পারে না।[২]

ইবনে আদীও তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করে বলেছেন হাদিসটি বাতিল।

১৩। حديث : يقول الله : اطلبوا الفضل من الزحماء من عبادى تعيشوا فى اكنافهم، فانى جعلت فيهم رحمتى، ولاتطلبوه من -

হাদীসটি মিথ্যা। ইয়াকুব যঈফ ও মাতরুক থেকে হাদীস বর্ণনা করতে চায়।

---

১. মিযান, তাহযাব, তারিখে খতিবে এরূপ আছে বলে আল-লায়ীর অভিমত।

২. هشام بن عروه عن ابيه عن ابيه عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن..... هذاكذب

يقول الله اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادى؛ تعيشوا وفى اكنافهم فانى جعلت فيهم رحمتى ولا تطلبوه من القاسيه قلوبهم فانى جعلت فيهم سخطى

আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দার মধ্যে যারা দয়াবান তাদের কাছে দান তালাশ কর, তাদের আশে পাশেই বসবাস কর। কেননা, আমি তাদের মধ্যে আমার রহমত (গচ্ছিত) রেখেছি। আর যারা পাষাণ হৃদয় সম্পন্ন লোক তাদের কাছে দান খয়রাত চেয়োনা। কেননা তাদের হৃদয়ে রয়েছে আমার গজব।

আবু সায়ীদ থেকে ওকাইলী হাদীসটি মারফু হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেন হাদিসটি সহীহ হওয়ার কারণ অজানা। সনদটিও মজহুল বা অজ্ঞাত।[১]

হাকিম মুসতাদরিকে আলী (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا بالمعروف من رحماء امتى تعيشوا فى اكنافهم. ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم. فان اللعنة تنزل عليهم

হাকিম বলেন এই হাদীসটির সনদ সহীহ। সুগানী বলেছেন জাল।

১৪। حديث : اذا سئل صلى الله عليه وسلم ما الغنى

---

১. ওকাইলীর সনদটি এরূপ-

جندل من والق عن ابى مالك الواسطى عن عبد الرحمن السدى عن داؤد من ابى هند عن ابى نقره عن ابى لسعد

ইবনে হযর এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন-

عن حمد بي مروان السدى الا صغراللكذاب عن داؤد به

فقال اليأس ممافي ايدى الناس -

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাচুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি জবাবে বললেন : মানুষের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকা।

তিবরানী ইবনে মাসউদ (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। ইব্রাহিম বিন যিয়াদ আল আজলী নামীয় লোকটি সনদে মাতরুক।

১৫। حديث : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه

সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট লোকদের কাছে কল্যাণ তালাশ কর।

খাতিব ইবনে আব্বাস থেকে কথাটি রেওয়ায়েত করেছেন মারফুরূপে। হাদীসটির এভাবে রেওয়ায়েত আছে–

اطلبوا الخير عند صباح الوجوه সনদে আছে আহমদ বিন্ আবু সালমা মাদায়িনী। সে বাতিলসহ সেকাহ্ হাদীস বর্ণনা করে। তার থেকে বর্ণিত অন্য একটি সনদে মাস্য়াব ইবনে সালাম তামিমী আছে যাকে ইয়াহ্ইয়াহ্ ইবনে মাদিনী ও আবু দাউদ যয়ীফ বলেছেন। আসমা বিন মুহাম্মদ আনসারীর সনদে ওকাইলী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর সে হলো জালকারী ও মিথাবাদী।

এই হাদীসটি তিরমিজি ও তিবরানী ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

আব্দ ইবনে ওমর ইবনে ওমর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এভাবে ইবনে হাব্বান যে সনদে বর্ণনা করেছেন সেখানে কাদিনী জালকারী আছে। তিবরানী যাবেরের যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেখানে আছে মুহাম্মদ বিন্ যাকারিয়া। সে হলো জালকারী।

খাতিব সাহেব আনাস থেকে যে বর্ণনা করেছেন সে সনদে মুহাম্মদ বিন্ মুহাম্মদ তিরাযি জালকারী। ওকাইলীর বর্ণনার সনদে মুহাম্মদ বিন আযহার

বাজালী মিথ্যাবাদীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করতো।

দারা কুতনীর বর্ণিত সনদে আবদুল্লাহ্ বিন ইবরাহীম গাফফারী একজন হাদীস জালকারী।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত ওকাইলীর রেওয়ায়েতের সনদে আছে মাত্‌রুক। তাঁর থেকে ইবনে আদী জালকারীর সনদসহ রেওয়ায়েত করেছেন।

১৬। حديث : اذا بكى اليتيم وقعت دموعه فى كف الرحمن يقول: من ابكى هذا اليتيم الذى واريت والديه تحت الثرى؟ من اسكنه فله الجنة -

১৬। (বাপ-মা হারা সন্তান) এতীম যখন কাঁদে তার চোখের পানি আল্লাহর মুষ্টিতে পতিত হওয়ার পর তিনি বলেন : এই এতীমকে কে কাঁদালো যার বাপ-মা যমীনের নীচে লুক্কায়িত আছে? যে তার (ক্রন্দন) থামাবে তার জন্যে রয়েছে বেহেশ্‌ত।

খাতিব আনাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি একেবারে মুনকার। মুসা ইবনে ঈসা বাগদাদী ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ সেকাহ। মূসা অজ্ঞাত ও অখ্যাত রাবী।

আবু নায়ীম হুলিয়ায় ওমর (ইবনে ওমর) থেকে বর্ণনা করেছেন।

حديث : من سقى المأ فى موضع يقدر على المأ فله بكل شربة يشربها برا كان او فاجرا عشر حسنات

যে ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে পানি পান করায় যেখানে পানির দুষ্প্রাপ্যতা নেই তাকে প্রতি ফোটা পানির বিনিময়ে ১০টি নেকী দেয়া হবে। সে নেককার লোক হোক কিংবা বদকার।

খাতীব আনাস (রা) থেকে মরফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সনদে আছে সালেহ বিন বয়ান আনবারী সকফী জালকারী।

ইবনে আদী হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন–

من سقى مسلما شربةمن ماء فى موضع يوجد فيه الما فكأنما اعتك رقبة وان سقاه فى موضع لايوجد فيه الما فكأنما احيانسمة مؤمنة

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন জায়গায় পানি পান করায় যেখানে পানি পাওয়া যায়, সে যেনো একজন ক্রীত দাস মুক্ত করলো আর যেখানে পানির দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে সেখানে পান করালো সে যেনো একটি মুমিন জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করলো।" হাদীসটি মুত্তাহিম ও মাত্রুক।

আব্দ ইবনে হামীদের বর্ণিত সনদ মজহুল।[১]

১৭। حديث: من قضى لمسلم حاجة من حوائج الدنيا. قضى الله له اثنين وسبعين حاجة اسهلها المغفرة

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুনিয়াতে কোনো প্রয়োজন পূরণ করলো আল্লাহ্ তায়ালা তার ৭২টি প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। তন্মধ্যে সব চেয়ে সহজ প্রয়োজনটি হলো মাগফেরাত।

খাতিব আনাস (রা) থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। সনদে আছে দিনার। আবু নায়ীম সাওবান থেকে অনুরূপভাবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। এই সনদের দিনার হলো দাজ্জালদের অন্যতম। দাজ্জালগণ আনাসের (রা) মৃত্যুর পর অনেক দিন পর্যন্ত তার কাছ থেকে হাদীস শুনেছিল বলে দাবী করে। ফরকাদ আল সাবাখী, যিনি ছিলেন একজন আবেদ। হাদীস শাস্ত্রে তার কোনো কিছু নেই।

১৮। حديث من وافق من اخيه شهوة غفرله

১. ইমাম সুয়ূতি ইবনে মাযার রেওয়ায়েত আবদ বিন্ হামীদের পরিবর্তে উল্লেখ করেছেন। এ সনদের আলী বিন গুরাব শিয়া, যুহাইর বিন্ মারযুক মজহুল এবং আলী বিন সায়েদ যয়ীফ।

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইচ্ছার সাথে একমত হলো তাকে মাফ করে দেয়া হবে।"

ওকাইলী আবু হোরাইরা থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। জাল হাদীস। সনদটি মাত্রুক।

বাজ্জাব, তিবরানী, বাইহাকী এভাবে রেওয়ায়েত করেছে–

من اطعمه اخاه المسلم شهوتة حرمه الله على النار

যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে আল্লাহ্ তার ওপর দোযখ হারাম করে দেন।[১]

যাবের থেকে এভাবে আছে–

من لذذ اخاه بما يشتهى كتب الله له الف الف حسنة

যে তার ভাইকে মনের তৃপ্তিসহকারে খাওয়ালো আল্লাহ তাকে সহস্র সহস্র নেক দান করবেন।

আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন, হাদীসটি বাতিল। সনদে মুহাম্মদ বিন নায়ীম মিথ্যাবাদী।

তিবরানী যাবের থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

من اطعمه اخاه خبزاحتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه. باعده الله من النار سبعة خنادق كل خندق مسيرة خمسه مائة عام

---

১. নায়ীতে আছে বাইহাকী এর সনদকে মুনকার বলেছেন।

মাকাসেদে আছে–

القرض مرتين فى عفاف خير من الصدقة مرتين

কানযুল উম্মালেও অনুরূপ বর্ণনা আছে খঃ ৩ পৃঃ ২২৯-২৩০

যে ব্যক্তি তার ভাইকে উদর পূর্তি করে রুটী খাওয়াবে এবং তৃষ্ণা মিটায়ে পানি পান করাবে। আল্লাহ্ তার থেকে দোযখ ৭টি পরিখা পরিমাণ দূরে নিয়ে যাবে। একেকটি পরিখার দূরত্ব হবে ৫শ' বৎসরের রাস্তার সম পরিমাণ।

ইবনে হাব্বান বলেছেন : হাদীসটি জাল। হাকিম তার ইতিহাসে এটাকে মওজু বলেছেন।

১৯। حديث: من مشى فى حاجة اخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة يخطوها سبعين حسنة ومحاعنه سبعين سيئة الى ان يرجع

যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে হাটে, আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি পদক্ষেপে ৭০ নেকী দান করেন এবং ৭০ বদী-গোনাহ মুছে ফেলেন। সে ফিরে আসা পর্যন্ত এভাবে লেখা হতে থাকে...

তিরমিযী, ইবনে মাযা হাদীসটি আনাস থেকে মারফু হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। সনদে আব্দুর রহীম ইবনে যায়েদ তার পিতা হাদীস শাস্ত্রের কিছু নয়।

২০। حديث: من قادا عمى مكفوفا سبعين ذرعا ادخله الله الجنة.

যে ব্যক্তি অন্ধকে ৪০ গজ পর্যন্ত হাত ধরে নিয়ে যাবে আল্লাহ্ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস এবং যাবের থেকে দুটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আবু হোরাইরা থেকেও হয়েছে। শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা আছে। তবে হাদীসটি মুনকার, রাবী অজ্ঞাত। তিবরানী ইবনে আব্বাস থেকে এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ

من قاد اعمى حق يبلغه مأ منه غفر الله له اربعين كبرة واربع كبائر توجب النار

হাদীসের সনদে ওমর বিন ইয়াহইয়া হাদীস চুরির দোষে দুষ্ট। আলী বিন যায়েদ যয়ীফ।

২১। حديث: ان السخى قريب من الناس قريب من الله قريب من الجنة بعيد من النار وان البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والفاجرالسخى احب الى الله من عابد بخيل

নিশ্চয়ই দানশীল লোক মানুষের নিকটবর্তী, আল্লাহর নিকটবর্তী, বেহেশতের কাছে, দোযখ থেকে দূরে। আর কৃপণ লোক মানুষ থেকে দূরে। আল্লাহ্ থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে, দোযখের কাছে। একজন ফাসেক দানশীল একজন আবেদ বখীলের চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়।

ওকাইলীর মতে হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই।

ইমাম সুয়ূতি বলেন : হাদীসটির তাখরীয করেছেন তিরমিযি ও ইবনে হাব্বান 'রওজাতুল ওকালায়' এবং বাইহাকী 'শুয়াবুল ঈমানে' এবং খাতিব 'বুয়ালা' অধ্যায়ে।

ইবনে হাব্বান বলেছেন– সনদে সায়ীদ বিন্ মুহাম্মদ ওরাক যয়ীফ। ইবনে মুয়ীন বলেছেন : এটা হাদীস নয়। এর সনদ নিয়ে অনেক কথা আছে।

হাদীসটি আনাস, ইবনে আব্বাস, আয়েশা এবং যাবের প্রমুখ সাহাবাদের সূত্রে বিভিন্ন বাক্যে বর্ণিত হলেও তা দলিল হওয়ার যোগ্য নয়।[১]

টিকা ঃ ১ লায়ীতে উল্লেখ আছে সনদের কোনো রাবী দোষী। কেউ তা থেকে মৌনতা অবলম্বন করেছেন, কেই যারাহ, কেউ মিথ্যাবাদী...

২২। حديث : السخاء: شجرة من شجر الجنة اغصانها مندليات فى الارض فمن اخذ بغصن من اغصا نها قاده ذلك الغصن الى الجنة والبخل شجرة من شجر النار اغصانها تدلية فى الدنيا. فمن اخد بغصن من اغصانها قاده ذلك الغصن الى النار ـ

দানশীলতা বেহেশতের গাছের মধ্যে একটি গাছ। এর শাখা প্রশাখা, পত্র-পল্লব যমীন পর্যন্ত সম্প্রসারিত। যে ব্যক্তি এর ডাল-পালা আঁকড়িয়ে ধরবে তাকে এই ডাল-পালা বেহেশ্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আর কৃপণতা দোযখের গাছসমূহের একটি গাছ। এর ডাল-পালা দুনিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। যে ব্যক্তি এই গাছের ডাল-পালা আঁকড়িয়ে ধরবে তাকে এই ডাল-পালা দোযখে নিয়ে যাবে।

হাদীসটি যাফর বিন মুহাম্মদ সে তার পিতা তিনি তার পিতামহ থেকে মারফুরূপে রেওয়ায়েত করেছেন এবং বলেছেন, তালিদ বিন্ সুলাইমান এবং সায়ীদ বিন্ মুসলিমাহ্ উভয়ই দুর্বল রাবী। খাতীব যাবের থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। সে সনদে আছে মিথ্যুক রাবী। ইবনে হামান যে সনদে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন তা জাল ও মাত্রুক।

ইবনে আদী আবু হোরাইরা থেকে যে সনদে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন তাতে দাউদ বিন হোসাইন যয়ীফ রাবী। বাইহাকী এভাবেও রেওয়ায়েত করেছেন–

السخاء شجرة تنبت فى الجنة فلا يلج الجنة الا سخى والبخل شجرة تنبت فى النار فلا يلج فى النار الابخيل

বদান্যতা বেহেশতে উৎপাদিত একটি গাছ, তাই দানশীল লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কৃপণতা দোযখে উৎপাদিত বৃক্ষ। তাই দোযখে কৃপণ লোকই প্রবেশ করবে।

বাইহাকী বলেন : হাদীসটির সনদ যয়ীফ।

২৩। حديث : الجنة دار الاسخياء

বেহেশত্ দানশীল লোকদের বাসস্থান।

ইবনে আদী হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীসটি মারফু হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। দারা কুতনী বলেছেন : হাদীসটি সহীহ নয়। খাতিব আনাসের (রা) হাদীস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। সনদটি মাতরূক। দারা কুতনী ও তিবরানী হাদীসটির তাখরীজ করেছেন।

২৪। حديث : ان اردت ان تلقى الله وهو عنك راض فلا تبخل شيئاً رزقته ولاتمنع سائلاً مسأ له

যদি তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও এমতাবস্থায় যে তিনি তোমার ওপর সন্তুষ্ট- তাহলে তিনি যে রিয্ক দান করেছেন তা খরচ করতে একটুও কৃপণতা করোনা এবং কোনো সাহায্য প্রার্থীকেই বঞ্চিত করোনা।

হাদীসের সনদে আছে জালকারী।

২৫। حديث: السخى منى وانا منه وانى لأرفع عن السخى عذاب القبر

দানশীল লোকটি আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তার অন্তর্ভুক্ত। দানশীল লোককে কবরের আযাব থেকে আমি অবশ্যই মুক্তি দিব।

হাদীসটি আল-আবুস্ থেকে সংগৃহীত। এই কিতাবের সব কথিত হাদীসই মুনকার।

২৬। حديث : ان لله عبداً يخصهم بالنعم لمنافع العباد

فمن يخبل تلك النعمة عن العباد نقلها الله وحولها الى غيره

আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু খাছ বান্দা আছে যাদেরকে মানব কল্যাণের জন্য অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। যে ব্যক্তি সে নেয়ামত মানুষকে দিতে কার্পন্য করে আল্লাহ সে নেয়ামত তার কাছ থেকে নিয়ে অন্যকে সোপর্দ করেন।

মাকাসিদ বলেছে হাদীসটি দুর্বল।

২৭। حديث: طعام الجواد دواء وطعام البخيل داء

দানশীলের খাদ্য ঔষধ বিশেষ আর কৃপণের খাদ্য রোগস্বরূপ।

মুখতাসির বলেছে– হাদীসটি মুনকার। যাহাবীর মতে মিথ্যা এবং ইবনে আদী বলেছেন বাতিল।

২৮। حديث: من عظمت حوائج الناس اليه فلم يحتمل عرض تلك النعمة للزوال

যে ব্যক্তি মানুষের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে তা পূরণ করেনা তার সে নেয়ামত ধ্বংস হয়ে যাবে।

মুখ্তাসির বলেছে হাদীসটির সব সূত্রই বাতিল।

২৯। حديث : حلف الله بعزته وعظمته وجلا له لايدخل الجنة بخيل

আল্লাহ তাঁর ইজ্জত, আযমত (শ্রেষ্ঠত্ব) ও যালালতের (গৌরব) কসম করে বলছেন : কৃপণ লোক বেহেশতে যাবে না।

মাকাসিদ বলেছে এ ধরনের হাদীস পাওয়া যায় না।

৩০। حديث: منع الخمير يورث الفقر ومنع الملح يورث الداء ومنع الماء يورث النزالة ومنع النار يورث النفاق

আটা না দিলে দারিদ্র্যের উত্তরাধিকারী হয়। লবণ না দিলে রোগের উত্তরাধিকারী হয়। পানি না দিলে আগুন না দিলে মুনাফিকীর উত্তরাধিকারী হয়। এবং আগুন দিতে অসম্মত হওয়া মুনাফেকীর মিরাস হওয়ার নামান্তর।

হাদীসটি মওজু বা জাল।

৩১। حديث : من اشبع جوعة وستر عورة ضمنت له الجنة

যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে উদরপূর্তি করে খাওয়ায় এবং দোষকে গোপন রাখে তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেয়া হল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া হাদীসটিকে জাল হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন।

৩২। حديث : من اكل طعام متقى نقى الله قلبه

যে ব্যক্তি মুত্তাকী পরহেজগার লোককে খাওয়ায়, আল্লাহ্ তার কলবকে পবিত্র করে দেন।

আনাস থেকে বর্ণিত হাদীসটি মওজু।

৩৩। حديث : جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها

যে ব্যক্তির ব্যবহার ভালো তার প্রতি আকর্ষিত হওয়া হৃদয়ের প্রকৃতি। আর অসদাচারণ ব্যক্তির প্রতি স্বভাবতই বিদ্বেষ জন্মে।

মাকাসিদ বলেছে– হাদীসটি বাতিল।

৩৪। حديث : اصنعوا المعروف الى من هواهله ومن ليس اهله فان لم تهب اهله فانت اهله

যে ভালো ব্যবহার পাওয়ার উপযোগী কিংবা অনোপযোগী সকলের সাথেই ভালো আচরণ কর। যদি সে ভালো ব্যবহার পাওয়ার উপযোগী না হয় তাহলে তুমি তো এর উপযোগী।

যাইলে আছে- আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ থেকে বর্ণিত হাদীসটি মওযু।

৩৫। حديث: من مشى فى حاجة اخيه كان له خيرا من اعتكاف عشر سنين

যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের উপকারের জন্য হাটে, ১০ বৎসর এতেকাফ করার সমান সওয়াব সে পাবে।

মুখতাসিরে আছে– হাদীসটি যয়ীফ।

৩৬। حديث : من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم

যে ব্যক্তি মুসলমানদের কাজের বিষয়কে গুরুত্ব দেয়না সে মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

মুখতাসিরে আছে– হাদীসটি যঈফ। হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল যদি ও হাদীসের ভাবার্থ ঠিক।

৩৭। حديث: ان احب الاعمال الى الله ادخال السرور على المؤمن

আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো মু'মিনকে খুশীর মধ্যে প্রবেশ করানো।

যঈফ– মুখতাসার।

৩৮। حديث: من سعى لأخيه فى جاجة غفرله ما تقدم

من ذنبه وماتاخر

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপকার করার চেষ্টা করে তার আগে পরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

যাইলে আছে হাদীসটি মওযু।

৩৯। حديث : تهادوا تحابوا

পারস্পরিক হেদায়াতের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত নিহিত। মুখতাসারে আছে হাদীসটি যঈফ।

৪০। حديث: من اهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها

যার কাছে হাদিয়া পেশ করা হলো এমতাবস্থায় যে, তার কাছে অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছে। তাহলে তারাও এ হাদিয়ার মধ্যে শরীক হবে।

ওকাইলী বলেন : এ বিষয়ে সহীহ কিছু নেই। বুখারীও এরূপ বলেছেন।

ইবনে হাব্বান, তিবরাণী, বাইহাকী হাদীসটি তারখীজ করেছেন। ইবনে হাজর বলেছেন : হাদীসটিকে মওকুফ বলাই অধিকতর সহীহ। ওয়াজীয বলেছেন : হাদীসের সনদে আবদুস সালাম বিন আবদুল কুদ্দুস মওযু হাদীস বর্ণনা করতো।ঃ

৪১। حديث: ماالحسن الهديةامام الحاجة

প্রয়োজনের সময়ের হাদিয়া কতইনা উত্তম।

দারা কুতনী হাদীসটিকে বাতিল বলেছেন।

৪২। حديث: نعم. الحاجة، الهدية بين يديها

প্রয়োজনের সূচনায় যে হাদিয়া পাওয়া যায় তা কতইনা ভালো। হাদীসটির

সনদে ওমর বিন খালেদ মিথ্যাবাদী জালকারী।

৪৩। حديث: القرض فى عفاف خير من الصدقة

দৈন্যাবস্থার কর্জ সদকাহ থেকে উত্তম।

দাইলমী-আল-মাসনাদে ইবনে মসউদ থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছে।[১]

৪৪। حديث : اجيبوا صاحب الوليمة . فانه ملهوف

ওলীমার আয়োজনকারীর সাহায্যে এগিয়ে এসো। কেননা সে চিন্তাক্লিষ্ট। হাদীসটি সঠিক নয়।

৪৫। حديث : من نزل على قوم فلايصومن تطوعا الاباذنهم

কেউ কোনো সম্প্রদায়ের মেহমান হলে তাদের অনুমতি ব্যতীত সে যেনো নফল রোযা না রাখে। সোগানীর মতে হাদীসটি মওজু বা জাল।

৪৬। حديث : انا واتقيا امتى براء من التكلف

আমি ও আমার উম্মতের তাকওয়াদারগণ দায়িত্ব থেকে মুক্ত। ইমাম নব্বী বলেন : হাদীসটি প্রতিষ্ঠিত নয়। মাকাসেদ বলেছেন : হাদীসটির অর্থ যয়ীফ সনদসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৭। لاتكليف احدلضيفه مالايقدر عليه

সামর্থ্যের বাইরে মেহমানদারী করার জন্যে কেউ যেন কষ্ট না করে। মাকাসেদের ভাষ্য : হাদীসটি দুর্বল।

৪৮। حديث : من مشى الى الطعام لم يدع اليه مشى فاسقاواكل حرام

যে ব্যক্তি এমন খাদ্য খেতে গেল যার প্রতি তাকে দাওয়াত করা হয়নি তাহলে তার এই চলা হবে ফাসেকী আর খানা হবে হারাম।

মাকাদেস বলেছেন : হাদীসটি দুর্বল।

আবু দাউদ এভাবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন :

من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا

যে ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া মেহমান হয় সে যেন চোর হয়ে ঢুকলো দুঃসাহসী হিসেবে বের হলো।

হাদীসের সনদ যঈফ।

كتاب الصيام

সিয়াম অধ্যায়

১। حديث:افترض الله على امتى الصوم ثلاثين يوماً وافترض على سائر الامة قل اوكثر وذلك : ان ادم لما اكل الشجرة بقى فى جوفه مقدار ثلاثين يوماً فلما تاب الله عليه امره بصيام ثلاثين يوما بلياالهن وافترض على امتى بالنهار وماناكل بالليل تفضل من الله تعالى

আল্লাহ্ তায়ালা আমার উম্মতের জন্যে ৩০ দিন রোযা ফরজ করেছেন আর সকল জাতির জন্যে (৩০ দিনের চেয়ে) কম-বেশী রোযা ফরজ করেছেন। আর এটি এ জন্যে যে, আদম (আ) যখন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলেন সে ফল তাঁর উদরে ৩০ দিন পর্যন্ত থাকে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর তওবা কবুল করলেন তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ৩০ দিন রাত রোযা রাখার আদেশ করেন এবং আমার উম্মতের ওপর দিনের বেলায় রোযা ফরজ করা হয়। (রোযার দিনে) রাতের বেলায় আমরা যা খেয়ে থাকি তা আল্লাহর অনুগ্রহ।

খাতিব হযরত আনাস (রা) থেকে মারফূ' হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন এবং বলেছেন : মুহাম্মদ বিন নসর আল-বোগদাদী নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। সে নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে মুনকারসহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২। لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان

তোমরা রামাদান বলোনা। কেননা রামাদান আল্লাহর একটি নাম। বরং বলো রামাদান মাস।

ইবনে আদী আবু হোরাইরা থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটির সনদে মুহাম্মদ বিন আবু মাশর আছে। তামাম তার ফাওয়ায়েদে আবু মাশরের সূত্র ছাড়া ইবনে ওমরের হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে নাজীর হযরত আয়েশার হাদীস থেকে এই হাদীস গ্রহণ করেছেন। তবে সে হাদীসটি বিনা দ্বিধায় জাল।

৩। حديث : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال وقداهل رمضان -لوعلم العباد مافى رمضان لتمنت امتى ان يكون رمضان السنة كلها ......

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– রামাদানের নব চাঁদ উদিত হয়েছে। বান্দাহগণ যদি রমাদানের নিগূঢ় তত্ত্ব জানতো তাহলে আমার উম্মতগণ অবশ্যই সারা বৎসর রমাদান হওয়ারই বাসনা করতো...

আবু ইয়ালা ইবনে মাসউদ থেকে হাদীসটি মারফু হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটি জাল। জাবীর ইবনে আইউব হাদীসটির জন্যে বিপদ। হাদীসটির আগে পরে নজর করলে হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে নিজের বিবেকেই সায় দেয়। ইমাম সূয়ূতি ইবনে জাওযীর ওপর যে তদারক করেছেন তার কোনো অর্থ নেই। কেননা ইবনে জাওযী যার থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন সে ব্যতীত অন্যদের কাছ থেকে তিনি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীস যেসব রাবীর রেওয়ায়েতের কারণে মওযু' হয় তা মওযুই হয়ে থাকে।

৪। حديث : ان الله تبارك وتعالى ليس بتارك احدامن المسلمين صبيحة اول يوم من شهر رمضان الاغفرله

আল্লাহ্ তায়ালা রমাদান মাসের প্রথম দিনের সকাল বেলায়ই কোনো মুসলমানকে মাফ না করে ছাড়েন না।

খাতীব হাদীসটি আনাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ঠিক নয়। এর সনদের রাবীগণ মিথ্যাবাদী পরিত্যক্ত। বাইহাকী শুয়াবের মধ্যে অন্যসূত্রে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। দারাকুতনী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

৫। لو اذن الله اهل السموت والارض ان يتكلمو بشروا صوام شهر رمضان بالجنة

যদি আল্লাহ্ তায়ালা আসমান ও যমীনকে কথা বলার অনুমতি দিতেন তাহলে রমাদান মাসের রোযাদারদেরকে বেহেশতের শুভ সংবাদ দিত।

ওকাইলী হাদীসটি আনাস থেকে মারফু হিসেবে রেওয়ায়েত করে বলেছেন : হাদীসের সনদ মজহুল বা অজ্ঞাত এবং নিরাপদহীন। আবু হোরাইরার সনদে যে হাদীসটি বর্ণিত তার মধ্যেও পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে।

৬। صوموا تصحوا

রোজা রেখে সুস্থ্য থাকো।

মাসানী বলেন : এটা জাল হাদীস। মুখতাসেরের মতে হাদীসটি যঈফ।

৭। لكل شئ زكوة وزكاة الجسد الصوم

প্রত্যেক বস্তুর যাকাত থাকে আর শরীরের যাকাত হলো রোযা।

খুলাসা এটাকে যঈফ বলেছে।

৮। انه يسبح من الصائم كل شعره ويوضع للصائمين والصائمات يوم القيامة تحت العرش مائدة من ذهب

রোযাদারের প্রতিটি পশম আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে। প্রত্যেক রোযাদার

নর-নারীর জন্যে কিয়ামত দিবসে আরশের নীচে স্বর্ণখচিত পাত্র রাখা হবে।

হাদীসের সনদে আবু ওসামাহ একজন জালকারী রাবী।

৯। حـديث : لايسـألون عن نعـيم المطعم والمشـرب المفطروالمتسحر وصاحب الضيف. وثلاثة لايسالون عن سوءالخلق المريض. والصائم والامام العادل

তিন ধরনের লোকদের খানা পিনা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে না। রোযাদার, রাত্রি জাগরণকারী আবেদ এবং মেজবান। তিন ধরনের লোকদের অসৎ চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা। রোগী, রোযাদার এবং ন্যায়পরায়ন ইমাম।

যাইল বলেছে : হাদীসটির সনদে মাশাদ হাদীস জাল করে থাকে।

১০। انـمـا سـمـى رمـضـان لأنـه يـرمـض الـذنـوب وان فـيـه ثـلاث لـيـال: لـيـلـة سـبـع عـشـرة ولـيـلـة تـسـع عـشـرة ولـيـلـة احـدى عـشـريـن : مـن فـاتـتـه فـاتـه خـيـر كـثـيـر ومـن لـم يـغـفـر لـه فـى شـهـر رمـضـان. فـفـى اى شـهـر يـغـفـر لـه؟

রমাদান নাম এ কারণে রাখা হয়েছে যে, তাতে গুনাহসমূহ জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এ মাসের ১৭, ১৯, ২১ তারিখের দিবাগত তিনটি রাত যার বৃথা যাবে সে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। মাহে রমাদানে যার গুনাহ মাফ হয়নি তাহলে আর কোন্ মাসে তার গুনাহ মাফ হবে?

যাইল বলেছেন : হাদীসের সনদে যিয়াদ বিন মাইমুন মিথ্যাবাদী।

১১। ان انـسـا اكـل الـبـرد وهـوصـائـم وقـال انـه لـيـس

بـطـعـام. فـقـره رسـول الـلـه صلى الله عـلـيـه وسـلـم عـلـى ذلـك -

আনাস (রা) একবার রোযা অবস্থায় ঠাণ্ডাপানি[1] পান করেন এবং বলেন এটা খাদ্য নয়। একথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমর্থন করেন।

যাইলে আছে : সনদে আবদুল্লাহ বিন হোসাইন হাদীস চুরি করতেন।[2]

১৩। حـديـث: مـن فـطـر صـائـمـا عـلـى طـعـام وشـراب مـنْ حـلال صـلـت عـلـيـه الـمـلائـكـة

যে ব্যক্তি রোযাদারকে হালাল খাদ্য ও পানীয় দ্বারা ইফতার করায় ফেরেশতাকুল তার প্রশংসা করে থাকেন।

ইবনে আদী সালমান থেকে মারফু' হিসেবে এ হাদীস রেওয়ায়েত করেছে। ইবনে হাব্বান বলেন : এর কোনো ভিত্তি নেই। ইবনে আদীর সনদে দু'টি মাত্‌রুক এবং ইবনে হাব্বানের সনদে আছে একটি মতরুক।

১৪। حـديـث : ان الـلـه اوحـى الـى الـحـفـظـة : ان لا تـكـتـبـوا عـلـى صـوام عـبـيـدى بـعـد الـعـصـر سـيـئـة.

আল্লাহ তায়ালা হেফাজতকারী ফেরেশতাদের কাছে ওহী করেন যে, আমার রোযাদার বান্দার আসরের পর কোনো গুনাহ যেন না লেখা হয়।

খাতীব আনাস থেকে মারফু' বলে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। দারা

---

১. ঠাণ্ডা পানির অর্থ বৃষ্টির ঠাণ্ডা পানি। আর আনাসের স্থলে রয়েছে আবু তালহা। আসল বাক্য এরূপ–

مـطـرت الـسـمـاء بـردافـقـال لـى ابـوطـلـحـة. نـاولـنـى مـن هـذا الـبـرد فـنـاولـتـه فـجـعـل يـأكـل وهـوصـائـم

২. আবদুল্লাহ্ বিন হোসাইন এভাবে রেওয়ায়েত করতেন–

عـن داؤد بـن مـعـاذ عـن عـبـدالـوارث عـن عـلـى بـن زيـد عـن انـس.

তাহাভী মুশকিলুল আসারে অন্যসূত্রে গ্রহণ করেছেন (৩৪৭/২)।

কুতনীর মতে, ইব্রাহিম বিন আবদুল্লাহ্ মারুজী নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। একটি নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বাতিল হাদীস রেওয়ায়েত করা হতো। এ হাদীসটি তন্মধ্যে একটি।

১৫। قال سالت انس ابن مالك ايستاك الصائم قال نعم . قلت برطب السواك ويابسه قال نعم قلت فى اول النهار واخره قال نعم قلت له ئن؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

আনাস বিন মালেককে জিজ্ঞাস করলাম : রোযাদার কি মিসওয়াক করেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি বললাম : কাঁচা ডালের এবং শুকনা ডালের; তিনি বললেন : হ্যাঁ, বললাম : দিনের প্রথমভাগে এবং শেষভাগে তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি তাকে বললাম : আপনি কার থেকে একথা পেয়েছেন? তিনি বললেন : রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে।

ইবনে হাব্বান বলেন : এ হাদীসের কোনো মূল্য নেই। হাদীসের সনদে আছে ইবরাহীম বিন বিতার খাওয়ারেজমী। আসেমুল আহওয়াল থেকে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম সুয়ুতী বলেন : নাসায়ী কুনায় এবং বাইহাকী তার সুনানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সনদের ইবরাহীম একক রাবী। সে হাদীসের অস্বীকারকারী।

ইবনে হযর তালখীসে বলেছেন : মুয়াজের হাদীস হলো তার জন্যে সাক্ষ্য।

মুয়াজের হাদীসটি তিবরানী এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন :

سالت معاذ بن حبل : اتتسوك وانت صائم؟ قال نعم. قلت اى النهار اتسوك؟ قال : اى النهار شئت ان شئت غدوة وان شئت عشية

মুয়াজ বিন জাবালকে জিজ্ঞাস করলাম : আপনি কি রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, জিজ্ঞাস করলাম : দিনের কোন ভাগে? তিনি বললেন : সকাল বিকাল যে সময় ইচ্ছা করতে পারো।[১]

১৬। خمس يفطرن الصائم وينقض الوضوء الكذب والنميمة والغيبة والنظر الشهوة واليمين الكاذبة

পাঁচটি বস্তুতে রোযাদারের রোযা এবং ওজু ভংগ হয়ে যায়। মিথ্যা, চোগলখুরী, গীবত, কামুক দৃষ্টি এবং মিথ্যা কসম।

ইমান সূয়ূতি লায়ীতে বলেছেন : হাদীসটি জাল। হাদীসের সনদে সায়ীদ মিথ্যাবাদী উপরন্তু তিনজন মাজরূহ দোষে দোষী।

১৯। من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولاعزر- كان عليه ان يصوم ثلاثين يوما ومن افطر يومين كان عليه ستون ومن افطر ثلاثا كان عليه سبعون يوما-

যে ব্যক্তি রমজান মাসের রোযা কোনো ওজর ব্যতীত ভেংগে ফেলে তার ৩০টি রোযা রাখতে হবে। দু'টি ভাংগলে ৬০ এবং তিনটি পরিত্যাগ করলে ৯০দিন রোযা থাকতে হবে।

দারা কুতনী আনাস থেকে হাদীসটি মারফু'রূপে বর্ণনা করে বলেছেন : এর কোনো অস্তিত্ব নেই। ওমর বিন আইউব মুসলী বলেছেন : এদ্বারা দলিল লওয়া যায় না। অন্য সনদ সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে। সে সনদে মিনদিল বিন আলী যঈফ। হাদীসটি ইবনে আসাকীরও রেওয়ায়েত করেছে।[২]

১. ইবনে আসাকেরের সমস্ত রেয়ায়েতের আবর্তন হলো আবদুল ওয়ারিশ আনসারীর ওপর। আর সে ছিল হাদীস অস্বীকারকারী। এ মন্তব্য করেছেন ইমাম বুখারী। ইবনে মুয়ীন বলেছেন : মজহুল বা অজ্ঞাত।

২. এ হাদীসটি ইবনে হাজরের স্মরণ করা ঠিক নয়। কেননা এটা বকর বিন খানিসের সূত্রে বর্ণিত। তিনি ছিলেন একজন নিছক আবেদ। হাদীস বর্ণনা শাস্ত্রে তার কোনো অবদান নেই।

২০। حديث : صم البيض : اول يوم : يعدل ثلاثة الاف سنة واليوم الثانى يعدل عشرة الاف سنة واليوم الثالت : يعدل عشرين الف سنة

বিজের রোযা রাখো। ১ম দিনের রোযা তিন হাজার বৎসর রোযার সমান। ২য় দিনের রোযা ১০ হাজার বৎসর দিনের সমান এবং তৃতীয় দিনের রোযা ২০ হাজার বৎসর দিনের রোযার সওয়াব পাবে।

ইবনে শাহীন মুহাম্মদ বিন আলী ইবনে হোসাইন থেকে মারফুরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জাল। এর সনদে আছে মিথ্যাবাদী এবং জালকারী।

ইবনে সাবসরী আমালাতে আনাস থেকে অজ্ঞাত নামা সনদ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছে এভাবে-

فى اليوم عشر الاف واليوم الثانى مائة الف واليوم الثالت ثلاث مائة الف

অর্থাৎ ১ম দিনের রোযা দশ হাজার ২য় দিনের ১ লাখ ৩য় দিনের ৩ লাখ দিনের সমান।

২১। من صام اخريوم من ذى الحجة واول يوم من المحرم فقد ختم السنة الماضية وافتح السنة المتقبلة بصوم جعله الله كفرة خمسين سنة

যে ব্যক্তি জিলহজ্ব মাসের শেষ দিন এবং মহরম মাসের ১ম দিন রোযা রাখলো সে বিগত বৎসর শেষ করলো এবং নববর্ষ শুরু করলো রোযা সহকারে। আল্লাহ্ তায়ালা এ রোযা ৫০ বৎসরের কাফ্ফারা হিসেবে কবুল করবেন।

ইবনে মাযা ইবনে আব্বাস থেকে মারফুরূপে হাদীসটি নকল করেছেন। সনদে দু'জন মিথ্যাবাদী রাবী আছে।

২২। ان الله افترض على بنى اسرائيل صوم يوم فى السنة وهو يوم عاشورا وهو يوم العاشر من المحرم. فصوموه ووسعوا ه على اهليكم فانه اليوم الذى تاب الله فيه على ادم وهواليوم الذى رفع الله فيه ادريس مكانا عاليا ونجي فيه ابراهيم من النار وهو اليوم الذى اخرج نوحا من السفينة وانزل فيه التورة على موسى ...

আল্লাহ্ তায়ালা বনি ইসরাঈলের ওপর বৎসরে একদিন রোযা ফরজ করেছেন। সেদিনটি হলো মহরম মাসের১০ তারিখ যা আশুরা নামে খ্যাত। এদিনে তোমরা রোযা রাখো এবং তোমাদের পরিবার পরিজন পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটাও অর্থাৎ পরিবারের সকলেই এদিনে রোযা রাখো। কেননা, এদিনে আল্লাহ্ আদমের (আ) তাওবা কবুল করেছেন। এদিনে ইদরীসকে (আ) উচ্চস্থানে আরোহণ করায়েছেন, ইবরাহীমকে (আ) আগুন থেকে নাযাত দিয়েছেন। এদিনে মুসার (আ) ওপর তাওরাত নাযিল হয়। ইসমাঈল (আ) যবেহ হওয়ার জন্যে উৎসর্গকৃত হন, ইউসুফ (আ) জেল থেকে মুক্তি পান। এদিনে ইয়াকুব (আ) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। আইউব (আ) থেকে বালা-মুসিবত চলে যায়, আল্লাহ্ তায়ালা ইউনুসকে (আ) মৎস পেট থেকে উদ্ধার করেন। এদিনেই নীল দরিয়ার পানি দুদিকে সরে গিয়ে বনি ইসরাইলদের রাস্তা হয়ে যায়... দুনিয়া সৃষ্টির প্রথম দিন হলো আশুরার দিন। এদিনেই সর্বপ্রথম দুনিয়ার বুকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। যে ব্যক্তি এদিনে রোযা রাখবে সে যেনো সারা বৎসর রোযা রাখলো। এদিনের রোযা

নবীগণের রোযা... যে ব্যক্তি এ দিনের রাতে ৪ রাকায়াত নামায সূরায়ে এখলাসসহ পড়বে আল্লাহ্ তার বিগত ৫০ বৎসর এবং আগত ৫০ বৎসরের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার জন্যে জ্যোতির সহস্র মিম্বার তৈরী করা হবে। যে ব্যক্তি এ দিনে মিসকিনকে খাওয়াবে সে বিদ্যুতের ন্যায় পুলসিরাত অতিক্রম করবে আর যে এদিন গোসল করবে তাকে মৃত্যু রোগ ছাড়া অন্য কোনো রোগে আক্রমণ করবেনা। যে ব্যক্তি আশুরার দিন চোখে সুরমা লাগাবে তার চোখ সারা বৎসর সুস্থ্য থাকবে...

হাদীসটি ইবনে নাসের আবু হোরাইরা থেকে মারফু হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটিতে আল্লাহ্ তায়ালা ও রসুলের ওপর এমন মিথ্যারোপ করা হয়েছে যাতে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লা'নত।

'হাদীসটি বানোয়াট ও জাল হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।'

২৩। حديث : ان شهر رجب شهر عظيم. من صام منه يوما له صوم الف سنة

রজব মাস অবশ্যই মস্তবড় মাস। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি রোযা রাখলো তাকে সহস্র বৎসরের রোযার সওয়াব দেয়া হবে...

ইবনে শাহীন হাদীসটি মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ নয়। হারুন ইবনে আনতারা মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন।

২৪। حديث : من صام ثلاثة ايام من رجب كتب له صيام شهر ومن صام سبعة ايام من رجب اغلق الله عنه سبعة ايام من النار ومن صام ثمانيه ايام من رجب فتح الله ثما ثية ابواب من الجنة ومن صام نصف رجب

حاسبه الله حسابا يسيرا

যে ব্যক্তি রজবের মাসে ৩ দিন রোযা রাখবে সে একমাস রোযা রাখার সওয়াব পাবে। আর ৭ দিন রোযা রাখলে আল্লাহ্ তায়ালা দোযখের ৭টি দরজা বন্ধ করে দিবেন। ৮টি রোযা রাখলে আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্যে ৮টি বেহেশতের দরজা খুলে দিবেন। আর যে ব্যক্তি রজবের অর্ধ মাস রোযা রাখবে আল্লাহ্ তার হিসাব নিকাশ খুবই সহজ করে দিবেন।

ইমাম সূয়ূতী লায়ীতে বলেছেন : হাদীসটি সহীহ নয়। আবান রাবী মাত্রুক এবং ওমর বিন্ আজহার হাদীস জাল করতো। আবু শায়খ ইবনে ওলয়ান আবান থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে ওলয়ান একজন হাদীস জালকারী।

৫ম অধ্যায়

كتاب الحج

হজ

حديث : من ملك زادا وراحلة تبلغه الى ١١ بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا اونصرانيا.

যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার ব্যয় ও যানবাহনের মালীক হবে অর্থাৎ বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌছার সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পরও হজ্ব না করার দরুন ইহুদী অথবা নাসারা রূপে মৃত্যুবরণ করলে তাতে কিছুই যায় আসেনা।

ইমাম তিরমিযী আলী (রা) থেকে মারফু'রূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদী আবু হোরাইরার হাদীস এবং আবু ইউলা আবু উমামার হাদীস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তিরমিজির বর্ণিত সনদে হিলাল (আবদুল্লাহ মাওলা) বিন্ রাবিয়া বিন্ আমর এবং হারেস আল-আওয়ার আছে।

তিরমিযী বলেন : প্রথমটি অজ্ঞাত (মজহুল) দ্বিতীয়টি মিথ্যাবাদী।[১] ইবনে আদীর সনদে আছে আবদুর রহমান আল-কাতামী এবং আবুল মাহযাব। তারা উভয়ই মাতরূক। আবু ইউলার সনদে আছে আমনার ইবনে মাতার[২] এবং আল মুগীরা বিন আব্দুর রহমান। তারাও মাতরূক।

ইবনে জাওযী এই মতনকে (হাদীসের মূল বক্তব্য) জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে হাজর আসকালানী তালখীসে এ দ্বন্দ্বের নিরসন

---

১. ২য়টি মিথ্যাবাদী একথা তিরমিজির নয় বরং এটা ইবনে জাওযীর উক্তির অংশ বিশেষ। তার উক্তিটি হলো- "তিরমিজি বলেছেন হিলাল অজ্ঞাত এবং হারিস মিথ্যাবাদী।" ইবনে হাজর বলেছেন- হারিসের মিথ্যা হওয়া তার রায়ে, হাদীসে নয়। হারিসের হাদীস যয়ীফ।

২. মূল বইয়ে আছে- আম্মার বিন সায়ীদ।

করেছেন।[১]

কাযী আযুদ্দীন বিন জামায়াত বলেছেন : ইবনে জাওযী এ হাদীসটিকে মওযু বলে যে মন্তব্য করেছেন তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায়। হাদীসটি ইমাম তিরমিজি তার জামেয়াতে যখন বর্ণনা করেছেন তখন হাদীসটিকে কিভাবে জাল বলা যেতে পারে?

যারকানী বলেছেন : ইবনে জাওযী হাদীসটিকে মওজু' এর মধ্যে গণ্য করে ভুল করেছেন। কেননা রাবী অজ্ঞাত হওয়ায় হাদীস জাল হয়না।

২। حديث الحج جهاد كل ضعيف

প্রত্যেক দুর্বলের জন্যে হজ্ব হলো জিহাদ। সোগানীর মতে এটা জাল হাদীস।

حديث : من طاف بالبيت اسبوعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت

যে ব্যক্তি সপ্তাহে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে এবং মাকামে ইব্রাহিমে দু'রাকায়াত নামায পড়ত : জমজমের পানি পান করে তার যতো গুনাহ্ থাক তা মাফ করে দিবেন।

ইবনে তাহের হাদীসটিকে মওজু' এর মধ্যে গণ্য করেছেন। সাখাবী বলেন : ওয়াহেদী ও দায়লামী থেকে মাকাসেদে হাদীসটি বর্ণিত হলেও হাদীসটি সহীহ নয়। হাদীসটি কল্পনা প্রসূত। সহীহ হাদীসের সাথে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই।

৪। حديث : من طاف بالكعبة فى يوم مطير كان له بكل قطرة تصيبه حسنة ومحى عنه

---

১. মোটকথা হাদীসটির সমস্ত সনদই সন্দেহযুক্ত। তবে ওমর বিন খাত্তাবের (রা) উক্তি থেকে সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

بالاخرى سيئة وكذا....

যে ব্যক্তি বৃষ্টির দিনে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে প্রত্যেক ফোঁটার বিনিময়ে তার একটি নেকী লেখা হয় এবং অন্য একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।

এ ধরনের হাদীস সহীহ্ হওয়ার কোনো দলিল নেই।

৫। حديث : ان الله قدوعد هذا البيت ان يحجه في كل سنة ست مائة الف - فان نقصوا كملهم الله بالملائكة وان الكعبة تحشر كالعروس المز فوفة. فكل من حها يتعلق باستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيد خلون معها

প্রতি বৎসর ৬ লাখ লোক হজ্ব করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই ঘরের সাথে ওয়াদা করেছেন। কম হলে আল্লাহ্ ফিরিশতা দ্বারা তা পূর্ণ করেন। হাশরের মাঠে কাবা ঘরকে বরের ন্যায় সজ্জিত করে উঠনো হবে। প্রত্যেক হাজী যারা এই ঘরের গিলাফের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা সকলেই এর চতুর্দিকে সায়ী করতে থাকবে। ঘরখানি বেহেশ্তে প্রবেশ করবে সাথে থাকবে তার হাজীগণ।

মুখতাসেরে আছে- হাদীসটির কোনো উৎস নেই।

৬। حديث : ما قبل حج امرى الا رفع حصا ؟

(শয়তানকে) কংকর নিক্ষেপ ব্যতীত কারো হজ্ব কবুল হয় না। ইবনে তাহির এটাকে তাযকিরাতুল মওজুয়াতে উল্লেখ করেছেন।

• لما نادى ابراهيم بالحج لبى الخلق فمن لبي تلبية واحدة حج واحدة ومن لبي مرتين حج حجتين...

যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) হজ্বের জন্যে আহবান করলেন তখন সৃষ্টজীব তার আহবানে সাড়া দেয়। যে একবার সাড়া দিয়েছে সে একবার আর যে দু'বার সাড়া দিয়েছে সে দুবার হজ্ব করবে...

যাইল বলেছে- হাদীসটি মুহাম্মদ বিন আশয়াসের সংস্করণ থেকে গৃহীত যা সাধারণভাবে মুনকির হিসাবে পরিচিত।

৯। حديث : اذا خرج الحاج من بيته كان فى حرز الله. فان مات قبل ان يقضى نسكه غفرالله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر - وانفاقه الدرهم الواحد فى ذلك الوجه يعدل اربعين الف الف درهم فيما سواه

হাজী সাহেব তার ঘর থেকে বের হলেই সে আল্লাহ্‌র হেফাজতে চলে যায়। সে তার হজ্ব সম্পন্ন করার আগে মারা গেলে আল্লাহ্ তায়ালা তার আগে পরের সব গুনাহ্ মাফ করে দেন। এ রাস্তায় একটি দেরহাম ব্যয় করা ৪কোটি দিরহাম ব্যয় করার সমান।

ইবনে হযর আসকালানী বলেন, হাদীসটি বানোয়াট।

১০। حديث : لويعلم الناس ما للحجاج من الفضل عليهم لأتوهم حتى يغسلوا ارجلهم

হাজীদের ফজিলত সম্পর্কে যদি লোকেরা জানতো তাহলে তারা হাজীদের পা পর্যন্ত ধৌত করে দিত।

ইবনে তাহের তার প্রণীত মাওযু'য়াতের কিতাবে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন হাদীসটির অবস্থা স্পষ্ট নয়। তবে হাদীসটির সনদে ইসমাঈল বিন আইয়্যাশ একজন বেশী ভ্রান্তকারী লোক। যে তার কাছ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করে সে উল্লেখযোগ্য নয়। এমনকি

আমাদেরকে তার সনদের প্রতি নজর দিতে হয়।

১১। حديث : من مات فى هذا الوجه من حاج اومعتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له الجنة - ادخل

যে হজ্ব অথবা ওমরাহ আদায় করতে গিযে মারা যায়, তার কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না এবং হিসাব নিকাশ ও হবে না। তাকে বলা হবে বেহেশতে প্রবেশ কর!

খাতীব হযরত আয়েশা থেকে মারফু' হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। সুগানী বলেন, হাদীসটি জাল। হাদীসের সনদে আয়েজুল মাকতাব নামী রাবীর মধ্যে দুর্বলতা আছে। ইমাম সূয়ূতি লায়ীতে বলেছেন : আবু ইউলা, ওকাইলী এবং ইবনে আদী, আবু নায়ীম আল-হুলিয়াতে এবং বাইহাকী শুয়াবে উল্লেখিত আয়েজের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী ইবনে মুয়ীন থেকে বর্ণনা করে বলেছেন : আয়েজ বিন নূসাইরের বেলায় কোনো ক্ষতি নেই।[১] ইবনে আদী যাবেরের হাদীস থেকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে ইসহাক বিন বশর আল-কাহেলী আছে যাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। তবে হারিস তার মসনদে অন্যসূত্রে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।[২]

ইবনে মানদাহ আখবারে ইস্পাহানীতে ইবনে ওমরের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩]

১২। حديث : من شيع حا جا اربعين خطوة ثم عانقه وودعه لم يفتر قا حتى يغفر الله له

১. লোকটির নাম আয়েজ বিন নুসাইর এবং এটাই সঠিক। কয়েকটি কিতাবে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

২. এ সূত্রটিও জাল। এ সনদে আলী বিন কারীন মিথ্যাবাদী; খবীস ও হাদীস জাল করণে অভ্যস্থ।

৩. الصارم المنكى নামক গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা আছে।

যে ব্যক্তি একজন হাজী সাহেবকে ৪০ কদম পর্যন্ত আগাইয়া দিল তারপর তার সাথে মুয়ানাকা করে বিদায় দান করলো, উভয়ের পৃথক হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

হাদীসটির সনদে জালকারী রাবী আছে।

১৩। من توضأ فاحسن الوضو ومشى بين الصفا والمروة كتب الله له بكل قدم سبعين الف درجة

যে ব্যক্তি ভালো করে অজু করে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ে, আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতিটি কদমের বিনিময় ৭০ হাজার মর্যাদা দান করেন।

যাইল বলেছেন : হাদীসের সনদে মিথ্যাবাদী ও দু'জন মাজরূহ রাবী রয়েছে।

১৪। لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم فى جوف عبد ابدا وما طاف عبد بالبيت الا وكتب الله له بكل قدم مائة الف حسنة -

একজন বান্দার উদরে ঝমঝমের পানি ও জাহান্নামের অগ্নি কখনো একত্রিত হতে পারে না। কোনো বান্দা বাইতুল্লার তাওয়াফ করলে আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে এক লাখ সওয়াব দান করেন।

যাইলীর মতে হাদীসটির সনদে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে।

১৫। حديث : ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفى به شفاك الله وان شربته لشعبك اشبعك الله به ان شربته ليقطع ظماك

قطعه الله وهى هزمة جبريل وسقياك الله اسماعيل

আবে ঝমঝম যখন পানীয় হয় যদি তুমি পান কর তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে রোগ থেকে মুক্ত করবেন। যদি তুমি পান কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে পরিপূর্ণ তৃপ্ত করবেন। পান করলে আল্লাহ্ তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করে দিবেন। আবে ঝমঝম জিব্রাইলেন (আ) উদর (هزمة) এবং আল্লাহ্ ইসমাইলকে (আ)– এই পানি পান করায়েছেন।

হাদীসটি ইবনে মাযা যাবের থেকে যয়ীফ সনদসহ রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম সূয়ূতি বলেন : তবে হাদীসটি মারফু' ও মওকুফ হিসাবে ইবনে আব্বাস থেকে শাহেদ আছে এবং মুয়াবিয়া থেকে মওকুফ হিসেবে। ইমাম নব্বী এটাকে যয়ীফ বলেছেন। দিমইয়াতী এবং আল-মানজারী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সফীয়া ও ইবনে ওমরের হাদীস থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মুখতাসার এটাকে সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন।

বুখারীতে (সহীহ) আবু জর থেকে এভাবে বর্ণিত আছে–

انه طعام طعم وشفاء اسقم

অর্থাৎ জমজমের পানি ভোগের আহার এবং রোগীর শেফা[১]

এই হাদীসটির সনদে আবদুল্লাহ্ বিন আল-মুমিল যয়ীফ রাবী। ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদীসটি দারা কুতনী ও হাকিম গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যদি হাদীসটি আল জারুদী থেকে মুক্ত থাকে তবে সহীহ। সর্বাবস্থায় জারুদী ও রাযী থেকে এককভাবে বর্ণিত প্রতিটি কথাই দলিল হওয়ার অযোগ্য একথা বলেছেন খাতিব সাহেব।

---

১ সহীহ বুখারীর বাক্য এরূপ– انها مباركة انها طعام طعم

মুয়াবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীস- زمزم شفاوهى لما شرب له
ইবনে ওমর ইবনে আমর এবং সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের সনদ কল্পনাপ্রসূত- একথা মাকাসেদে আছে। অবশ্য এখানে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, আবে ঝমঝম রোগের শেফা, ক্ষুধার্তের খাদ্য যদি হয় তাহলে মক্কাবাসীগণ সব সময় খাদ্যের মুখাপেক্ষী ও নানা রোগে ভোগতনা। এ অবস্থা তো রাসূলের যুগে এবং পরবর্তী যুগেও দেখা যায়। জবাবে একথা বলা যায় যে, এগুলো হলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যা বিশেষ সময়ে বিশেষ লোকের বেলায় প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

হযরত আবু জরের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী তার ভাষায় বুখারীতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- كنت ههنا منذ ثلا ثين يوم وليلة.... ماكان لى طعام الا مأ زمزم فسمنت ختى تكسرت عكن بطنى وماا جد على كبدى سحفة جوع ....

অর্থাৎ আমি যমযমের কাছে ৩০ দিন ও রাত ছিলাম। ঝমঝমের পানি ছাড়া আমার আর কোন আহার ছিলনা। এ পানি খেয়ে আমি এতো মোটা হই যে আমার পেটের মেদ ভেংগে যায় এবং আমার ভুড়িতে ক্ষুধার তাড়না পাইনি।

ইমাম মুসলিম হাদাব বিন খালেদ থেকে উক্ত হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। তার গৃহীত সনদটি এরূপ-

ثنا سلمان من المغيرة اخبرنا حميدبن هلال عن عبدالله الصامت قال قال ابو ذر

আবু দাউদ তায়ালুসীর সনদটি এরূপ- حدثنا سليمان من المغيرة عن حميد بن هلال عن ابى ذر

وهى طعم وشفأ سقم তবে انـهامباركة مأزمز لما شرب له

১৬। شفها مكة حشر الجنـة

'মক্কার অজ্ঞ লোকগণ বেহেশ্তের ঝালড়'

ইমাম সাখাভী বলেন, আমাদের শাইখ ইবনে হজর হাদীসটির উপর নির্ভর করেনি।

১৭। حـديـث : مـن مـات فـى احـدالـحـرمـيـن اسـتـو جـب شـفـاعـتـى وجأ يـوم الـقـيـامـة من الا مـنـيـن

যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার কোনো এক জায়গায় মারা যাবে তার জন্যে আমার সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন শান্তিতে হাজির হবে।

ইবনে শাহীন সালমান ফারসী থেকে মারফু' হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছে। হাদীসটির সনদে আবদুল গফুর বিন সায়ীদুল ওয়াসেতী একজন হাদীস জালকারী। যাবেরের বর্ণিত সনদে মুসা ইবনে আব্দুর রহমান একজন হাদীস জালকারী।

ইমাম সুয়ূতি লায়ী'তে বলেছেন : ইবনে জাওযী এ হাদীসটিকে মওযু' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ হাদীসটি বাইহাকী শুয়াবের মধ্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর সনদ যয়ীফ হওয়াতে সংক্ষেপিত করেছেন। যাবেরের (রাঃ) হাদীসের সনদ সালমানের হাদীসের সনদের চেয়ে ভালো। যাকে আল্লাহ্ তায়ালা এ কাজের জন্যে গ্রহণ করেছেন। والـذى اسـتـيـخـرالـلـه فـيـه হাদীসের এই মতনের সৌন্দর্যের উপরই হুকুম নির্ভরশীল। কেননা, এর অনেক সাক্ষ্য আছে।

ইবনে ওমর ও আনাস থেকে জুনদী ফাযায়েলে মক্কার অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। বাইহাকী হাতেবের হাদীস থেকে এবং মুহাম্মদ বিন

কয়েস বিন মুখরামাহ থেকে জুনদী হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শাওকানী বলেন : ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে জাল বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা সনদে রয়েছে জালকারী রাবী। অন্যসূত্রে হাদীস বর্ণিত হওয়ায় তাতে এর ক্ষতি নেই। কেউ সাহাবীর সূত্র ধরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করলে তা অন্য সূত্রের মিথ্যা দোষারোপে খন্ডিত হয় না।

এ মতন রাসুলের একথা সঠিক বলে মানতে পারছিনা এবং হাসান একথাও স্বীকার করবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত সনদের এমন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে যদ্বারা দলিল মজবুত ও শক্তিশালী হয়। জাল হাদীদের সংখ্যা যতো বেশী হোক না কেন তা একটি অপরটির সাক্ষ্য হতে পারেনা। এবং এগুলোকে হাসান নাম ধারণ করারও অযোগ্য।

ইমাম সূয়ূতী লায়ীতে একথা স্বীকার করেছেন যে, এই মতনের সূত্র জালকারী অথবা মাতরূক রাবী থেকে মুক্ত নয়। হাদীস শাস্ত্রের অন্যান্য সমালোচনামূলক ও আলোচনামূলক গ্রন্থে এ হাদীসটিকে যয়ীফ, মাতরূক, মুনকার, মুজতারাব, মুবহাম ইত্যাকার কথা বলেছেন।

১৮। حديث : من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات

যে ব্যক্তি মদীনাকে 'ইয়াসরব' বলবে আল্লাহর কাছে তাকে তিনবার মাফ চাওয়া উচিত।

ইবনে জাওযী হাদীসটিকে মাওযু হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং হাদীসের সনদে ইয়াজিদ বিন আবু যিয়াদ মাতরুক বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমদ তার মসনদে এ সূত্রে হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইবনে হযর তাঁর কাওলি সাদীদে 'বলেছেন : ইবনে জাওযী এখানে ভুল করেছেন। কেননা, ইয়াযিদের হেফজকে যদিও কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন তাতে তার প্রত্যেক কথাই মওজু' হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়না। সহীহ বুখারীতেও

তার কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যেমন আবু হোরাইরা থেকে একটি হাদীস আছে এভাবে–

امرت بقرية تأكل القرى يقولون : يثرب وهى المدينة

আবদুর রাজ্জাক মুসান্নাফে ইবনে জারিজের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

حديث : عن يزيدبن ابى زياد عن عبدالرحمن بن أبى ليلى : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : من قال للمدينة يثرب فليقل : استغفر الله ثلاثا هى طيبة هى طيبة

ইমাম শাওকানী বলেন : এ হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, সনদে বর্ণিত ইয়াযিদ বিন আবু যিয়াদ আছে যার মধ্যে অতিরঞ্জিত বিরাজমান।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ এবং বুখারীর পরিশিষ্ঠিতে এর উদ্ধৃতি দেয়া আছে। সুনান চতুষ্ঠয়ের প্রণেতাগণও গ্রহণ করেছেন। মতনটি মন:পুত না হওয়ার কারণে সম্ভবত : জাল হওয়ার হুকুম প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম ইবনে হযর (রঃ) আবু হোরাইরার (রা) হাদীসে যা কিছুর উল্লেখ করেছেন তাতে দলিল পূরা হয়না।

১৯। حديث : من زار قبرى وجبت له شفا عتى

যে আমার কবর যিয়ারত করলো তার জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়।

মাকাসেদে আছে– ইবনে হোযাইমা হাদীসটি যয়ীফ হওয়ার প্রতি ইংগিত করেছেন।

বাইহাকী এভাবে বর্ণনা করেছেন : كمنْ زارنى فى حياتى

"সে যেন আমার জীবিতাবস্থায়ই যিয়ারত করলো" এ বর্ণনাও যয়ীফ। এ হাদীসের সবসূত্রই দুর্বল। তবে একটি অপরটিকে শক্তি যোগায়[১]।

আরো বর্ণিত আছে এভাবে- من زار قبرى كنت له شفيعا- من زارنى وزارابى ابراهيم فى عام واحد دخل الجنة

যে আমার কবর যিয়ারত করবে আমি তার জন্যে শাফায়াতকারী হয়ে যাবো। আর যে আমার ও ইব্রাহিমের একই বৎসরে যিয়ারত করবে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।

ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম নব্বী বলেছেন : হাদীসটি জাল। এর কোনো ভিত্তি নেই।

ইমাম সূয়ূতি যাইলে বলেছেন : এভাবেও বর্ণিত আছে-

من لم يزرنى فقد جفانى

"যে আমার যিয়ারত করলোনা সে আমাকে নিশ্চুপ করে দিল" সুগানী এটাকে মওযু বলেছেন।

এমনিভাবে আছে- من حج ولم يزرنى فقد جفانى

"যে হজ্ব করলো অথচ আমার যিয়ারত করলো না সে আমাকে খামুশ করে দিল।"

সুগানী, যারকাশী ও ইবনুল জাওযীর মতে এটাও মওযু হাদীস।

২০। قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من زارنى بعد موتى فكانما زارنى فى حياتى ومن مات باحدالحرمين بعث من الامنين يوم القيامة -

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করবে সে যেন আমার জীবদ্দশায়ই যিয়ারত করলো। আর যে ব্যক্তি মক্কা কিংবা মদীনায় মৃত্যু বরণ করলো সে কিয়ামত দিবসে নিশ্চিন্তে উত্থিত হবে।

আর এক সূত্রে আছে ঃ

ومن زارنى محتسبا الى المدينة كان فى جوارى يوم القيامة

যে ব্যক্তি মদীনায় গিয়ে আমার যিয়ারত করবে সে কিয়ামত দিবসে আমার পাশে থাকবে। হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত গবেষকদের মতে এ ধরনের হাদীসের সনদে এমন সব রাবী আছে যারা মিথ্যা, জাল, বানোয়াট, মাতরুন, ইবহাম, ইজতারফ দোষে দোষী। অতএব হাদীসগুলো দলিল যোগ্য নয়। গবেষকদের মধ্যে আছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া, সুনানী, ঝরকাশী, ইবনুল জাওযী, ইমাম নব্বী প্রমুখ।

২১। من مات بين الحرمين حاجا اومعتمرا بعثه الله بلا حساب عليه ولا عذاب

যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার মাঝপথে হজ্ব কিংবা ওমরা করা অবস্থায় মারা যাবে হাশরের মাঠে তার কোনো হিসাব দিতে হবে না এবং তার কোনো আযাবও হবেনা।

হাদীসটি সহীহ নয়। সনদের আবদুল্লাহ্ বিন নাফে'কে ইমাম বুখারী ইবনে মুয়ান ও নাসায়ী যঈফ বলেছেন।

كتاب النكاح

বিবাহ-শাদী

১। حديث : لولا النساء لعبد الله حقا حقا ।

নারী জাতি না থাকলে আল্লাহর ইবাদত যথাযথভাবে হতো না।

ইবনে আদী ওমর (রা) থেকে মারফুরূপে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটির সনদে দু'জন মাতরূক ও একজন মুনকার রাবী রয়েছে। তিনি বলেছেন হাদীসটি মুনকার। এই সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটি আমার জানা নেই।

লায়ীতে আছে- হাদীসটির জন্য সাক্ষ্য আছে যা সাকাফী আল সাকফীয়াতে আনাসের হাদীস থেকে এভাবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ

لولاالمرة لدخل الرجل الجنة

নারী না থাকলে পুরুষগণ বেহেশ্‌তে অবশ্যই প্রবেশ করতো।

২। حديث : ان امراة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست اليه فكلمته فى حاجتها وقامت - فاراد رجل ان يقعد فى مكانها. فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم ان يقعد حتى يبرد مكانها -

একজন মেয়েলোক রসূল আলাইহিস্ সালামের কাছে এসে বসলেন এবং নিজের প্রয়োজনের কথা বলে উঠে দাঁড়ালেন। একজন পুরুষ লোক মেয়ে লোকটির জায়গায় বসার ইচ্ছা করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাকে ঐ স্থানটি ঠাণ্ডা না হওয়া অবধি বসতে নিষেধ করলেন।

দারা কুতনী ইবনে আব্বাস থেকে হাদীসটি মারফু হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটির সনদে আছে শুয়াইব বিন্ মুবাশির। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে একাকী। মিযান বলেছে, হাদীসটি হাসান।

৩। حديث : ركعتان من المتزوج افضل من سبعين ركعة من الاعزب

বিবাহিতের দু'রাকায়াত অবিবাহিতের ৭০ রাকায়াতের চেয়ে উত্তম।

ওকাইলী আনাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন এবং বলেছেন- মাজাশেয়ের হাদীস মুনকার, নিরাপদহীন।

তামমাম তার ফাওয়ায়েদে হযরত আনাসের (একই ভাবার্থের) হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ركعتان من المتا هل خير من اثنتين وثمانين ركعة من الاعزب

(এ হাদীসটির সনদে মাসউদ বিন আমর আছে। যাহাবী মিযানে বলেছেন : সে আমাদের জ্ঞাত নয়, তার হাদীস বাতিল। জিয়া অন্যসূত্রে হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন।)

ইবনে হাযর তার আতরফে হাদীসটির উল্লেখ করে বলেছেন : এই হাদীসটি মুনকার। এর উদ্ধৃতি দেয়া অর্থহীন। প্রথমে উল্লেখিত শব্দার্থে আবু হোরাইরা থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইবনে আদীর মতে হাদীসটি জাল। ইউসুফ বিন্ আল সফল এই হাদীসটির বিপদের কারণ।

৪। حديث : فراش الاعزب من النار

অবিবাহিতের বিছানা দোযখ সম।

ইবনে তাইমিয়ার মতে হাদীসটি বানোয়াট।

৫। حديث : خير امتي اولها المتزوجون واخرها العزاب - واني احللت لأمتي الترهب اذا مضت احدى وثمانون ومائة سنة

আমার উত্তম উম্মতের মধ্যে প্রথমে রয়েছে বিবাহিত এবং শেষভাবে রয়েছে অবিবাহিতগণ। আমার উম্মতের কেউ ১৮১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করলে তাকে অবিবাহিত জীবন যাপন করা আমি বৈধ করে দিয়েছি...

যাইল বলেছেন : হাদীসের সনদে আল বালাওয়া মিথ্যাবাদী।

৬। حديث : من تزوج امراة لعزها لم يزده الله الاذلة ومن تزوج امراة لمالها لم يزده الله الا فقرا - ومن تزوج امراءةلحسبها لم يزده الله تعالى الا دناة ومن تزوج امراة لم يزوجها الا لبغض بصره ويحفظ فرجه اويصل رحمه بارك الله له فيها

যে ব্যক্তি নারীর ইজ্জতের কারণে বিবাহ করে আল্লাহ তার বেইজ্জতি বাড়িয়ে দেন। আর যে স্ত্রীর সম্পদের লোভে বিবাহ করে আল্লাহ্ তায়ালা তার দারিদ্র্য বাড়িয়ে দেন। যে নারী কুলীন হওয়ার কারণে বিবাহ করে আল্লাহ্ তায়ালা তার অমার্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় চক্ষু সংযত রাখতে, লজ্জাস্থান হেফাজত করতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে বিবাহ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে এই বিবাহে বরকত দান করেন।

ইবনে হাব্বান হাদীসটি হযরত আনাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসের সনদে আবদুস সালাম বিন্ আবদুল কুদ্দুস মওযু হাদীস রেওয়ায়েত করে থাকে। ওমর বিন্ ওসমান মাতরুক রাবী।

ইবনে মাযা প্রথম হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। অবশ্য সহীহ বুখারীতে আছে–

تنكع المراءة لما لها وحسبها وجمالها

"নারীর অর্থ সম্পদ, কৌলিন্য ও সৌন্দর্য দেখে বিবাহ কর।"

৭। حديث : من لم تكن له حسنة فلينكح امرأة من جهينة

"যার চেহারা সুন্দর নয় তার জুহাইনাহ বংশের নারী বিবাহ করা উচিত।"
হাদীসটির সনদে যুবইয়ান ইবনে মুহাম্মদ যুব ইয়ান আছে। সে তার পিতা, দাদা থেকে আজব ধরনের বর্ণনা করে থাকে। মিযান হাদীসটিকে মিথ্যা বলেছে।

حديث : عليكم بالسرارى، فانهن مباركات الارحام

তোমাদের ক্রীতদাসী গ্রহণ করা উচিত। কেননা, তাদের গর্ভাশয় বরকতময়।

তিবরানী 'আওসাতে' আবু দারদা থেকে মারফুরূপে' রেওয়ায়েত করেছেন।

এমনিভাবে ওকাইলীও তবে তার রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত আছে لا نهن انجب اولادا কেননা, তারা সন্তান প্রসব করে। এ সনদের মুহাম্মদ বিন্ আলাসাহ্ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের উদ্ধৃতি দিয়ে মওযু হাদীস রেওয়ায়েত করতো। ওসমান বিন আতারের হাদীস দলিল নয় এবং ওমর বিন হাসীন রাবীর কোনো মূল্য নেই। অন্য সনদের হাফ্স ইবনে ওমর মাতরুক রাবী।

ইমাম সুয়ূতি লায়ীতে বলেছেন- প্রথম হাদীসটি হাকিম তার মুসতাদরাকে গ্রহণ করেছেন আর দ্বিতীয়টি প্রথমটির সাক্ষ্য এবং এর আরো সাক্ষ্য আছে।

ইবনে আবু ওমর তার মসনাদে এভাবে বলেছেন–

حد ثنا بشر - هوابن السرى - حد ثنا زبير ابن سعيدالهاشمى حدثنى ابن عم لى من بنى هاشم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم لسرارى فانهن مباركات الارحام

ইবনে হাযর 'মাতালেবে আলীয়ায়' বলেছেন, হাদীসটি মুরসাল। তার সনদে কোনো ত্রুটি নেই।

আবু দাউদ তাঁর মারাসেলে এ হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইবনে হযর আসকালানী (রঃ) এর সনদে কোনে ত্রুটি নেই বলে যে উক্তি করেছেন তা ঠিক নয়। কেননা সনদটি মজহুল যা হাদীসের জন্যে বিরাট ত্রুটি।[১]

হাকিম মওযু বর্ণনা করার অভ্যস্থ রাবীদের সূত্রে আবু দার্দার যে হাদীসটির উদ্বৃতি দিয়েছেন তা দলিল হতে পারে না। এ ধরনের হাদীস পরিত্যক্ত হিসেবেই গণ্য। আর অন্য সূত্রে বর্ণিত হলে তা চিন্তা করে দেখা দরকার। ইবনে জাওযী হাদীসটিকে মওযু হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন।

বিশ্বব্যাপী ক্রীতদাসত্বের প্রথা থাকলেও ইসলাম এ প্রথাকে মানবতার দৃষ্টিতে দেখে। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায় ক্রীতদাসকে মুক্তি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। কার্যক্ষেত্রে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার কথাও রয়েছে। এ প্রথার বিলুপ্তির জন্যেই এতদসংক্রান্ত কিছু হাদীস পাওয়া যায়।

৯। حديث : اذا تزوج احدكم المراءة فليسئل عن شعرها كماسئل عن وجهها - فان الشعر حدالجما لين

যখন তোমাদের কেউ কোনো মহিলাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা কর তখন তার কেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাস কর যেমন তার চেহারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে থাকো। কেননা, 'কেশ সৌন্দর্যের একটি অংগ বিশেষ।'

হাদীসটি দারা কুৎনী আবু হোরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন, সনদে আছে আল হাসান বিন আলী বিন্ যাকারিয়া আদুভী মুত্তাহিম (দোষী) রাবী। সনদের ইবনে আলামাহও জাল হাদীস বর্ণনা করতো।

১০। حديث : من تزوج امراءة فلايدخل عليها حتى يعطيها شيئا وان لم يجد الا احد نعليه

যে ব্যক্তি বিবাহ করবে সে স্ত্রীকে কিছু দান করা ব্যতীত সহবাস করবেনা। কিছু না পেলে অন্তত: একটি জুতা দিতে হবে।

ওকাইলী ইবনে আব্বান থেকে মারফু' হিসেবে রেওয়ায়েত করে বলেছেন, হাদীসটির মূল নেই। যাহবী বলেছেন : শোবা রাবী মিথ্যাবাদী। ওকাইলী বলেছেন : এভাবে হাদীসটির সনদ খ্যাত আছে–

عن شعبة عن عاصم بن عبدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابيه

বনী কুযারার একজন মহিলা দু'টি জুতার বিনিময়ে বিবাহ বসে, তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ

ارضيت من نفسك ومالك بنعلين

দু'খানা পাদুকার মালীকানায় তুমি নিজেই কি রাজী ছিলে?

১১। حديث : لاينكح النساء الاالاكفأ ولايزوجهن الاالاوليأ ولامهر دون عشرة دراهم

'কুফু' (সমতা) ছাড়া বিবাহ করোনা। অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ করোনা এবং ১০ দেরহামের কম মোহর হয়না।

ওকাইলী যাবের থেকে মারফু'রূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদে আছে মুবাশ্যির বিন ওবাইদ। আহমদ বলেছেন : সে মিথ্যাবাদী। হাদীস জালকারী।

দারা কুৎনী তার সুনানে হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন মুবাশ্যির মাতরুক রাবী। বাইহাকীও এই সূত্রে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন।

১২। حديث : ان النبى صلى الله عليه وسلم : تزوج امراءة من نسائه فنثروا على راسه تمر عجوة -

১৩। اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه الدف

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলে তাঁর মাথায় আজওয়া (এক প্রকার উন্নত মানের) খেজুর ছড়িয়ে দেয়া হয়।

খাতিব সাহেব হযরত আয়েশা (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটির সনদে সায়ীদ বিন সালাম মিথ্যাবাদী রাবী এবং হাদীসটি সম্পূর্ণ বানোয়াট।

১৪। حديث : ان رسول الله صلى الله عله وسلم : حضرائلاك رجل من الا نصار فنثرت الفاكهة والسكر على راسه فامرهم بالانهاب وقال انما نهيتكم عن نهية العاشاكر

বিবাহের ঘোষণা করে দাও এবং মসজিদে বিবাহ কাজ সম্পন্ন কর এবং দফ বাজিয়ে বিবাহের কথা জানিয়ে দাও।

তিরমিজি হাদীসটি রেওয়ায়েত করে হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। মাকাসেদে আছে- যয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটির অনুসরণ করা হয়। যেমন ইবনে মাযা ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে।

১৫। حديث : من ترك التزوج مخافة العيلة فليس منا

যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের ভয়ে বিবাহ করেনা সে আমার দলভূক্ত নয়।

মুখতাসার হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছে এবং এর সাক্ষী আছে।

১৬। حديث : نعم العون على الدين المراءة الصالحة

নেককার স্ত্রী দ্বীনের জন্যে কতইনা উত্তম সাহায্য।

মুখতাসার বলেন : এ ধরনের হাদীস পাওয়া যায় না।

১৭। حديث : حبب الى من دنياكم : النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة

দুনিয়াতে দু'টি জিনিস আমার প্রিয় : মেয়ে লোক ও খুশবু। নামায আমার নয়নের মণি।

ওকাইলী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। নাসায়ী ثلاث শব্দ ব্যতীত রেওয়ায়েত করেছেন। এহ্ইয়া ও কাশ্যাফেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। মাকাসেদে আছে 'সালাস' অতিরিক্ত শব্দটি এহ্ইয়া ও কাশ্যাফের কেবল দু'টি জায়গায় আছে।

ওকাইলী বলেছেন- হাদীস গ্রন্থে এর কিছু নেই। ইবনে হযর এবং

যরকাশীও এরূপ বলেছেন। কাশ্যাফের তাখরীজে এ সম্পর্কে এমন কথা বলা হয়েছে যার দলিল প্রয়োজন করেনা।

১৮। حديث : لاتسكنوهن فى الغرف ولا تعلموهن من الكتابة وعلموهن من المغزل وسورة النور

স্ত্রীদেরকে প্রকোষ্ট বসবাসের জন্যে দিও না এবং তাদেরকে লেখা শিখাইওনা। তাদেরকে সুতা কাটার চরকা ও সূরায়ে নূর শিক্ষা দাও।

খাতিব সাহেব হযরত আয়েশা (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদে মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম শামী হাদীস জাল করতো।

অনুরূপ ভাবার্থের আরো কয়েকটি হাদীস প্রচলিত আছে। সব কয়টি হাদীসের সনদ বিভিন্ন দোষে দোষী।

১৯। حديث : لا يصلح المكرو الخديعة الافى النكاح

একমাত্র বিবাহ ছাড়া অন্য কোথাও ধোকা ও প্রতারণা করা ঠিকনয়। আল আযদী আয়েশা (রা) থেকে মারফুরূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদে আছে আলী ইবনে ওরওয়াহ। ইবনে হাব্বান বলেছেন : সে হাদীস জাল করতো।

২০। حديث : اذاجامع احدكم زوجته اوجاريته فلا ينظر الى فرجها فان ذلك يورث العمى

তোমার স্ত্রী বা ক্রীতদাসীর সাথে সহবাস করার সময় তাদের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দিবেনা। কেননা এ অভ্যাস অন্ধত্ব নিয়ে আসে।

ইবনে আদী ইবনে আব্বাস থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত

করেছেন।

ইবনে হাব্বান হাদীসটিকে জাল বলেছেন। ইবনে আবু হাতেম আল ইলালে তার পিতা থেকে অনুরূপ কথা বলেছেন। ইবনে যাওজী হাদীসটিকে মওজু হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইবনে সালাহ বিরোধীতা করে এই সনদকে ভালো বলেছেন। বাইহাকী তার সুনানে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন।

মতবিরোধ করার কারণ ইবনে আদীর মতে হাদীসটির সনদ হলো

حدثنا قتيبة حدثنا هشام بن خالد. حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس

ইবনে হাব্বান বলেছেন : বাকীয়াহ মিথ্যাবাদীদের কাছ থেকে রেওয়ায়েত করতো এবং তাদলীস করতো। তার কতিপয় সংগী সাথী ছিল যারা তার হাদীস থেকে দুর্বলদের বাদ দিয়ে দেন।

ইবনে হযর বলেন : তবে ইবনুল কাত্তান 'আহকামুন নযর' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, বাকী ইবনে মাবলাদ রেওয়ায়েত করেছেন হিশাম বিন খালিদ থেকে। সে বাকীয়া থেকে এভাবে قال : حد ثنا ابن جريج রেওয়ায়েত করেছেন– বাকীয়া থেকে হাদীস বর্ণনা করার এই হলো ব্যাখ্যা।[১] হাদীস বর্ণনা করার এরূপ ব্যাখ্যা দিলে তবেই তা নির্ভরযোগ্য হতে পারে। এ পদ্ধতিতে সব সনদের রাবীগণই 'সেকা' হতে পারে। ইবনে সালাহ তাকে উত্তম বলেছেন।

আযদী আবু হোরাইরা থেকে রেওয়ায়েত করে অতিরিক্ত বলেছেন :

ولا يكثو الكلام فانه يورث الخرس

সহবাসের সময় অতিরিক্ত কথা বলতে নেই। কেননা তাতে বাকহীনতা

---

১. ইব্রাহিমকে 'সাদুক' বলাতে এখানে কোনো ফায়দা নেই। কেননা, সনদে তার শায়খ মুহাম্মদ বিন আঃ রহমান কোশাইরী 'হালেক'। আবু হাতেম বলেছেন– সে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস রেওয়ায়েত করতো।

উত্তরাধিকারীরূপে আক্রমণ করতে পারে। আযদী ইবরাহীম বিন্ ইউসুফ ফারইয়াবী কে 'সাকেত' বলেছেন।

লায়ীর প্রণেতা বলেছেন, হাদীসটি ইবনে মাযা রেওয়ায়েত করেছেন।

মিযানে আছে– আবু হাতেম প্রমুখ তাকে 'সাদুক' বলেছেন আর আযদী একাই 'সাকেত'[১] বলেছেন

২১। حديث : طاعة المرأة ندامة। ২১

লজ্জাশীলতা মেয়েদের আনুগত্যের পরিচয়।

ইবনে আদী যায়েদ বিন সাবেত থেকে মারফূ'রূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদের আম্বাসা ইবনে আবদুর রহমানের কোনো মূল্য নেই এবং ওসমান বিন আবদুর রহমান তারায়েফী দলিল হওয়ার যোগ্য নয়।

ওকাইলী হযরত আয়েশা (রা), তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন– طاعة النساء ندامة

এই সনদে আছে- মুহাম্মদ বিন সুলাইমান বিন আবু করিমাহ, ওকাইলী বলেছেন- হিশাম থেকে বাতিলসহ যেসব হাদীস বর্ণিত হয় সেগুলোর কোনো মূল্য নেই। এই হাদীসটি সে ধরনের হাদীস। আবু আলী হাদ্দাদ মো'যামে অন্যসূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে নাজ্জার ও তার ইতিহাসে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইবনে আসাকেরও তার ইতিহাসে যাবের থেকে এই হাদীসটির উল্লেখ করেছেন।

বাকার বিন আবদুল আযীয বিন আবু বাকারাহ তার পিতা থেকে সে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে– هلكت الرجال حين اطاعت النساء فان فى خلا فهن البركة

---

১. এই ব্যাখ্যা ভুল হওয়ার আশংকা, এতদসত্ত্বেও তার মধ্যে সমতা আছে।

পুরুষেরা নারীদের আনুগত্য করলে ধ্বংস আসে। নারীদের বিরোধিতায় বরকত আছে।

তিবরানী ও হাকিম হাদীসটির উল্লেখ করে এটাকে সহীহ্ বলেছেন।[১]

মাকাসেদে একটি হাদীস এভাবে আছে- شاورهن وخالفوهن 'মেয়েদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধীতা কর।' হাদীসটি মারফু হিসেবে দেখা যায়নি। তবে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

خالفوا النسأ فان فى خلافهن البركة স্ত্রী লোকদের বিরোধীতা কর। তাদের বিরোধীতায় বরকত রয়েছে। হযরত আনাস থেকে মারফুরূপে বর্ণিত আছে- لايفعلن احدكم امرا حتى يستشير فان لم يجد من يستشيره فليستشره امرأته ثم ليخالفها فان فى خلافهن البركة

পরামর্শ ব্যাতিরেকে তোমাদের কারো কোনো কাজ করা কখনো উচিত নয়। পরামর্শ করার কাউকে না পাওযা গেলে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে হবে। তারপর তার বিরোধীতা করতে হবে। কেননা,তাদের বিরোধিতায় রয়েছে বরকত।

এই হাদীসটির সনদের ঈসা (বিন ইব্রাহিম হাশেমী) খুবই দুর্বল রাবী যদিও এটা মুনকাতে।[২]

২২। حديث : ان الرجل ليجامع فيكتب له

---

১. হাদীসটি সঠিক নয়। বাকার যয়ীফ রাবী এবং তার পিতা নির্ভরযোগ্য নয়। আবু বকর থেকে সঠিক হাদীস হলো-- لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة নারীর নেতৃত্বে জাতির উন্নতি হতে পারে না।

২. খবরটি বাতিল হওয়ার মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই।

اجـر ولـدذكـر قـاتـل فـى سـبـيـل الـلـه فـقـتـل

পুরুষের সহবাস করা উচিত। কেননা তাতে তাকে ছেলে সন্তান প্রতিদান স্বরূপ লেখা হয় যে ছেলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবে।

মুখতাসার বলেছেন– এ ধরনের হাদীস পাওয়া যায় না।

২৩। حـديـث : لا تـنـكـحـوا الـقـرابـة - فـان الـولـد يـخـلـق ضـاريـا اى نـحـيـفـا

নিকটাত্মীয়কে বিবাহ করো না। কেননা তাতে সন্তান দুর্বল হয়। মুখতাসার হাদীসটিকে মারফু' নয় বলেছেন।

ফিকায় নিকটাত্মীয়কে বিবাহ করা বৈধ বলা হয়েছে।

২৪। حـديـث : لاتـتـزو جـوا الحـمـقـاء. فـان صـحـبـتـهـا بـلاء وفـى ولـد هـاضـيـاع

বোকা মেয়েদের বিবাহ করো না। কারণ তাদের সাথে সহবাস করা মুসিবত এবং তার সন্তানের মধ্যে রয়েছে ক্ষতি।

যাইল বলেছেন : হাদীসটিতে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে।

২৫। حـديـث : لا تـتـزو جـوا الـنـسـاء عـلـى قـرا بـاتـهـن فـانـه يـكـون مـن ذلـك الـعـظـيـقـه

নিকট আত্মীয়া মেয়েদেরকে বিবাহ করোনা। কেননা তাতে আত্মীয়তার বিচ্ছেদ ঘটে।

যাইল বলেছেন– হাদীসটির সনদে সোহেল আছে।[১] হাকিম তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।

---

১. সোহেল বিন আমনার আল-আতকী।

২৬। حديث : ان فى الجمعة ساعة لن يدعو الله فيها احدا الا استجيب له الا ان تكون امراة زوجها عليها غضبان

জুময়ার দিন এমন একটি সময় আছে যে সময়ে আল্লাহ্ তায়ালা যে কানো মুনাযাত কবুল করে থাকেন। তবে যে স্ত্রীর স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট তার দোয়া কবুল হয়না।

ইবনে আদী ইবনে ওমর থেকে মারফু হিসেবে রেওয়ায়েত করে বলেছেন সনদে ইসমাইল বিন ইহ্ইয়া থাকার দরুন হাদীসটি বাতিল।

২৭। حديث : اذا حملت المراءة فلها اجر الصائم المخبت المجاهد فى سبيل الله فاذا ضربها الخلق : فلا يدرى احد من الخلائق ما لها من الاجر فاذا ارضعت : كان لها بكل مضغة اورضعة اجر نفس تحبيها. فاذا فطمت ضرب الملك على منكبها. قال : استانفى العمل

স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করলে তার জন্যে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ এবং গোপনে রোজাদারের মতো সওয়াব রয়েছে। সে প্রসব বেদনায় আক্রান্ত হলে তাকে যে সওয়াব দেয়া হয় সে সম্পর্কে সৃষ্টজীবের কেউ অবহিত নয়। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর প্রতিটি মাংশ পিণ্ড কিংবা দুধের বিনিময়ে প্রতিটি জীবন্ত জীবের সমপরিমাণ সওয়াব হয়। সন্তানকে দুধ পান করার সময় ফিরিশতা তার কাঁধে আঘাত করে বলেন– কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে।

সম্ভবতঃ ইবনে জাওযী হাদীসটিকে মওজু হাদীসরূপে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হাব্বান বলেন, ওমর বিন সায়ীদ যে আনাস থেকে এই জাল হাদীসটি বর্ণনা করেছে তার উল্লেখ বিশিষ্ট লোকদের পরীক্ষা ক্ষেত্র ছাড়া কোনো কিতাবে করা ঠিক নয়।

লায়ীতে আছে– হাদীসটি হাসান বিন্ সুফিয়ান তার মসনাদে হিশাম বিন আমমনাবের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। হিশাম আমমনার বিন নসর থেকে তিনি ওমর বিন সায়ীদ থেকে বর্ণনা করেছেন। অন্য কিতাবে জালসূত্রে হাদীসটির উদ্ধৃতি দিলে তাতে কোনো ফায়দা নেই।

২৮। حديث : من صبر على سوء خلق امراة اعطاه الله من الاجر مثل ثواب آسية امراة فرعون

যে ব্যক্তি অসৎ চরিত্র স্ত্রীর আচরণের ওপর ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়ার মতো সওয়াব দান করবেন।

মুখতাসার বলেন হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই।

২৯। حديث : اذا استصعب على احد كم دابة اوساء خلق زوجته، او احد من اهل بيت فليؤذن فى اذنه

যখন কোনো জন্তু কিংবা কুচরিত্র স্ত্রী অথবা ঘরের কেউ অবাধ্য হয় তখন তার কানে আযান দেয়া উচিত।

মুখতাসার বলেছে, হাদীসটি যঈফ।

৩০। حديث : تعس عبد الزوجة

স্ত্রী উপাসক ব্যক্তির জন্য ধ্বংস।

মুখতাসারের মতে হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই।

৩১। حديث : الارملة الصالحة سميت في السماء شهيده

একজন পুণ্যবতী বিধবা আকাশে মহিলা শহীদ হিসেবে অভিহিত হোন।

যাইলের মতে হাদীসটির সনদ ত্রুটিপূর্ণ

৩২। حديث : اذا خرجت المرأة من بيت زوجها بغير اذنه لعنها كل شي طلعت عليها الشمس والقمر الا ان يرضى عنها زوجها

স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে গেলে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু স্বামী খুশী না হওয়া পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

যাইলে আছে– হাদীসটি আবু হোদবার নোসখায় আনাস থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণিত আছে।[১]

৩৩। حديث : المراة وزوجها اذا اختطما في البيت يكون الشيطان يصفق يقول : فرح الله من فرحني

---

১. আবু হুরাইরার নোসখায় হাদীসটির উল্লেখ আছে বলে যে কথা পাওয়া যায় তা ভুল।

২। حديث من كتب عنى علما او حديثا لم يزل يكتب له الاجر مابقى ذلك العلم اوالحديث-

যে আমার পক্ষ থেকে ইল্‌ম বা হাদীস লিখবে, এই ইল্‌ম বা হাদীস অবশিষ্ট থাকা অবধি তার প্রতিদান সদা সর্বদা লিখা হতে থাকবে।

হাকেম আবু বকর সিদ্দীকী (রা) থেকে মরফু রূপে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে আদী মারফু ও মুরসাল হিসেবে কাশেম বিন মুহাম্মদ থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

من كتب عنى علما فكتب معه صلاة على لم يزل فى أأجر ماقرى ذلك الكتاب اوعلم بذلك العلم-

এই হাদীসে ইলম লেখার সাথে নবীর ওপর দরুদ লেখার কথা অতিরিক্ত আছে। হাদীসটির সনদে আছে আবু দাউদ নাখয়ী মিথ্যুক রাবী। তিবরানী 'আওসাতে' আবু হোরাইরা থেকে অনুরূপভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। এই সনদের ইসহাক বিন ওহাব মিথ্যাবাদী রাবী।

ইমাম যাহবী হাদীসটিকে মওযু' বলেছেন।

৩। حديث : اذ اكان يوم القيامة ، وضعت منابر من ذهب عليها قباب من نغضة ، مفصعة بالدر والياقوت والمرد ، مكللة بالديباج والسندس والاستبرق ثم ينادى منادى الرحمن : اين من حمل الى امة محمد صلى الله عليه وسلم علما يحمله اليهم يريد به وجه الله ، اجلسوا عليها ، ثم ادخلوا

الـجـنـة -

কিয়ামতের পর বিচার দিবসে ঝামরুদ, ইয়াকুত ও মনিমুক্তা খচিত রৌপ্যের গম্বুজসহ স্বর্নের মিম্বার রাখা হবে, রেশমী, মোটা ও মিহিন কাপড় দ্বারা ডেকোরেট করা থাকবে। তারপর আল্লাহর একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন। উম্মতে মুহাম্মদীর যারা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন করেছে তারা কোথায়? তারা এই মিম্বারে উপবিষ্ট হও তারপর বেহেশতে প্রবেশ কর।

দারা কুৎনী মারফূ' রূপে ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন। সনদে আছে মিথ্যুক রাবী।

৪। حديث : لاتطرحوا الدر افواه الكلاب- يعنى العل-

মনিমুক্তা কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করোনা। অর্থাৎ ইল্‌ম (অপাত্রে দান না করা) অন্যভাবে আছে- لاتعلقوا الدر فى اعناق الخنزير-

শুয়রের গলায় মুক্তার মালা লটকাইওনা।

ইবনে হাব্বান বলেন, হাদীসের রাবী ইয়াহ্‌ইয়া বিন ওকবাহ্ জাল হাদীস বর্ণনা করে থাকে। দারা কুৎনীর মতে লোকটি নির্ভরযোগ্য নয়।

ইবনে মাযা অন্যসূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غيراهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤ لؤ والذهب-

প্রত্যেক মুসলমানের বিদ্যা অর্জন করা ফরজ। অপাত্রে শিক্ষা দান শূয়রের গলায় স্বর্ণ, মনি-মুক্তার মালা পরানোর মতো।

সকলেই হযরত আনাস থেকে মারফূ' হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সনদ সহীহ নয়। খাতীব কার থেকে প্রায় সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা

করেছেন। এভাবে- اطلبوا العلم لله ، تواضعوا ، ثم ضعوه في اهله فانه قال بعض الانبياء، لاتلقوا دركم في افواه الكلاب يعني المعلم -

মোট কথা এই হাদীসটি জাল নয়। যারা জাল বলতে চায় তারা ভুল করেছেন। কেননা সনদ দ্বারা জাল হওয়া প্রমাণিত হয় না।

৫। حديث : اربع لايشبعن من اربع : ارض من مطر، وانثى من ذكر وعين من نظر وعالم من علم -

চারটি বস্তু অপর চারটি বস্তু ছাড়া পরিতৃপ্ত হয় না। মাটি বৃষ্টি ছাড়া, নারী পুরুষ ব্যতীত, চোখ নজর ছাড়া আর আলেম ইল্‌ম ব্যতীত।

হাদীসটি জাল বলে কারো অভিমত।

৬। حديث : من تعلم العلم وهو شاب ، كان بمتزلة اسم في حجر-

যুব অবস্থায় ইলম শিক্ষা করা পাথরে খোঁদাই করার মতো চির অক্ষয়।

হাদীসটি সহীহ নয়।

৭। حديث : خير الناس المعلمون- كلما خلق الذكر جددوه ، اعطوهم ولاتستأجروهم فتخرجوهم ، فان المعلم اذا قال للصبى ، بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال الصبي بسم الله الرحمن كتب الله براة للصبى وبرأة لوالديه وبرأة لمعلمه من النار-

মানুষের মধ্যে উত্তম হলো শিক্ষকবৃন্দ। তাদের কথা আলোচনা হতেই শ্রদ্ধা

জাগে। তোমরা তাদেরকে দান কর- তাদের থেকে বিনিময় চেয়োনা। কেননা, তাতে তাদের ক্ষতি হতে পারে। উস্তাদ যখন ছেলেকে বলে : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং ছাত্রও বলে : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম তখন আল্লাহ্ তায়ালা সে ছেলে, তার বাবা-মা এবং তার উস্তাদকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষার কথা লিখে দেন।

হাদীসটি জাল।

৮। حديث : اللهم اغفر للمعلمين ، واطل اعمار هم ، وبارك لهم فى كسبهم -

আয় আল্লাহ্! উস্তাদদেরকে ক্ষমা কর, তাদের আয়ূ দীর্ঘ করে দাও এবং তাদের রুজীতে বরকত দাও।

জাল হাদীস। এরূপ দুআ করা জায়েজ। তবে এটা হাদীসের নির্দেশ নয়।

৯। حديث : شراركم معلموكم ، اقلهم رحمة على اليتيم واعظمهم على المسكين-

তোমাদের যাদের মধ্যে যাদের দয়া এতীমের ওপর কম আর মিসকীনের ওপর বেশী হবে তারা সর্বনিকৃষ্ট লোক।

হাদীসটি নির্লজ্জ মিথ্যা

১০। حديث : اللهم اغفر للمعلمين ، لا يذهب القران واعزالعلماء ، لايذهب الدين -

আয় আল্লাহ্! তুমি ওস্তাদেরকে মাফ কর; তাতে কুরআনের বিলুপ্তি ঘটবেনা এবং আলেমদের ইজ্জত বাড়িয়ে দাও তাতে দীনের প্রস্থান হবেনা।

জাল হাদীস।

১১। حديث : حضور مجالس العلم خير من حضور

الف جنازة يشيعها -

শিক্ষা শিবিরের উপস্থিতি সহস্র জানাযায় উপস্থিতির চেয়ে উত্তম।

হাদিসটি সাবৈব মিথ্যা

১২। حديث : من كتب بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعور الها التى فى الله ، كتب الله له الف حسنة، ومحا عنه الف سيئة ورفع له الف درجة -

যে লিখলো بسم الله الرحمن الرحيم এবং الله শব্দের মধ্যে যে (৯) হা বর্ণ আছে তারও কোনো হের-ফের করলোনা। আল্লাহ্ এ লেখার বিনিময়ে তাকে সহস্র নেকদান করবেন, সহস্র গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং সহস্র মর্যাদায় তাকে ভূষিত করবেন।

ইবনে হাব্বান বলেন, হাদীসটি নির্জলা মিথ্যা। হাদীসের সনদে আছে আল আব্বান বিন দাহাক বলখী : সে একজন দাজ্জাল। দীন নিয়ে খেল-তামাশা করার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। لعن الله على الكذبين

১৩। حديث : من رفع قرطاسا عن الارض فيه، بسم الله الرحمن الرحيم احلا لا لله ان يداس : كتب عند الله من المصد يقين وخفف عن والديه وان كانا مشركين

যে ব্যক্তি بسم الله الرحمن الرحيم লিখিত কোনো পরিত্যক্ত কাগজ আল্লাহ্র নামের অবমাননা ভয়ে সম্মান করত : মাটী থেকে উঠাবে, আল্লাহর কাছে সে সিদ্দীকদের একজন হিসেবে গণ্য হবে এবং তার বাপ-মা মুশরিক হলেও তাদের আযাব লাঘব করে দিবেন।

হাদীসটি ইবনে আদী হযরত আনাস থেকে মরফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সনদের রাবী কারো মতে মিথ্যুক। কারো মতে মাতরূক। অপর সূত্রে বর্ণিত হয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। –علامات الوضع عليها لائحة

জাল হওয়ার আলামত হাদীসটির গায়েই আছে।

তবে এধরনের বানী সম্বলিত কাগজের হেফাজত করা উচিত।

১৪। حديث : اذا كتبتم كتابا فجودوا– بسم الله الرحمن الرحيم تقضى لكم الحوائج –

তোমরা যখন কিছু লিখ তখন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখে সেটাকে উত্তম করে তোল : তাতে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়ে যাবে।

জাল হাদীস।

১৫। حديث : اجر المعلمين والمؤذنين والائمة حرام

উস্তাদ, ইমাম ও মুয়াজ্জিনের পারিশ্রমিক হারাম।

নির্লজ্জ মিথ্যা হাদীস।

১৬। حديث : ارحموا ثلاثة : عزير قوم ذل وغنى قوم افتقر وعالما يتلاعب به الصبيان–

তিন ব্যক্তির ওপর দয়া কর। জাতির প্রিয় ব্যক্তি (যখন) নিগৃহীত হলে জাতীয় ধনী ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে গেলে এবং যে আলেমের সাথে ছেলে ছোকরারা হাসি তামাশা, উপহাস করে।

ইবনে আদী ইবনে আব্বাস থেকে এবং খাতীব আনাস (রাঃ) থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে খাতীব সাহেব الصبيان এর পরিবর্তে جهال (জাহেল মূর্খ) বলেছেন।

দাইলামী হাদীসটিকে বানোয়াট হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সনদটি মিথ্যুক ও অজ্ঞাত রাবীতে ভরপুর।

১৭। حديث : لاتجلسوا مع كل عالم، الاعالما يدعوكم من خمس الى خمس : من الشك الى اليقين ومن العداوة الى النصيحة ومن الكبر الى التواضع ومن الرياء الى الاخلاص ومن الرغبة الى الزهد -

সকল আলেমের মজলিশে যেয়োনা। তবে যে আলেম ৫টি জিনিষ থেকে অপর ৫টি জিনিষের প্রতি ডাকে তার কাছে যাও। সান্দেহের পরিবর্তে নিঃসন্দেহের দিকে, শত্রুতা থেকে মিত্রতার দিকে, অহংকার থেকে নিরহংকারের দিকে, রিয়া থেকে নিষ্ঠার দিকে এবং আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণের দিকে।

হযরত যাবেরের সূত্রে আবু নায়ীমের বর্ণিত এই হাদিসটি মওযু' বা জাল। আবু নায়ীমের ভাষ্য -শফীক বিন ইব্রাহীম তার সাথীদেরকে উপরোক্ত কথায় নসিহত করেছেন। রাবীগণ এটাকে হাদীস বলে ধারনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতি হাদীসটির অপর একটি সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৮। حديث : من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فاخذ به ايمانا به ورجاء ثوابه اعطاه الله ذلك وان لم يكن كذلك -

আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ের ফজিলত সম্পর্কে জানার পর যদি কেউ বিশ্বাস ও সওয়াবের আশা করে সে বিষয়টি পালন করে তাহলে আল্লাহ্ তাকে সওয়াব দান করবেন যদিও বিষয়টি আদপে ফজিলতপূর্ণ নয়।

জাল হাদীস : হাসান বিন আরাফায়যে আবু মুহাম্মদ খাল্লাল 'ফজলে রযবে' খতীব ইবনে তুলুন 'আর বাঈনে' মরফু' হিসেবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা

করেছেন। ইবনে যাওযী এই সূত্রকে 'আলমওযুয়াতে' উল্লেখ করে বলেছেন, হাদীস সহীহ নয়। আবু রেজা একজন মিথ্যুক রাবী। হাফেজ সাগাভী 'মাকাসেদে' আবু রেজাকে অজ্ঞাত, অচেনা বলেছেন।

ঐতিহাসিক ইবনে তুলুন হাদীসটির সনদকে جيد ভালো বলেছেন। তবে বিশ্লেষণ করলে দাবীটি টিকেনা।[১]

ফাযায়েলে আমলের জন্যে যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করা যারা জায়েয মনে করেন, এই হাদীস এবং এরূপ সমার্থবোধক হাদীস যেনো তাদের জন্যে দলীল। অভিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে ইবন হাযম, ইবনূল আরাবী মালেকী প্রমুখের মতে হাদীসরূপে অকাট্টভাবে প্রমাণিত না হলে সেঅনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই। তবে যারা জায়েয মনে করেন তারাও কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন : (১) হাদীসটি যয়ীফ এই বিশ্বাস রাখতে হবে (২) এরূপ হাদীসের আমল সচারচর হতে পারবে না (৩) মানুষ যেনো তার আমল দেখে এটাকে সহীহ হাদীস বলে ভ্রম করতে না পারে (৪) বাড়াবাড়ি বা পালনের তাকাদা করা যাবেনা।

(৫) যঈফ হাদীস নির্দেশিত কাজটিকে সহীহ হাদীসের ওপর কোনো ক্রমেই প্রাধান্য দেয়া যেতে পারবেনা।

বস্তুতঃ এ শর্তাধীনে আমল করলে সহীহ ও যয়ীফ হাদীসের মধ্যে একটা সীমারেখা বজায় রাখা সম্ভব। অন্যথায় মিশ্রিত হয়ে অজ্ঞ ও অতি উৎসাহী লোকেরা যয়ীফের প্রতি বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারে। কেননা যয়ীফ বা মওজু হাদীসে শ্রম কম ফল বেশী।

من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذى يلفه اعطاه الله ما بابه وان كان الذى حدثه كاذبا-

---

১. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন-

ক. – سلسلة ، الاحاديث الموضوع والضعيفة – খ:১ পৃ: ৪০৩-৪০৮

খ. – الفوائر المجموعة للشوكانى পৃ : ২৭৯ - ২৮৩

এই হাদীসটি ও উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক একটি জাল হাদীস।

১৯। حديث : من علم عبدا آية من كتاب الله فهوله عبد -

যে কোনো বান্দাকে কুরআনের একটি আয়াত শিখায় সে তার গোলাম হয়ে যায়।

ইবনে তাইমিয়া এটাকে জাল বলেছেন।

২০। حديث : الانبياء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة -

নবীগণ দিশারী, ফকীহ্গণ নেতা। আর তাদের মজলিশগুলো হ্ল অতিরিক্ত (ফজিলত ময়)।

ছোগানীর মতে এটা জাল হাদীস।

২১। حديث : العلم علمان:علم الابدان وعلم الاديان-

'ইল্ম' দু' প্রকার : শারীরিক বিদ্যা ও শরয়ী বিদ্যা।

জাল বা মওযু' হাদীস।

২২। حديث : انه سال سائل النبى صلى الله عليه وسلم عن علم الباطن ما هو؟ فقال سألت جبرائل عنه، فقال : هوسر بينى وبين احبائ واوليای واصفيائ اودعه فى قلوبهم لا يطلع عليه احد ، لاملك مقرب ولانبى مرسل -

কোনো প্রশ্নকর্তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলমে বাতেন সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলো, ইহা কি? তিনি উত্তরে বললেন : আমি

জিব্রাইলকে (আঃ) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। জিব্রাইল (আঃ) বললেন : এই ইল্‌ম আমার এবং আমার বন্ধু-বান্ধব, ওলী কামেল, সূফী-দরবেশদের মধ্যকার এক গোপন রহস্য। তাদের অন্তকরনে এই ইলম এমন সযত্নে রাখা হয়েছে যে, কেউ এ সম্পর্কে অবহিত নয়, এমনকি মুকাররাব ফিরিশতা এবং প্রেরিত নবীও জানেন না।

'যাইল' হযরত হুজাইফা থেকে মরফু' হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে হযর আসকালানী এটাকে মিথ্যা ও জাল হাদীস বলেছেন।

২৩। حديث : من خرج فى طلب العلم حفته الملا ئكة باجنحتها ، وصلت عليه الطير فى السماء والحيدتان فى البحار ونزل فى السماء منازل سبعين من الشهداء-

যে ইলমের সন্ধানে বের হয় ফিরিশতাগণ তার ডানা দিয়ে তাকে ঢেকে দেন, শুন্যালোকে পক্ষীকূল এবং সমুদ্রে মৎস্যকুল তার কাছে পৌছে (প্রশংসা করে)। এবং আসমানে তাকে ৭০ জন শহীদের মর্যাদা দেয়া হয়।

হাদীসের সনদে আছে মিথ্যাবাদী রাবী।

২৪। حديث : من تعلم بابا من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله ، اعطاه الله لهم سبعين نبيا -

যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়ার অভিপ্রায়ে ইলমের একটি মাত্র অধ্যায় শিক্ষা করে আল্লাহ তাকে ৭০জন নবীর প্রতিদান দান করবেন।

হাদীসের রাবী মাতরুক।

২৫। حديث : ان اهل الجنة ليحتا جون الى العلماء فى الجنة

জান্নাতবাসীগণ জান্নাতেও আলেমদের মুখাপেক্ষী হবেন...।

'মিযানের' মতে হাদীসটি জাল।

২৬। حديث : طلب العلم ساعة خير من قيام ليلةوطلب العلم يوماخيرمن صيام ثلاثة اشهر-

এক ঘন্টা ইলম তলব করা একরাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর একদিন তো তিনমাস রোযা রাখার চেয়েও ভালো।

মিথ্যা রাবীর সনদপূর্ণ হাদীস।

২৭। حديث : اذا جلس المتعلم بين يدى المعلم: فتح الله عليه سبعين با بامن الرحمة ا الخ-

ছাত্র উস্তাদের কাছে বসতেই আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে ৭০টি রহমতের দরজা খুলে দেন।

মিথ্যা হাদীস।

২৮। حديث : ما استرذل الله عبدا الاحظر عليه العلم والادب-

আল্লাহ কোনো বান্দাকে হীন করতে ইচ্ছা করলে তার ইলম ও আদব তাকে রক্ষা করে।

মিযানের ভাষ্যানুযায়ী বাতিল হাদীস।

২৯। حديث : من زار العلماء فقد زارنى ومن صافح العلماء ، فكانما صافحنى ، ومن جالس العلماء فكانماجالسنى ومن جالسنى فى الدنيا اجلس الي يوم القيامة -

যে আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করল সে যেনো আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো। যে আলেমদের সাথে মুসাফাহ করল সে যেনো আমার সাথেই মুসাফাহা করলো। যে তাদের মজলিশে বসবে সে যেনো আমার মজলিশেই বসলো। আর যে দুনিয়ায় আমার মজলিশে বসলো তাকে কিয়ামত দিবসেও আমার কাছে বসানো হবে।

হাদীসটিতে আছে মিথ্যুক রাবী।

২৫। حديث : ماعبد الله بشئ افضل من فقه فى دين ولفقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد ولكل شىء عماد وعماد هذا الدين الفقه -

দীনের ফিকাহ শাস্ত্রের চেয়ে উত্তম আর কোনো বস্তু বান্দার জন্যে নেই। একজন ফকীহ শয়তানের জন্যে হাজার আবেদের চেয়ে অধিকতর কঠোর। প্রত্যেক জিনিসের খুঁটি থাকে। আর এই দীনের খুঁটি হলো- আল ফিকাহ।

'মুখতাসার' হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।

মাকাসেদে আছে- لفقيه واحداشد على الشيطان من الف عابد-

সব সনদই যয়ীফ। তবে একটি অপরটিকে শক্তি যোগায়।

২৬। حديث : حضور مجلس عالم افضل من صلاة الف عابد-

আলেমের দরবারে হাজির হওয়া হাজার আবেদের নামায অপেক্ষা উত্তম।

ইবনে জাওযী এটাকে জাল হাদীসরূপে উল্লেখ করেছেন।

২৭। حديث : من عمل بما علم ، ورثه الله علم مالم يعلم-

যে ইলম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এমন ইলমের ওয়ারিশ বানিয়ে দেন যা সে জানেনা।

আবু নায়ীমের উল্লেখ করায় হাদীসটি যয়ীফ হয়ে যায়।

২৮। حديث : ان العالم اذا اراد بعلمه وجه الله ، هابه كل شيء-

আলেম তার ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা ইচ্ছা করলে সব বস্তু তার অধীন করে দেন।

মু'দাল হাদীস।

আবু শায়খ রেওয়ায়েত করেছেন এভবে- من خاف الله ، خاف منه كل شيء ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شئ -

যে আল্লাহকে ভয় করে সব জিনিষ তাকে ভয় করে আর যে আল্লাহকে ভয় করেনা সে সব কিছুকে ভয় করে।

হাদীসটি মুনকার।

৩০। حديث : الشيخ فى قومه ، كالنبى فى امته-

কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের পীর বা শায়খ সে জাতির নবী সাদৃশ্য।

ইবনে হযরের মতে এটা নির্লজ্জ মিথ্যা হাদীস।

৩১। حديث : علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل-

আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাইলের নবীগণের মতো। ইবনে হযর ও ইমাম যারকাশীর মতে এ হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। অন্য একটি যয়ীফ সনদে আছে এভাবেই-

اقرب الناس من درجة النبوة : اهل العلم والجهاد ،

মানুষদের মধ্যে আলেম ও মুজাহিদের মর্যাদা নবুয়্যতি মার্যাদার সবচে' কাছে।

৩২। حـديـث : ان لـم يكـن الـعلمـاء، اولـيـاء فـليـس لـي ولـى-

আলেমগণ ওলীউল্লাহ না হলে আমার কোনো ওলী নেই।

এটা হাদীস বলে জানা নেই বলেছেন, মাকাসেদ।

৩৩। حـديـث : اذا مـات الـعـالـم تلـم فـى الاســلام تـلـمـة لايسد ها شـئ الـى يـوم الـقـيـامـة-

আলেমের মৃত্যুতে ইসলামে এমন ফাটলের সৃষ্টি হয় যা কিয়ামত পর্যন্ত রোধ করা সম্ভব নয়।

আলীর (রা) উক্তি বলে বর্ণিত আছে।

৩৪। حديث : كل عام ترذلون-

প্রতি বৎসরই তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকবে। কথাটি হাসান বসরীর। তবে বুখারীতে এর সমার্থবোধক রেওয়ায়েত আছে।

لا يـأتـى عـلـيـهـم زمـان الا والـذى بـعـده شـر مـنـه حـتـى تـلقـوا ربـكـم-

তোমরা তুলনামূলকভাবে খারাপ যুগ অতিবাহিত করবে এবং এ অবস্থায়ই তোমাদের মৃত্যু হবে। এটা ইবনে মসউদের কথা থেকে বর্ণিত।

৩৫। حديث : النـظـر الـى الـعـالـم عـبـادة-

আলেমের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও ইবাদত।

দাইলামী সনদছাড়া হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৬। حديث : مداد العلماء افضل من دم الشهداء-

আলেমদের (কলমের) কালি শহীদদের রক্তের চেয়ে উত্তম।

'মাকাসেদ' প্রনেতা এটাকে হাসান বসরীর বানী বলেছেন। ইবনে আবদুল বার দাদা থেকে সরাসরি রেওয়ায়েত করেছেন এভাবে-

يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء-

বিচারের দিন আলেমের কালি এবং শহীদের রক্ত ওযন দেয়া হবে।[১]

খাতিব ইবনে ওমর (রা) থেকে মরফু' হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন এভাবে-

وزن حبر العلماء ودم الشهداء فرجح عليهم-

'আলেমের কালি এবং শহীদের রক্ত ওজন দেয়া হবে। কালির ওজন রক্তের ওযনের চেয়ে বেশী হবে।'

আরো একটি রেওয়ায়েত আছে-

نقطة من دواة عالم احب الى الله من عرق مائة ثوب شهيد-

আলেমের দোয়াতের এক ফোটা কালি আল্লাহর কাছে শহীদের শত কাপড়ের রক্তের চেয়ে অধিকতর পসন্দনীয়।

হাদীসটি সর্বৈব মিথ্যা।

৩৭। حديث : اشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلم-

যে আলেমের ইলম দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বেশী উপকৃত করেননি সে

---

১. তবে সনদের কাযী মওসাল একজন মিথ্যাবাদী রাবী।

-سلسلة الاحاديث الموضوعه والضعيفه এর ১ম খণ্ডের ২২, ২৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

আলেম লোকদের মধ্যে কঠোরতর আযাব ভোগকারী হবে।

তিবরানী ও বাইহাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর মুখতাসার এটাকে বলেছেন যয়ীফ।

৩৮। حديث : من فتنة العالم ان يكون الكلام احب اليه من الاستماع -

কথা শুনাতে চাওয়া অধিকতর পসন্দনীয় হওয়া একজন আলেমের জন্য ফিতনা বিশেষ।

জাল হাদীস।

৩৯। حديث : هلاك امتى : عالم فاجر وعابد جاهل شرالشرار شرار العلماء وخير الخيار خيار العلماء

অসৎ আলেম এবং জাহেল আবেদ আমার উম্মতকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আলেমদের অন্যায় সবচে বড় অন্যায় আর আলেমদের কল্যাণ সবচে উত্তম কল্যাণ।

হাদীসে একথা পাওয়া যায়নি।

৪১। حديث : شرار العلماء الذين يأتون الامراء وخيار الامراء الذين يأتون العلماء -

যে সকল আলেম লোক আমীর–ওমরা লোকদের কাছে আসা-যাওয়া করে তারা নিকৃষ্ট আর যেসব আমীর ওমরা আলেমদের কাছে আসা-যাওয়া করে তারা সর্বোৎকৃষ্ট আমীর।

ইবনে মাযা প্রথমাংশ দুর্বল সনদসহ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে- العلماء امناء الرسل على عباد الله مالم يخالطوا السلطان- فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا

الرسل ماحذر وهم واعتزلوهم-

আলেমগণ আল্লাহর বান্দাদের উপর রসুলদের আমানতদার যতোক্ষণ না তারা রাজা বাদশাদের সাথে মিশে না যায়। এরূপে মিশে গেলে তারা প্রকৃতপক্ষে রসুলদের খেয়ানতকারী হবে। এমন আলেমদের থেকে দূরে থাকো এবং তাদেরকে এড়িয়ে চলো।

কারো মতে এটা জাল হাদীস। সনদ অজ্ঞাত, মাতরুক। এ ধরনের প্রায় কথাই হাদীসের বানী হিসেবে সহীহ্ নয়।

৪২। حديث : لاتجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض-

আলেমগণ একে অপরের সাক্ষ্য হওয়া জায়েয নয়। হাদীসটির সনদ ঠিক নয়। হাদীসের ভাষা অন্যভাবে বর্ণিত আছে। এর একটিও সহীহ্ নয়।

৪৪। حديث : ويكون فى اخرالزمان عباد جهال وعلماء فساق-

শেষ যমানায় জাহেল আবেদ এবং ফাসেক আলেমদের সংখ্যা বেশী হবে। হাকেম যয়ীফ সনদসহ রেওয়ায়েত করেছেন।

৪৫। حديث : يكون فى هذا الزمان علماء يرغبون الناس فى الاخرة ولا يرغبون ويزهدون الناس فى الدنيا ولا يزهدون وينسطون عند القبراء ، وينقبضون عند الفقراء وينهون عن غشيان الامراء ولا ينتهون اولئك الجبارون عند الرحمن -

আখেরী যামানায় এমন আলেম হবেন যারা লোকদেরকে আখেরাতের প্রতি

আকর্ষিত করবে কিন্তু নিজেরা থাকবে পরান্মুখ। লোকদেরকে পরহেজগারীর জন্যে বলবে কিন্তু তাদের মধ্যে সেটা থাকবে অনুপস্থিত। ধনীদের জন্যে তারা হবে দরাজদিল আর গরীবের জন্যে হবে রিক্তহস্ত। অপরকে আমীর অমাত্যদের কাছে আসতে বারন করবে ঠিকই কিন্তু নিজেরা তাথেকে বিরত থাকবে না। এসব আলেম আল্লাহর কাছে ধৃষ্ঠতা প্রদর্শণকারীরূপে চিহ্নিত হবে।

হাদীসটির সনদে নূহ ইবনে আবি মরিয়ম নামে একজন প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী রাবী আছে।

কথাগুলোতে হাদীসের না হলেও সমাজে এরূপ আলেমের অস্তিত্ব আছে।

৪৬। حديث : اشد الناس حسرة يوم القيامة : رجل امكن طلب العلم فى الندىا فلم يطلب ورجل علم علما فا نتفع به من سمعه منه دونه -

কিয়ামত দিবসে সে লোকটির সবচে' বেশী পরিতাপ হবে যার দুনিয়ায় ইলম তলব করা সম্ভবপর ছিল কিন্তু তলব করেনি এবং একজন লোক ইল্‌ম শিক্ষা করলো কিন্তু তার ইল্‌ম দ্বারা নিজে ছাড়া শ্রবণকারীর আর কেউ উপকৃত হয়নি।

ইবনে আসাকির এটাকে মুনকার বলেছেন।

৪৭। حديث : من نصح جاهلا عاداه -

অজ্ঞ লোককে নসিহত করলে তা ফিরে আসে।

তবে ইসলামে অজ্ঞতার কোন স্থান নেই। এটা কোনো সালাফী লোকের কথা।

৪৮। حديث : من عبد الله بجهل كان مايفسد اكثر مما يصلح -

অজ্ঞাতা সহ আল্লাহর ইবাদতে যে সংশোধন হয় তার চেয়ে বিপর্যয় বেশী

হয়ে থাকে।

হাদীস নয়। কোনো সালাফীর কথা।

৪৯। حديث : المتعبد بغير فقه كالحمار فى الطاحونه ماتخذ الله من ولى جاهل ولوا تخذه لعلمه -

ফিকাহের জ্ঞান ব্যতীত ইবাদতকারী আটার চাক্কি ঘোরানো গাধার মতোই। আল্লাহ্ তায়ালা জাহেল ওলীর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেন না যদিও সে তার ইলম অনুযায়ী তা গ্রহণ করে থাকে।

ইবনে হাযরের মতে এর কোনো প্রমাণ নেই।

৫০। حيث : من حفظ على امتى اربعين حديثا لقى الله يوم القيمة فقيها عالما-

আমার উম্মতের যে ব্যক্তি ৪০টি হাদীস মুখস্থ রাখবে সে হাশরের মাঠে একজন ফকীহ আলেম হিসেবে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে।

ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করে এটাকে জাল বলেছেন।

'যাইল' বলেছেন এটা ইসহাক মুখতীর বাতিল হাদীস।

'মাকাসেদ' রচয়িতা বলেছেন, অংশ বিশেষের এই সনদ। সনদটি বর্জন করার মতো ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়।

বাইহাকী বলেন, কথাগুলো হাদীস হিসেবে খুবই পরিচিত। অথচ এর কোনো সহীহ সনদ নেই।

৫১। حديث : اذا روى عن حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فاذا وافقه فاقبلوه وان خلفة فردوه -

হাদীসের কথা বর্ণিত হলে তা কুরআনের সাথে মুকাবিলা কর :

হাদীস কুরআনের মুতাবিক হলে গ্রহণ কর আর খেলাফ হলে বর্জন কর।

খাত্তাবী বলেছেন হাদীসটি যিন্দীকদের বানানো। তারা আরো হাদীস বললো : তাঁকে (নবী) কিতাব দেয়া হয়েছে এবং অনুরূপ কিতাব তার সাথেও আছে।

ছোগানী বলেছেন, ইহইয়া বিন মুয়ীন এধরনের রেওয়ায়েত আরো করেছেন। এই হাদীসটি স্বত:ই জাল। কেননা আল্লাহর বাণী–

وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فا نتهوا–

উপরোক্ত কথাটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কথাগুলো হাদীস না হলেও হাদীস পরীক্ষার জন্যে এটি একটি উসুল।

৫২। حديث : انه صلى الله عليه وسلم قال لكاتب بين يديه اضع القلم على اذنك فانه اذكر للمملى–

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখকের সামনে বলেছেন : তোমার কলম কানে রাখো। কেননা তাতে বিস্মৃত বস্তুর স্মরণ হয়।

ইবনে আসাকীর এবং দাইলামী হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীস সহীহ নয়।

৫৩। حديث : اذاكان يوم القيامة ، جاء اصحاب الحديث بايديهم المحابر– فيأمر الله جبريل ان يأتيهم فيسألهم وهواعلم بهم– فيقول من انتم ، فيقولون : نحن اصحاب الحديث ، فيقول الله تعالى : ادخلوا الجنة على ماكان منكم طالما كنتم تصلون على نبى فى الدنيا–

বিচার দিবসে হাদীস অনুসারীগণ কলম হাতে নিয়ে উত্থিত হবেন। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা জিব্রাইলকে (আ) তাদের কাছে এসে জিজ্ঞাস করতে

নির্দেশ দিবেন; অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। জিব্রাইল (আ) বলবেন : তোমরা কারা? তারা বলবেন, আমরা আসহাবে হাদীস। তখন আল্লাহ বলবেন : তোমরা দুনিয়ায় আমার নবীর ওপর যে কামনা নিয়ে দরূদ পড়েছো তজ্জন্য বেহেশতে প্রবেশ কর।

খাতীব এটাকে জাল বলেছেন। মিযানেরও একই কথা।

৫৪। حديث : يأتى على امتى زمان يحسد الفقهاء بعضهم بعضا ويغاير بعضهم على بعض كتفاير التيوس-

আমার উম্মতের জন্য এমন একটা সময় আসবে যে সময় ফকীহগণ একে অপরকে ঈর্ষা করবে এবং ভদ্রলোকদের মতোই একে অপরের বিপরীতে তৎপর থাকবে।

সনদটি বানোয়াট দোষমুক্ত।

৫৫। حديث : يقول الله عز وجل: يامعشر العلماء انى لم اضع علمى فيكم الا لمعر فتى بكم ، قوموا فانى قد غفرت لكم -

আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঃ হে আলেম সম্প্রদায়। আমি তোমাদের কাছে আমার ইল্‌ম আমার পরিচয় লাভ করার উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রেখেছি। তোমরা দাঁড়াও। তোমাদেরকে আমি অবশ্যই মাফ' করে দিয়েছি।

ইবনে আদী ওয়াসেলাহ বিন আসকায়া থেকে এবং আবু মুসা আশয়ারী অপর একটি সূত্রে সরাসরি রেওয়ায়েত করে বলেছেন, মুনকার সনদ। সনদে আছে তালহা বিন যায়েদ মাতরূক রাবী। সনদ বাতিল। তিবরাণী বর্ণনা করেছেন এভাবে–

انى لم اجعل علمى وحلمى فيكم الا وانا اريد ان

اغفرلكم على مكان فيكم ولا ابالى-

আমার ইলম্ ও হিলম (বুদ্ধিমত্তা) তোমাদের মধ্যে এ উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রেখেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে তৎপরতা বিরাজমান তজ্জন্য তোমাদের গুণাহ মাফ করে দেই এবং তাতে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করি।

ইমাম সূয়ূতি এই হাদীসের রাবীদের নির্ভরযোগ্য বলেছেন[১]।

হাদীসটির অপর একটি সূত্র রয়েছে[২]।

৫৬। حديث : ان العالم الرحيم يجئى يوم القيامة ، وان نوره قدا ضاء يمشى فيه بين المشرق والمغرب ، كما الكوكب الدرى

দয়াবান আলেমকে হাসরের মাঠে হাজির করা হবে। তার নূর এতোটা উজ্জ্বল হবে যে, প্রাচ্য-প্রতিচ্য আলোকিত হয়ে চলতে পারে। এই আলো উজ্জ্বল তারকার মতোই আলোঝলমল করবে।

আবু নায়ীম এবং খাতীব রেওয়ায়েত করেছেন। 'মিজান' বলেছে- এটা একটি বাতিল হাদীস।

৫৭। لأن يتملى جوف احدكم فيها؛ خير له من ان يتملى شعرا هجبت به

তোমাদের কারো উদর বমনে ভর্তি হওয়া অশ্লীল কবিতায় ভর্তি হওয়ার চেয়ে উত্তম।

ওকাইলী রেওয়ায়েত করেছেন হযরত যাবের থেকে। জাল হাদীস। সনদে আছে নদর বিন মুহাররাম। সে একজন অনির্ভরযোগ্য রাবী।

---

১. সনদের আল আলা বিন মুসলিমাহ্ যত্রতত্র হাদীস বর্ণনা করে বেড়াতো। সঠিক বেঠিক হওয়ার কোনো বালাই ছিল না তার। এরূপ রাবী কিভাবে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার?

২. অপর সূত্র সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত। উৎসাহী পাঠকগণ الفوائد المجموعه ইমাম শাওকানীর পৃঃ ২৯২-২৯৩ দেখতে পারেন।

৫৮। حديث : لأن يتملى جوف احدكم قيحا، خيرله من ان يتملى شعرا مهجيت له من ارادير لواالديه فليعط شعراء -

বাপের সাথে সদাচারণ করা যার ইচ্ছা কবিদেরকে তার দান করা উচিত। ইবনে হাব্বান এটাকে বাতিল বলেছেন।

৫৯। - حديث : اختلاف امتى رحمة -

আমার উম্মতের মতপার্থক্য রহমত স্বরূপ।

হাদীসরূপে এর কোনো ভিত্তি নেই। ইমাম সুবুকি থেকে মানাভী উল্লেখ করত: বলেছেন, মুহাদ্দিসগণের কাছে এর কোনো পরিচিতি নেই। সহীহ সনদ তো নেই। এমনকি যয়ীফ কিংবা মওযু' সনদও নেই[১]।

৬০। حديث : ان العالم والمتعلم اذا مرا بقرية فان الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية اربعين يوما -

আলেম ও শিক্ষার্থী আলেম কোনো গ্রামের উপর দিয়ে অতিক্রম করলে সে গ্রামের কবর আযাব আল্লাহ তায়ালা ৪০ দিন পর্যন্ত বন্ধ করে দেন।

এর কোনো ভিত্তি নেই। ইমাম সূয়ূতি শরহে আকায়েদে এই হাদীসটির তাখরীজ করেছেন এবং আল্লামা কারী তা স্বীকার করেছেন।

৬১। - حديث : انما بعثت معلما -

আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।

হাদীসটি যয়ীফ, তবে নবী আলাইহিস্ সালামের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হওয়া- কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পূর্ণ হাদীসটি এইরূপ ঃ

---

১. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন নাসিরুদ্দীন আলবানী রচিত سلسله الاحاديث الموضوعه والضعيفة - খ : ১ পৃ : ৭৬ - ৭৮

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربمجلسين فى مسجده فقال : كلاهما على خير- واحد هما افضل من صاحبه- اما هولاء فيدعون لله ويرغبون الله فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم واما هو لاء فيتعلون الفقه والقلم ويعلمون الجاهل فهم افضل وانما بعثت معلما-

হাদীসটির সনদে আবদুর রহমান বিন যিয়াদ এবং ইবনে রাফে দুজনই দুর্বল রাবী। হাফেজ ইবনে হযর –تقريب التهذيب গ্রন্থে এরূপই বলেছেন। ইবনে মাযার বর্ণিত সনদ আরো বেশী দুর্বল। আল ইরাকী ইহইয়াহের তাখরীজে এটাকে যয়ীফ বলেছেন[১]।

৬২। حديث : صنفان منْ امتى اذا صلحا صلح الناس الامراء والفقهاء، وفى رواية العلماء-

আমার উম্মত দু' প্রকার। এরা ভালো হবে তো সমস্ত লোকই ভালো হয়ে যাবে। তারা হলো, আমীর ওমরা এবং ফকীহগণ। অন্য বর্ণনায় আলেমগণ।

হাদীসটি নির্জলা মিথ্যা। হাদীসটি ফাওয়ার্দে, আল হুলিয়া' 'জামেউ' বয়ানুল ইল্‌ম গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সব সনদই মিথ্যা।

৬৩। حديث : قليل العمل ينفع مع العلم وكثير العمل لا ينفع مع الجهل -

ইলমসহ অল্প আমল উপকৃত আর জাহিলিয়াতসহ প্রচুর আমলও কাজের নয়। মওযু' হাদীস।

৬৪। حديث : العلم خزائن ، مفتاحها السوال ، فسْألوا

يرحمكم الله فانه يؤجر فيه اربعة : السائل والمعلم والمستمع والمجيب لهم-

ইলম হলো কোষাগার। এই কোষাগারের চাবি হলো প্রশ্ন করা। অতপর প্রশ্ন কর; তাতে আল্লাহ্ তোমাদের ওপর সদয় হবেন। একাজে ৪ জনকে প্রতিদান দেয়া হবে : প্রশ্নকর্তা, শিক্ষক, শ্রবনকারী ও জবাবদাতা।

বানোয়াট হাদীস। যাদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এরা সকলেই মিথ্যা বলার অভ্যাসে অভ্যস্থ।

৬৫। حديث: من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجره مائة شهيد-

আমার উম্মতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নতকে আঁকড়িয়ে থাকবে তার জন্যে রয়েছে শত শহীদের মর্যাদা।

হাদীসটি একেবারে দুর্বল।

ইবনে আদী الكامل। ইবনে বাশার الامالى। গ্রন্থে হাসান বিন কুতাইবার সূত্রে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে সনদ খুবই দুর্বল। দারা কুৎনী বলেছেন, এটা মাতরূক হাদীস। আবু হাতেমের মতে যয়ীফ এবং আল আযাদী বলেছেন واهى الحديث আর ওকাইলী বলেছেন كثير الوهم। খুববেশী সন্দেহ প্রবণ হাদীস। একথাটিই অন্যভাবে আছে-

المتمسك بسنتي عند فساد امتي له اجر شهيد-

এ হাদীসের সনদে যেসব রাবী আছে তাদের কেউ গরীব, কেউ অজ্ঞাত, সুতরাং এটা ও একটি যঈফ বা দুর্বল হাদীস।

তবে সর্বাবস্থায় কুরআন হাদীসের অনুবর্তন করলে প্রতিদানে অনেক মর্যাদা পাওয়ার কথা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য।

ফাযায়েলে কুরআন

১। حديث : انماستكون فتنة : فقيل: ما المخرج منها يارسول الله؟ قال كتاب الله فيه نباء من كان قبلكم-

শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে ফিৎনা দেখা দিবে। জিজ্ঞাসা করা হলো তাথেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি, ইয়া রসুলাল্লাহ? জবাবে তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাব যাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

ছোগানীর মতে এটা জাল হাদীস। কিন্তু কথা সত্য।

২। – حديث : من استشفى بغير القران فلا شفاه الله

কুরআন ছাড়া রোগমুক্তির কামনা করলেও আল্লাহ তাকে মুক্তি দিবেন না। জাল হাদীস।

৩। حديث : من قراء القران ثم رأى ان احدا اوتى افضل مما اوتى فقدا ستصغر ما عظم الله –

যে কুরআন পড়ার পর অন্য কাউকে তার কুরআন পড়ার চেয়ে উত্তম জিনিষ দান করা হয়েছে মনে করে, সে যেনো আল্লাহর মহান জিনিষকে ছোট করে ফেললো।
মুখতাসারের ভাষ্যানুযায়ী এটা যয়ীফ হাদীস।

৪। – حديث : من استغنى بآيات الله فلا اغناه الله

যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পেয়েও তুষ্ট নয় তাকে আল্লাহ তায়ালা আর তুষ্ট করবেন না।
মুখতাসারের ভাষ্য : এটা হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়নি। কথাটি এভাবেও বর্ণিত আছে- من اتاه الله القران – فظن ان احدا

اغنى منه فقد استهزاء بايات الله -

কুরআন (জ্ঞান) দান করার পর অন্য কাউকে তার চেয়ে ধনী মনে করলে আয়াতের সাথে উপহাস করারই নামান্তর হবে।

সবই যয়ীফ।

৫। حديث: ان فاتحة الكتاب واية الكرسى والايتين من ال عمران (اشهد الله انه لااله الا هو) وقل اللهم مالك الملك ، الخ-

সূরায়ে ফাতেহা, আয়তুল কুরসী, আল ইমরানের দু'টি আয়াত

يشهد الله انه لا اله الا هو

এবং قل اللهم مالك الملك ..... من تشاء بغير حساب

আরশের সাথে লটকানো আছে। আল্লাহ এবং এগুলোর মধ্যখানে কোন পর্দা নেই।...

দাইলামী হযরত আলী (রা) থেকে মরফু' হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসের সনদে আছে হারেস বিন ওমাইর। তবে মোহাম্মদ বিন যায়েদ, আবু যারয়াহ আবু হাতেম, ইবনে মুয়ীন, নাসায়ী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম বুখারী তার সহীহতে তাকে গ্রহণ করেছেন এবং আহলে সুন্নাতগণও তাকে দলীলরূপে ব্যবহার করেছেন। বিতর্কিত রাবী মুহাম্মদ বিন জানমুরও এই সনদে আছে। ইবনে হাযর ইংগীতে বলেছেন হাদীসটির মতন খুবই অপ্রচ্ছন্ন। ইবনে হাব্বান ও ইবনে জাওযী বলেছেন, এটা জাল। ইমাম শাওকানী বলেন একথা আমার কাছে বিচিত্র নয় যদিও এ দুজন মনিষীর কথার বিরোধীতা করেছেন দু'জন হাফেজ আল ইরাকী এবং ইবনে হযর।

৬। حديث : من قراء اية الكرسى فى دبر كل صلاة لم

يمنعه من دخول الجنة الا الموت ومن قراها حين يأخذ مضجعه ، آمنه الله على دارجاره ودويرات حوله –

যে প্রত্যেক নামাযের পর আয়তুল কুরসী পাঠ করে তার জন্যে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই বেহেশতে প্রবেশ করার বাধা নেই। শয্যা গ্রহণের সময় পড়লে আল্লাহ সে ঘরটি নিরাপদ রাখবেন এবং তার প্রতিবেশীর ঘর এবং খারাপ পরিবেশকেও।

হাকেম হযরত আলী (রা) থেকে মরফু' রূপে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটির সনদে আছে হাব্বাতুল ওরনী এবং নাহশল বিন সায়ীদ দু'জন মিথ্যুক রাবী। 'লায়ী' প্রনেতা সনদকে যয়ীফ বলেছেন।

দারা কুৎনী – من قراء ها حين ياخذ مضجعة

অংশটুকু ছাড়া বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাওযী এটাকে মওযু' হাদীসের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইবনে হযর মিশকাতের হাদীসের তাখরীজে এর পশ্চাৎপসরন করেছেন এবং ইবনে জাওযী এটাকে মওযু এর অন্তর্ভূক্ত করে অমনোযোগীতার পরিচয় দিয়েছেন বলে ইবনে হযর মন্তব্য করেছেন।

নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হাব্বান তাঁর সহীহে বর্ণনা করেছেন। ইবনে সুন্নী 'দিবা রাতের কাজের মধ্যে একথার উল্লেখ করেন। জিয়া المختارة গ্রন্থে এটাকে সহীহ বলেছেন[১]।

প্রায় সমার্থক বোধক এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীস আছে এবং তাতে আছে, আল্লাহ আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জন্যে একজন ফিরিশতা পাঠান।

---

১. এর ভিত্তি এরূপ

مدارالحديث على محربن حمير رواه عن محربن زياد الا لهافى عن ابى امامة وابن حمير موثق পৃঃ ২৯৯

فزعمه ان هذا الحديث على شرط البجارى غفله الفو ائدالمجموعة– পৃঃ ২৯৯

সে ঐ সময় থেকে পরবর্তী দিন পর্যন্ত তার জন্যে সওয়াব লিখতে এবং গুনাহ্ মুছতে থাকেন।

এর সনদও বাতিল। রাবী অজ্ঞাত।

৭। حديث : من سمع سوره يس- عدلت له عشرين دينارا فى سبيل الله ومن قرأها عدلت عشرين حجة ومن كتبها وشربها ادخلت جوفه الف يقين والف نور والف بركة والف رحمة والف رزق ونزعت منه كل غل

যে সূরায়ে 'ইয়াসিন' শ্রবণ করবে তার জন্যে রয়েছে বিশ দিনার আল্লার রাস্তায় দান করার সওয়াব। যে তিলাওয়াত করবে যে পাবে ২০টি হজ্ব করার পরিমাণ সওয়াব। আর যে লিখে পান করবে তার উদর পূর্তি হবে সহস্র 'ইয়াকীন' (বিশ্বাস), সহস্র নূর, সহস্র বরকত, সহস্র রহমত, সহস্র রিয্‌ক এবং সব ঈর্ষা দূর করে দেয়া হবে।

৮। حديث : سورة يس فى التورة المعمة- قيل يا رسول الله : وما المعمة قال : نعم صاحبها بخير الدنيا والاخرة ، تكايد عنه بلوى الدنيا وتدفع اصاويل الاخرة الخ-

সূরায়ে 'ইয়াছিন' তাওরাত কিতাবে المعمة নামে অভিহিত। রসুলকে জিজ্ঞাস করা।

হাদীসটি জাল। খাতীব হযরত আলী (রা) থেকে হাদীসটি মারফু' হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে আদী বলেছেন, আহমদ বিন হারুন একজন হাদীস জালকারী এ হাদীসের সনদে আছে।

হলো, 'মুয়াম্মাহ্' কি? তিনি জবাবে বললেন : সূরা পাঠ কারীর জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ব্যাপক হওয়া, দুনিয়ার মুসিবত দূর করে দেয়া এবং আখেরাতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা..।

জাল হাদীস। মুহাম্মদ ইবনে আরদ বিন আমের সমর কন্দী জালকরনের দোষে অভিযুক্ত।

ওকাইলী হযরত আবু বকর (রা) থেকে মারফুরূপে রেওয়ায়েত করেছেন। এই রেওয়ায়েতের সনদে মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আবু বকর জুদয়ানী একজন মাতরূক রাবী।

বাইহাকীর বর্ণিত সনদেও রয়েছে অজ্ঞাত ও যয়ীফ রাবী।

৯। – حديث : من قراء معمة يس ابتغاء وجه الله غفرله

যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় সূরায়ে 'ইয়াসিন' তিলাওয়াত করে আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করে দেন।

বাইহাকী হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে মারফুরূপে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সনদ সহীহ হওয়ার শর্তাধীনে আছে। সুতরাং হাদীসটি মওযু হাদীসের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

১০। حديث : لما انزل الله تعالى : (اقراء باسم ربك الذى خلق) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ؛ اكتبها يا معاذ فاخذ معاذ اللوح والقلم والنون وهى الدواة ؛ فكتبها – فلما بلغ ؛ (كلا لا تطع واسجد واقترب) سجد اللوح والقلم والنون – الخ

আল্লাহ্ তায়ালা যখন নাযিল করলেন ঃ

اقراء باسم ربك الذى خلق–

তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজকে (রা) বললেন :

মুয়াজ! এই সূরাটি লিখ। মুয়ায কাগজ কলম এবং দোয়াত লাইলেন। তরপর লিখতে শুরু করলেন। যখন শেষ আয়াত ঃ كلا لاتطع واسجد واقترب

পৌছলেন দোয়াত, কলম, কাগজ সিজদায় নত হয়ে গেল।

হাদীসটি জাল। ইসমাঈল বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আফুরা একজন অভিযুক্ত রাবী। খাতীব ইবনে মাকুলী, ইবনে হযর ইব্রাহীম (বিন মুহাম্মদ) খাওয়াসকে দোষী বলেছেন।

১১। حديث : من قراء سورة الدخن فى ليلة غفرله ما تقدم من ذنبه -

যে সূরায়ে দুখান রাতে তেলাওয়াত করবে তার আগামীতে উপার্জনক্ষম গুনাহ মাফকরে দিবেন !

হাদীসের সনদ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। তবে সূত্রগুলো সহীহ হওয়ার যোগ্য নয়। বরং বিভিন্ন দোষে অভিযুক্ত।

অনুরূপ একটি হাদীস আছে এভাবে-

من قراء حم الدخان هى ليلة الجمعة غفرله - وفى رواية اصبح مغفورا -

জুময়ার রাতে সূরাটি পড়লে মাফ করে দেয়া হবে- অন্য রেওয়ায়েতে সে নিষ্পাপ হয়ে সকালে শয্যা ত্যাগ করবে।

এর সনদে রয়েছে তোয়াইফ আবু সুফিয়ান মাতরুক রাবী।

১২। حديث : لما نزلت سورة التين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بها فرحا شديدا حتى بان لنا شدة فرحة فسأله ابن عباس بعد ذلك تفسيرها

فقال: اما قوله- والتين : فبلادالشام واما الزيتون فبلاد فلسطين الخ -

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের ওপর সূরায়ে তিন নাযিল হলে তিনি খুবই খুশী হোন। এমনকি তার খুশীর আতিশয্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। তারপর ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীর জিজ্ঞাস করলেন। তিনি বললেন : তীন হলো সিরীয়া শহর যাইতুন হলো ফিলিস্তিনের শহরসমূহ।

হাদীসটি নির্জলা মিথ্যা।

১৩। حديث : من قراء قل هو الله احد على طهارة مائة مرة كطهرة للصلاة يبداء بفاتحة الكتاب ، كتب له بكل حرف عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وبنى له مائة قصر فى الجنة الخ-

যে ব্যক্তি নামযের ন্যায় অযুসহ সূরায়ে ফাতেহা দিয়ে আরম্ভ করে একশ' বার قل هو الله احد পড়বে আল্লাহ তাকে প্রতি অক্ষরে ১০টি নেকী দিবেন, ১০টি গুনাহ মাফ করে দিবেন, ১০টি মর্যাদা দান করবেন এবং বেহেশতে তার জন্যে একটি অট্টালিকা তৈরী করবেন।

মওযু' বা বানোয়াট হাদীস। ইবনে হাব্বানের মতে হাদীসটির সনদে খলীল বিন মুরাই দোষী রাবী। লায়ীতে আছে : বাইহাকী 'শুয়াবে' হাদীসটির উল্লেখ করে বলেছেন, খলীল একক রাবী সে যয়ীফ রাবীদের অন্যতম। ইবনে মাযা তার থেকে অন্য সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। যে সূত্রটিকে ইমাম বুখারী মুনকার হাদীস বলেছেন।

১৪। حديث : من قراء قل هو الله احد مائة مرة- كتب

الله له الفا وخمس مائة حسنة الا ان يكون عليه دين-

যে একশ' বার –قل هو الله احد– পড়বে তার জন্যে দেড় হাজার সওয়াব লেখা হবে; তবে ঋণের গুণাহ মাফ হবে না।

জাল হাদীস। হাদীসটির সনদে হাতিম বিন মাইমুন এমন একজন রাবী যার কথা কোনো অবস্থাতেই দলীল হতে পারে না।

ইমাম সূয়ূতি লায়ীতে বলেছেন : তিরমিজি এবং মুহাম্মদ বিন নছর এই সূত্রেই হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। অন্যভাবেও হাদীসটির উল্লেখ আছে। তবে যে তিনজন রাবীর সূত্রে কথাগুলো বিবৃত হয়েছে তাদের রেওয়ায়েত শাস্ত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

১৫। حديث : اذا قام احدكم فى الليل فليجهر بقرأته فانه يطرد بقراته مردة الشياطين وفساق الجن- وان الملائكة الذين فى الهواء وسكان الدار ليصلون بصلاته-

তোমাদের কেউ রাতে নফল নামায পড়লে কিরাত সশব্দে পড়া উচিত। কেননা, কিরাতের শব্দ শয়তানের ভ্রষ্টতা ও জীনদের নষ্টামী তাড়িয়ে দেয়। বাতাসে বিচরণকারী ফিরিশতাকুল এবং ঘরে বসবাসকারী সকলেই তার সাথে অবশ্যই নামায পড়ে থাকেন।

দীর্ঘ হাদীসটির উল্লেখ আছে ইমাম সূয়ুতি রচিত লায়ীতে'। হাদীসটিতে ক্রটি আছে অনেক। মতন বর্ণনার ধরনই হাদীসটি জাল হওয়ার অন্যতম আলমত। ওকাইলী বলেছেন, এটা বাতিল হাদীস যার কোনো ভিত্তি নেই। অধিকন্তু সনদে রয়েছে কুদাইমী নামীয় জালকারী রাবী। ইবনে জাওযী বলেছেন এ হাদীস আদৌ সহীহ নয়। কেননা এখানে রয়েছে দাউদ আবু বাহর কিরমানী। হাদীসটির অন্যান্য যেসব সূত্র আছে তার সবই জাল

হওয়ার ব্যাপারে প্রায় সফল হাদীস বিশারদ একমত।

১৬। حديث : من حفظ القران نظرا خفف عن ابويه العذاب وان كانا كافرين-

যে কুরআন হিফজ করবে বাপ-মায়ের আযাব লাঘব করার অভিপ্রায়ে (তাই হবে) যদিও তার বাপ-মা কাফের হয়।

হাদীসটি সকলের কাছেই নির্জলা মিথ্যা।

১৭। حديث : علمه الله القران- ثم شكا الفقر كتب الله عز وجل الفقر والفاقة بين عينيه الى يوم القيامة -

আল্লাহ্ তায়ালা কাউকে কুরআনের শিক্ষা দান করার পর সে দরিদ্র হওয়ার অভিযোগ করলে আল্লাহ্ তার ললাটে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত পরমুখাপেক্ষী হওয়া অবধারিত করে দেন।

ওকাইলী ইবনে আব্বাস থেকে মারফু হাদীসরূপে রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটি জাল। এর সনদে দাউদ বিন আল মহবর, সালাম এবং জুবাইর মাতরূক রাবীদের সমাগম দেখা যায়।

১৮। حديث : من تعلم القران وحفظه ادخله الجنة وشفعه فى عشرة من اهل بيته كلهم قداوجب النار-

যে কুরআন শিখলো এবং হিফজ করলো তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে এবং তার পরিবারবর্গের এমন দশজন লোককে শাফায়াত দান করবেন যাদের দোযখে যাওয়া ওয়াযিব হয়ে গিয়েছিল।

খাতীব সাহেব (র) বলেছেন, এই হাদীস রিজাল শাস্ত্রের মানদন্ডে উত্তীর্ণ নয় দ্রষ্টব্য[১]।

---

১. হাদীসের সনদে ইবনে লাইয়াছ تدليس রাবী হিসেবে সমধিক পরিচিত। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ২১৫ পৃঃ الفوائد المجموعة দেখুন।

১৯। حـديث : اذا ختم احدكم فليقل : اللهم انس وحشتى فى قبرى -

তোমাদের কেউ কুরআন খতম করার পর এই দোয়া পড়া উচিত : আল্লাহুম্মা আনীস...

হাদীসটির সনদে আছে জালকারী রাবী।

২০। حديث : اذا ختم القران العبد صلى عليه ستون الف ملك -

বান্দা কুরআন খতম করলে ৬০হাজার ফিরিশতা তার জন্যে রহমত কামনা করেন।

হাদীসটি মিথ্যা ও জাল।

২১। : حديث : فضل حملة القران على الذى لم يحمله كفضل الخالق على المخلوق -

কুরআন বহনকারী ও অবহনকারীর মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য এরূপ যেমন সৃষ্টজগতের উপর সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা প্রকট।

ইবনে হাযর বলেছেন হাদীসটি মিথ্যা।

২২। حديث : من قراء سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه فاقة ابدا ومن قراء فى كل ليلة لا اقسم بيوم القيامة لقى الله يوم القيامة ، ووجهه فى صورة القمر ليلة البدر -

যে সূরায়ে ওয়াকেয়াহ্ প্রতিরাতে তিলাওয়াত করবে দারিদ্র তাকে কভু স্পর্শ করবেনা। আর যে প্রতিরাতে لا اقسم بيوم القيامة সূরা পাঠ

করবে সে আল্লাহর সাথে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারাসহ সাক্ষাৎ করবে।

হাদীসটির সনদে আছে মিথ্যুক রাবী।

২৩। حديث : من قراء سورة الواقعة وتعلمها لم يكتب من الغافلين ولم يفتر هو واهل بيته- ومن والفجر وليال عشر فى ليال عشر غفرله - قراء ،

যে সূরায়ে ওয়াকেয়াহ পাঠ করবে এবং শিখবে সে অলসদের মধ্যে গণ্য হবেনা এবং সে ও তার পরিজনের লোকেরা দরিদ্র হবে না।

আর যে ব্যক্তি والفجر وليال عشر পড়বে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। হাদীসটি সনদে আবদুল কুদ্দুস বিন হাবীব একজন মাতরুক রাবী।

২৪। حديث : من قراء أية الكرسى ، وكتب بزعفران علي راحة كفة اليسرى بيده اليمنى سبع مرات ويلحسها بلسانه لم يئسى ابدا -

যে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে এবং যাফরান রংয়ের সাহায্যে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে সাতবার লিখে জিহবা দিয়ে চাটবে সে কখনো ভুলবেনা।

হাদীসটি সাবৈব মিথ্যা।

২৫। حديث : من قراء اية الكرسى على اثر وضوئه ، اعطاه الله ثواب اربعين عاما ورفع له اربعين درجة وزوجه اربعين حورا-

যে অযুসহ আয়াতুল কুরসী পড়বে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ৪০ বৎসরের

সওয়াব দান করবেন ৪০টি মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং ৪০ জন হুরের সাথে তার বিবাহ হবে।

হাদীসের সনদে মাকাতিল বিন সুলাইমান একজন মিথ্যাবাদী রাবী।

২৬। حديث : إني فرضت على امتى قراءة يس كل ليلة ، فمن دوام على قرائتها كل ليلة ثم مات ، مات شهيدا-

প্রতিরাতে সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করা আমার উম্মতের জন্য ফরজ করেছি। যে এই পঠন রীতি সব সময় প্রতিরাতে বজায় রাখে সে মারা গেলে শহীদ হিসেবে পরিগণিত হবে।

যাইলের মতে সনদটি দোষণীয়।

২৭। حديث : انه قال صلى الله عليه وسلم لمن شكا وجع ضرسه اقرأ عليه القران وكل عليه التمر-

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো দাঁত ব্যাথার অভিযোগ থাকলে তার উপর কুরআন পাঠ কর এবং খেজুরের উপর (ফুঁক) দিয়ে তা খাও।

ইবনে হযরের মতে এটা জাল হাদীস।

২৮। حديث : ان لكل شى قلبا وان قلب القران يس- من قرأها فكانما قراء القران عشر مرات-

প্রত্যেক বস্তুর জন্যে রয়েছে অন্তকরণ ; আর কুরআনের অন্তকরণ হলো সূরায়ে ইয়াসীন। যে এই সূরা পাঠ করলো সে যেনো (পুরা) কুরআন দশবার পাঠ করলো।

হাদীসটি মওজু বা জাল।

ইমাম তিরমিজি (৪/৪৬), দারমী (২/৪৫৬) হোসাইদ বিন আবদুর রহমান সূত্রে মারফু হিসেবে এই বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি বলেছেন ঃ

হাদীসটি হাসান গরীব- এই সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে এর পরিচয় আমাদের জানা নেই। রাবীদের মধ্যে হারুন আবু মুহাম্মদ অজ্ঞাত। 'আবু বকর সিদ্দীক' অধ্যায়ে যে বর্ণনা এসেছে তাও সহীহ্ নয়। সনদ দুর্বল। সনদে মাকাতিল বিন সুলাইমান জাল রাবীর উপস্থিতি হাদীসটিকে বানোয়াট করে তোলে[১]।

২৯। حـديث : انـه صلى الله عليــه وسـلم قــال لابـن مسعود : لماقـراء عليـه القران فبلغ الى قـولـه (لوانـزلنا هذا القـران على جـبل) ضـع يدك على راسـك فـانـهـا شـفاء من كل داء الاالسام : والسام : الموت -

হুজর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদকে বললেন ঃ

যখন তিনি তার কাছে কুরআন পাঠ করতে গিয়ে এই আয়াতে পৌছন (لوانـزلـنا هذا القـران على جـبل) (তিনি বললেন) তোমার হাত তোমার মাথায় রাখ; কেননা এই আয়াতাংশ মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ঔষধ বিশেষ।

যাহবী বলেছেন, এটা বাতিল হাদীস।

দাইলামী দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে-

ياعلى اذا صدع راسـك فـضـع يدك عليـه واقـراء اخرسـورة الحشر-

হে আলী! তোমার মাথা ব্যথা অনুভব করলে মাথায় হাত রেখে সূরায়ে

---

১. হাদীসটির যতোগুলো সূত্র যেসব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেকটি সূত্রেই রয়েছে বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি। বিস্তাতির জানার জন্যে দেখুন।]

سلسـة الاحاديث الموضوعة والضـعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الا لبانى- ১ম খন্ড পৃঃ ২০২-২০৪

হাশরের শেষাংশ পড়; সনদ দু'টির রাবীগণ অজ্ঞাত, অচেনা।

প্রত্যেক বস্তুর নসব থাকে। আমার নসব হলো সূরায়ে ইখলাস।

হাদীসটি নির্জলা মিথ্যা।

৩১। حديث : من قال : القران مخلوق فقد كفر-

যে কুরআনকে মাখলুক (সৃষ্ট) বললো সে কুফরী করলো।

হযরত যাবের (রা) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত। এই সনদের মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আমের সমরকন্দী একজন জালকারী রাবী।

ইবনে আদী আবু হোরাইরা থেকে মারফু রূপে রেওয়াইয়েত করেছেন এভাবে–

القران كلام لله ، لا خالق ولا مخلوق ، من قال غير ذلك فهو كافر-

কুরআন আল্লাহর কালাম। এটা খালেক মাখলুক কিছুইনা। যে একথা ছাড়া অন্য কিছু বলবে সে কাফের।

হাদীসটি মওযু বা জাল[1]।

৩২। حديث : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قوله تعالى : (لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار) لو ان الانس والجن والشياطين والملائكة منذ خلقوا الى يوم القيمة ، صفواصفا واحدا ما احاطوا بالله ابدا-

---

১. কুরআন 'মাখলুক' হওয়া সম্পর্কীয় যতোগুলো হাদীসের খোঁজ পাওয়া যায় তার সবগুলোই মিথ্যা। তৎকালীন সময়ে বিষয়টি বহুল আলোচিত হওয়ায় অতি উৎসাহী ব্যক্তিরা হাদীস বানাতে শুরু করে। বিস্তারিত দেখুন الفوائد المجموعه পৃঃ ৩১৩-৩১৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار সম্পর্কে বলেছেন ঃ জীন, ইনসান, শয়তান, ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত যতো সৃষ্টি করা হবে তারা সকলেই একই কাতারে সারিবদ্ধ হলেও আল্লাহকে কস্মিনকালেও ঘিরতে পারবেনা।

এটা জাল হাদীস। ইবনে আদী মারফু হিসেবে হাদীসটি আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। 'লায়ী' প্রণেতা বলেছেন ঃ ইবনে আবী হাতেম, আবুশ্ শায়খ, ইবনে মরদুবিয়া তাদের তাফসীরসমূহে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন।

N. B. আহমদ বিন হাম্বল (র) বলেছেন ঃ তিন ধরনের কিতাবের কোনো ভিত্তি নেই। মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কীয়), মালাহিম (কিচ্ছা-কাহিনী মূলক) ও তাফসীর।

খাতিব বলেছেন ঃ ইমাম আহমদের (র) একথা তিনটি বিশেষ অর্থের ইংগিতবহ। অর্থাৎ যুদ্ধের বর্ণনায় এবং কাহিনীর উপস্থাপনায় বর্ণনাকারীদের গাঁটছাড়া কথা-বার্তা, আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রবণতায় আহমদ (র) একথা বলেছেন। আর তাফসীর গ্রন্থ বলতে এখানে কালবী ও মাকাতিল বিন সুলইমানের দু'টি গ্রন্থের কথা বলা উদ্দেশ্য। এগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যা প্রায় সকল তাফসীরকারগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়েছে। এভাবে কিছুসংখ্যক সুফী, শিয়া, রাফেজী তারা নিজেদের সুবিধার্থে আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়। এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কেই ইমাম আহমদ (র) সাহেবের আপত্তি।

৩৩। حديث : من فسر القران برأيه فأصاب ، كتب عليه خطيئة لو قسمت بين العباد لو سعتهم وان اخطا ، فليتبواء مقعده فى النار-

যে নিজের রায় অনুযায়ী কুরআনের তাফসীর করে এবং তা সঠিক হলেও তার নামে এমন গুনাহ লেখা হয় যে, যদি সে গুনাহ সকল লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় তাহলেও সে গুনাহ ঐ অনুপাতে বেড়ে যাবে। আর

যদি ভুল হয় তাহলে তার বাসস্থান হবে দোযখের অতলতল।

'যাইল' প্রণেতা বলেছেন, হাদীসটির সনদে আবু আসমাহ্ হাদীস জাল করনে সমধিক প্রসিদ্ধ।

৩৪। حديث : ان المراد بقوله (يوم تبيض وجوه) هم اهل السنة وامراد بقوله (يوم تسود وجوه) هم اهل الاهواءوالبدع-

কুরআনের এই আয়াতের (يوم تبيض وجوه) উদ্দেশ্য হলো আহলে সুন্নাত এবং (يوم تسود وجوه) আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আহলে বিদয়াত ও শির্ক।

যাইলের মন্তব্য ঃ হাদীসটি মিথ্যা।

৩৫। حديث : ما من زرع على الارض ولا ثمر على الا شجار الا عليهما مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم - هذا رزق فلان من فلان -وذلك قوله تعالى (وما تسقط من ورقة) الاية -

এই ভূপৃষ্ঠের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই এবং গাছের এমন কোনো ফল নেই যার ওপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম– এই রিয্ক অমুকের পুত্র অমুকের জন্য লেখা না আছে। এটা কুরআনের এই আয়াতের وما تسقط من ورقة তাৎপর্য বৈকি!

'মিযান' রচয়িতা হাদীসটিকে বাতিল বলেছেন।

৩৬। حديث : تفسير حمعسق بأن الحاء : حرب على ومعاوية والميم : ولاية المروانية والعين : ولاية

العباسية والسين : ولاية السفيانية والقاف مدة المهدى -

এই মুকাত্তায়াত বর্ণমালার তাফসীর হলো حاء দ্বারা আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ميم হলো মারওয়ানের বেলায়েত عين হলো আব্বাসীয়দের বেলায়েত سين হলো সাফইয়ানীয়দের বেলায়েত এবং قاف দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাহদীর সময়কাল।

আবার কারো মতে عين দ্বারা আযাব سين দ্বারা সুন্নাত ও জামায়াত এবং قاف দ্বারা শেষ যামানার অপবাদকারী কাওম বা জাতি উদ্দেশ্য।

এ ধরনের ব্যাখ্যা মনগড়া, সর্বৈব মিথ্যা। মুকাত্তায়াত বর্ণমালার দ্বারা এ ধরনের যেসব ব্যাখ্যার অবতারণা করা হয়েছে তার সবই ধারণাপ্রসূত, কল্পনাবিলাসী। সহীহ সূত্রে এ ধরনের ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই।

৩৭। حديث : الدعاء سلاح المومنين - وعماد الدين ونور السموات والارض -

দোয়া করা মুমিনদের হাতিয়ার, দীনের খুঁটি, আকাশ পাতালের আলো।

মওযু' বা জাল হাদীস। সনদে রয়েছে মুহাম্মদ বিন হাসান বিন আবু ইয়াযিদ হামদানী নামীয় মিথ্যুক রাবী।

৩৮। حديث : ألا ادلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدرلكم ارزاقكم ؟ تدعون الله ليلكم ونهاركم ، فان الدعاء سلام المومن -

শত্রু থেকে রক্ষা পাওয়া এবং রিয্ক আবর্তিত হওয়া সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সতর্ক করবো? (তা হলো) দিবা-নিশি তোমাদের আল্লাহকে ডাকা। কেননা দোয়া করা মুমীনের হাতিয়ার।

হাদীসটি যয়ীফ। হাইসুমী مجمع الزوائد এ উল্লেখ করেছেন।

৩৯। حديث : ان الرزق لاتنقصه الحسنة وترك الدعاء المعصية ولاتزيده معصية–

গুনাহ্ করলে রিয্ক কমেনা, নেক কাজে তা বাড়েনা। তবে দোয়া করা পরিত্যাগ করা গুনাহের কাজ।

জাল হাদীস। সনদে উল্লেখিত ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া তাইমী মিথ্যুক রাবী।

৪০। حديث : من قراء قل هو الله احد فى مرضه الذى يموت فيه، لهم يفتن فى قبره وامن من ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة باكفها حتى تجزيه من الصراط الى الجنة –

যে অন্তিম শয্যায় قل هو الله احد পড়বে কবরে তার মুসিবত হবে না, কবরে কঠিন আযাব থেকে সে থাকবে নিরাপদ এবং কিয়ামত দিবসে ফিরিশতাগণ তাকে তাঁদের ডানা দিয়ে এমনভাবে বহন করবে যে পুলসিরাত থেকে একেবারে বেহেশতে পৌছে দিবে।

হাদীসটি বানানো। সনদের নসর লোকটি দোষী, মিথ্যাবাদী।

৪১। حديث : النظر فى المصحف عبادة– ونظر الولد الى الوالدين عبادة والنظر الى على بن ابى طالب عبادة –

কুরআনের দিকে চেয়ে থাকা ইবাদত, বাপ-মায়ের প্রতি সন্তানের দৃষ্টি দেয়া ইবাদত, হযরত আলীকে (রা) দেখাও ইবাদত।

হাদীসটি মিথ্যা। সনদে মুহাম্মদ বিন যাকারিয়া (গালাবী) নামীয় লোকটি হাদীস জালকরণে উস্তাদ।

ইবনে জাওযী অবশ্য হাদীসের শেষাংশকে জাল বলেছেন।

৪২। –حديث : يكون فى الزمان عباد جهال– وقراء فسقة

শেষ যামানায় জাহেল আবেদ এবং ফাসেক কারী বেশী হবে।

জাল হাদীস।

ادعية والاذكار

দোয়া ও যিক্‌রের ফযিলপ

১। حديث : اذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلا ثين والله اكبر ثلاثا وتلاثين ولااله الاالله عشرا– فانكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم –

নামাজ পড়ার পর তোমরা পাঠ কর سبحان الله ৩৩ বার الحمد لله ৩৩ বার الله اكبر ৩৩ বার এবং. لااله الا الله ১০ বার। তাহলে যারা তোমাদেরকে (নেক আমলের দিক থেকে) অতিক্রম করে গেছে তাদেরকে পেয়ে যাবে আর তোমাদের পরবর্তীদেরকে আতিক্রম করে যেতে পারবে।

হাদীসটি উপরোল্লেখিত ভাষায় যয়ীফ। নাসায়ী (১/১৯৯) এবং তিরমিজী (২/২৬৪-২৬৫) ইতাব বিন বশীর এবং ইকরামাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছে এভাবে–

جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله ان الا غنياء يصلون كما نصلى

ويصومون كما فصوم ولهم اموال يتصدقون وينفقون فقال النبى صلى الله عليه وسلم–

কিছু সংখ্যক দরিদ্র লোক রসুলের কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে আল্লার রসূল। ধনী লোকগণ আমাদের মতই নামায পড়ে, রোযা থাকে, (কিন্তু) তারা তাদের ধন দান-সদকাহ ও খরচ করেন (অধিক সওয়াব হাসিল করে)। তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

তিরমিজী বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান গরীব। হাদীসের সনদ যয়ীফ। সনদের 'খাছীফ' (ইবনে আবদুর রহমান আল জাযরী) নামীয় রাবী سيئ حفظ দোষে দোষী।

অধিকন্তু এই হাদীসের لااله الا الله عشرا অংশটুকু মুনকার। কেননা আবু হোরাইরা থেকে সহীহ বর্ণনায় আছে–

لا اله الا الله وحده لا شريك له مرة واحدة–

অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ .... একবার পড়তে হবে।

২। حديث : من صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفرالله له ذنوب ثما نين عاما فقيل له : وكيف الصلاة عليك يارسول الله ؟ قال : تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الامى ، وتعقد واحدا–

যে ব্যক্তি জুময়ার দিন ৮০ বার আমার উপর দরূদ পাঠ করবে তার ৮০ বৎসরের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। আপনার ওপর কিভাবে দরূদ পাঠ

করবো ইয়া রাসুলাল্লাহ্! তিনি বললেন, বলো ঃ اللهم صل على محمد عبدك-

হাদীসটি জাল। 'খাতীব' (১৩/৪৮৯) ওহাব বিন দাউদ বিন সুলাইমান জারীরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সূত্রটি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনে জাওযী এই হাদীসটিকে অমূলক হাদীসের অন্তর্গত করেছেন। অন্য কিতাবে তিনি এটাকে মওযু বলেছেন। কেননা, এর জাল হওয়ার আলামত স্পষ্টতঃ বুঝা যায়।

৩। حديث : من قال لا اله الا الله قبل كل شئ ولا اله الاالله بعد كل شئ ولا اله الا الله يبقى ويغنى كل شئ عوفى من الهم والحزن-

যে প্রত্যেক বস্তুর আগে এবং পরে لااله الا الله- পড়বে এবং স্থায়ী অস্থায়ী সব ধরনের বস্তুর জন্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়বে তাকে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা করবেন।

মওযু' বা জাল হাদীস। তিবরানী ইবনে বককার জবীর সনদে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই সনদটি বানোয়াট।

حديث : اد يبوا طعامكم بذكر الله والمصلاة ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم-

তোমরা আল্লার যিক্‌র ও দরুদের সাহায্যে তোমাদের খাদ্য সিক্ত করে নাও। খাদ্য সামনে করে ঘুমিও না। তাতে তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে যাবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

১। حديث : انا خاتم النبين، لا نبى بعدى الا ايشأ الله-

আমি নবীদের শেষ নবী। আমার পর আর কোনো নবী নেই। তবে যদি আল্লাহ্ চাহেন।

জুযকানী হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির প্রথমাংশ সহীহ, শেষাংশ জাল। কোনো যিন্দিকের বানানো হাদীস।

২। حديث : انه قيل للنبى صلى الله عليه وسلم : اين كنت وادم فى الجنة ، قال : فى صلبه واهبط الى الارض وانافى صلبه وركبت السفينة فى ابى نوح- وقذف بى فى النار فى صلب ابى ابراهيم؛ لم يتفق فى ابوان على سفاع قط -لم يزل ينقلنى من الا صلاب الطاهرة الى الارحام النقية مهذبا- لاتنشعب شعبتان الاكنت فى خيرهما- فاخذا الله لى بالنبوة وفى التوارة بشر بى وفى الانجيل : شهرا سمى تشرق الارض لوجهى- والسماء لرؤيتى- رقى بى فى سمائه وشق لى اسما من اسمائه- فذوالعرش محمود وانا احمد -

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, আদম (আ) বেহেশ্তে থাকাকালীন সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন ঃ তাঁর পেশানীতে। তাঁকে যমীনে ফেলে দিলে আমি পিতা নূহের কপালে

অবস্থান করে নৌকায় চড়েছি। পিতা ইব্রাহিমের কপালে থেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। এই দু'জন পিতা আমাকে নিয়ে খুন-খারাবী করতে ঐক্যবদ্ধ হয়নি কখনো। তারা সবসময় আমাকে প্রকাশ্য পেশানী থেকে পাক-পূত; বাচ্চাদানীতে মার্জিতভাবে স্থানান্তরিত করতে চেষ্টা করেন। আমার দ্বারা তাদের উভয়ের কল্যাণ ছাড়া দু'টি অংশে ভাগও করেনি। পরিশেষে আল্লাহ্তায়ালা আমাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাওরাত কিতাবে আমার সম্পর্কে শুভসংবাদ দেয়া হলো, ইন্জিলে আমার নাম ছড়িয়ে দেয়া হয়। আমার চেহারার জন্য যমীনকে আলোকিত করা হলো এবং আসমানকে করা হলো উজ্জ্বল আমার দেখার জন্যে। আসমানে আমাকে নিয়ে গৌরব করা হয়েছে। তাঁর নামসমূহের মধ্য থেকে একটি নাম আমার জন্যে পৃথক রাখা হয়েছে। আরশের মালিক হলেন মাহমুদ আর আমি হলাম আহমদ।

জাল হাদীস। কোনো কাহিনীকারের বানানো হাদীস।

৩। حديث : هبط جبريل على : فقال : ان الله يقرئك السلام ويقول: حرمت النار على صلب انزلك وبطن حملك وحجر كفلك واما الصلب : فعبدالله - واما البطن فآمنة بنت وهب والحجر فعبد الله يعنى عبد المطلب وفاطمة بنت اسد -

জিব্রাইলকে আমার কাছে পাঠানো হলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, আমি আপনার ঔরসজাত, আপনাকে বহনকারী এবং কোলে ধারণকারীর ওপর দোযখের আগুন হারাম করেছি। তবে ঔরসজাত হলো আবদুল্লাহ, উদরে বহনকারী হলেন আমেনা বিনতে ওহাব এবং কোলে ধারণকারী হলো আবদুল মুত্তালীব ও ফাতেমা বিনতে আসাদ।

হাদীসটি জাল। সনদটির রাবীগণ অজ্ঞাত ও অজানা।

৫। حديث : ذهبت لقبر امى فسالت الله ان يحيها فاحياها فامنت بى وردها الله تعالى-

আমি আমার মায়ের কবরে গিয়ে মাকে জীবিত করে দেয়ার জন্যে আল্লার কাছে মুনাজাত করি। আল্লাহ্ তাঁকে জীবিত করে দিলে তিনি আমার ওপর ঈমান আনেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ফিরায়ে নেন।

খাতীব হযরত আয়েশা (রা) থেকে মারফু হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে শাহীন তাঁর থেকে রেওয়াতে করেছেন। ইবনে নাসিরের মতে হাদীসটি জাল। সনদের মুহাম্মদ বিন যিয়াদ রাবী হিসেবে অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। আহমদ বিন ইয়াহ্ইয়াহ হাজরামী এবং মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়াহ যুহরী দু'জনই অজ্ঞাত রাবী।

ইমাম সূয়ূতি এ হাদীস সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন, হাদীসটি যয়ীফ, জাল নয়। অবশ্য একথাগুলো এভাবেও বর্ণিত আছে–

ان النبى صلى الله عليه سلم : سأل ربه ان يحيى ابويه- واحيا هما فامنا به ثم اماتهما-

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাপ-মাকে জীবিত করে দেখার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। তাদেরকে জীবিত করে দিলে তারা ঈমান আনেন। তারপর তাদেরকে আবার মৃত্যুদান করেন।

মোট কথা হাদীসটি সহীহ নয়। জাল হওয়ার সন্দেহ থাকলেও যয়ীফ হওয়ায় কোনোই সন্দেহ নেই।

৬। حديث : شفعت فى هولاء النفر : فى امى وعمى وابى طالب واخى من الرضاعه يعنى ابن السعدية –

আমি এসব লোকের জন্যে সুপারিশ করবো ঃ আমার মায়ের জন্যে, চাচা আবু তালেব এবং দুধ ভাই অর্থাৎ ইবনে সাদীয়ার জন্যে।

বাতিল হাদীস।

৭। حديث : انه هبط جبريل- فقال يامحمد ، ان الله يقراء عليك السلام ويقول : حبيبى - انى كسوت حسن يوسف من نورالكرسى وكسوت حسن وجهك من نور عرشى وما خلقت خلقا احسن منك يا محمد -

জিব্রাইল (আ) হুজুরের কাছে অবরতরণ করে বললেন ঃ হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে সালাম জানিয়ে বলছেন ঃ দোস্ত! আমি ইউসুফকে কুরসীর নূরের চেহারা দান করেছি; আর আপনার চেহারাকে উজ্জ্বল করেছি আমার আরশের নূরে। হে মুহাম্মাদ! তোমার চেহারার চেয়ে সুন্দর আর কোনো মানুষ তথা বস্তু সৃষ্টি করিনি।

হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন খাতীব। হাদীসটি জাল।

৮। حديث : انه صلى الله عليه السلام اعطى رجلا عرق ذراعيه وجعله قارورة حتى امتلأت ، فجعل يتطيب به، فيشم منه اهل المدينة ريحا طيبة وسموه بيت المطيبين-

হুজর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর কনুইয়ের ঘাম দিলেন। লোকটি সে ঘামটুকু পানপাত্রে রাখতেই তা ভরে গেলো এবং খুশবুতে বিমোহিত হয়ে উঠলো। তারপর মদিনাবাসীগন সে পাত্র থেকে সুগন্ধির অমৃত সুধা গ্রহণ করতে লাগলো। এই ঘরটি সুগন্ধির বসতবাটি রূপে আখ্যায়িত হলো।

মিথ্যা হাদীস।

৯। حـديث : مـن صلى عليك فـى اليـوم والليلة مـائة مـرة صليت عليـه الفى صلاة ويقضـى لـه الف حـاجـة، ايسرها ان يـعتقه مـن الـنـار-

যে আপনার উপর দিনে রাতে ১শ' বার দরূদ পড়বে আমি (আল্লাহ) তার ওপর ২ হাজার রহমত দান করবো, সহস্র প্রয়োজন পূরণ করবো, তন্মধ্যে সবচে' সহজ প্রয়োজন হলো দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেয়া।

খাতীব (রা) বলেছেন, হাদীসটি বাতিল। মিযান বলেছে- হাদীসটির মতন সনদ সবই জাল।

১০। حـديث : مـن صلى على عند قـبـرى سـمـعتـه ومـن صلى على نـائيـا وكل الله بهـا مـلكا يـبلغنـى وكـفـى أمـردنـياه واخـرتـه وكـنـت لـه شـهيدا اوشـفـيعا-

যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে এসে আমার ওপর দরূদ পাঠ করে আমি তা শুনি। আর দূর থেকে আমার ওপর দরূদ পড়লে তজ্জন্য একজন ফিরিশতা মোতায়েন করা হয়, সে আমার কাছে সেই দরূদ পৌঁছে দেয়। আমি যার জন্যে সাক্ষ্য কিংবা সুপারিশকারী হই তার ইহলোকে ও পরলোকে এটাই যথেষ্ঠ।

খাতীব আবু হোরাইরা থেকে মারফু' রূপে হাদীসটি বর্ণনা করছেন। ওকাইলী বলেছেন, এ হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। হাদীসটির সনদে রয়েছে মিথ্যাবাদী রাবী।

বায়হাকী অনেক সাক্ষীর সমন্বয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসটি মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন এভাবে-

ان لله مـلائكة سـيـاحـين فـى الارض يـبـلـغـونـى عـن امـتـى السلام-

আল্লাহর কতেক ফিরিশতা দুনিয়ায় বিচরণ করে বেড়ায়। তারা আমার কাছে আমার উম্মতের সালাম পৌঁছে দেন।

ইবনে আব্বাস থেকে অপর একটি মারফু হাদীস আছে–

ليس احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم يصلى عليه صلاة الاوهى تبلغه- يقول الملك : فلان يصلى عليك-

উম্মতে মুহাম্মাদীর যে কেউ নবীর ওপর দরূদ পাঠ করলে তা পৌঁছে দেয়া হয়। ফিরিশতা বলেছেন ঃ অমুক ব্যক্তি আপনার ওপর দরূদ পড়েছে।

আবু হোরাইরা থেকে আবু দাউদ ও বায়হাকী অপর একটি মারফূ' হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন এভাবে–

عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مامن احد يسلم على الارد الله الى روحي حتى ارد عليه السلام -

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেউ আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ তায়ালা সেই সালাম আমার রূহে পৌঁছে দেন। এমনকি আমি সালামকারীর জবাব দিয়ে থাকি।

ইমাম সূয়ূতি লায়ীতে এই হাদীসটির অনেক সাক্ষের কথা বলেছেন। তবে সালাম ও দরূদ পৌঁছে দেয়ার হাদীসগুলো সহীহ। যেমন হাদীস আছে–

اكثروا على من الصلاة يوم الجمعة ، فان صلاتكم تبلغنى -

এই হাদীসটি সহীহ। এখানে দরূদ পৌঁছে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, রসুল নিজে শুনার কথা বলা হয়নি।[১]

---

১. বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন –
سلسة الاحاديث الموضوعه والضعيفة ১ম খণ্ড. পৃঃ ২৩৯-২৪

১১। حديث : ما من نبى يموت فيقيم فى قبره الا اربعين صباحا حتى ترد اليه روحه -

প্রত্যেক নবীর মৃত্যুর পর ৪০ দিন পর্যন্ত তাকে সকাল বেলায় তাদের কবরে দাঁড় করানো হয়। অতঃপর আত্মা ফিরিয়ে দেয়া হয়।

ইবনে হাব্বান মারফুরূপে বর্ণনা করে হাদীসটিকে বাতিল বলেছেন। আর ইবনে জাওযী বলেছেন মওযু'। বায়হাকী এটাকে حياة الانبياء অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাযার حياة الانبياء অংশটুকুর কথা বলেছেন।

হাদীসটি বাতিল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, এটি সহীহ হাদীসের বিরোধী।

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء -

নবীগণের শরীর ভক্ষণ করা মাটির জন্যে আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন।

হাদীসটি সহীহ। ৪০ দিন পর্যন্ত অবচেতন থাকা এই হাদীসের খেলাফ নয় কি? তাতে নবীর বৈশিষ্টে ক্ষুণ্ন দেখা দেয় যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[১]

১২। حديث : كنت اول النبين فى الخلق وآحزهم فى البعث-

সৃষ্টির দিক থেকে আমি সর্বপ্রথম নবী এবং প্রেরণের দিক থেকে নবীগণের শেষ।

হাদীসটির সাক্ষী আছে। হাকেম এটাকে সহীহ বলেছেন এভাবে-

- كنت نبيا وادم بين الروح والجسد (আদম শারীরিক ও আত্মিকের মধ্যখানে থাকতেই আমি নবী ছিলাম।)

---

১. ঐ দ্রষ্টব্য- পৃঃ ২৩৫-২৩৮ খঃ ১ম

সোগানী উপরোক্ত হাদিসকে জাল বলেছেন। ইবনে তাইমিয়াও অনুরূপ মত পোষণ করতেন।

এরূপ সমভাবাপন্ন আরো হাদীস আছে–

كنت نبيا وادم بين الماء والطين–

আদম পানি ও মাটির মধ্যে থাকতেই আমি নবী ছিলাম। অপর হাদীসে আছে –كنت نبيا ولاادم ولا ماء ولا طين আমি সে সময়ের নবী যখন আদম, পানি, মাটি কিছুই ছিলনা। আরো আছে–

انه كان نور احول العرش فقال : ياجبريل انا كنت ذلك النور–

আরশের পার্শ্বে একটি নূর ছিল। হুজুর বললেন ঃ হে জিব্রাইল! আমি ছিলাম সে নূর।

এসব হাদীস কাহিনীকার ও পেশাদার ওয়াজিনদের বানানো হাদীস। এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই।

১৩। حديث : ادبنى ربى فاحسن تاديبى–

আমার রব আমাকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আমার আদব খুবই সুন্দর!

হাদীসটি যয়ীফ। ইবনে তাইমিয়া এরূপ বলেছেন। কথাগুলি ঠিক। কিন্তু কথাগুলোর সনদ প্রমাণিত নয়।

১৪। حديث : لولك لما خلقت الافلاك–

তোমাকে (নবী (আ) সৃষ্টি না করলে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

বানোয়াট হাদীস। ছোগানী الاحاديث الموضوعه গ্রন্থে এটাকে মওযু’

বলেছেন। শায়খুল কারী বলেছেন ঃ কথাগুলো সহীহ্। দাইলামী তো বর্ণনা করেছেন এভাবে-

اتانى جبريل فقال : يا محمد لولك لما خلقت الجنة ولولك لما خلقت النار-

তোমাকে সৃষ্টি না করলে বেহেশ্ত দোযখ সৃষ্টি করতাম না।

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন ঃ لولك لما خلقت الدنيا-

ভাবার্থের দিক থেকে কথাগুলো যাতোই সঠিক হোক কিন্তু সনদ যেহেতু ঠিক নয়। সুতরাং এগুলোকে সহীহ্ হাদীস বলা কিছুতেই ঠিক হতে পারে না। ইবনে জাওযীসহ আরো কতিপয় হাদীস বিশারদ এটাকে মওযু' বলেছেন। অবশ্য কেউ এটাকে জাল না বলে যয়ীফও বলেছেন।

১৫। حديث : المعرفة رأس مالى ، والعقل دينى والحسب اساسى ، والشوق مركبى- وذكر الله انسى، والثقة كنزى، والحزن رفيقى والعلم سلاحى والصبر ردائ- والرضا غنيمتى ، والفقر فخرى، والزهد حرفتى واليقين قوتى والصدق شفيعى والطاعة حسبى والجهاد خلقى وقرة عينى الصلاة-

মা'রেফাত আমার মূলধন, আকল বা বুদ্ধি আমার দীন, বংশমর্যাদা আমার মূল; প্রবল বাসনা আমার বাহন, আল্লাহ যিক্র আমার প্রিয়, নির্ভরযোগ্যতা আমার ধনভাণ্ডার, চিন্তা আমার সাথী, ইলম আমার হাতিয়ার, ছবর আমার চাদর, সন্তুষ্টি আমার ধন, দারিদ্র আমার গৌরব, যুহ্দ আমার প্রযুক্তি, বিশ্বাস আমার শক্তি, সততা আমার সুপারিশ, ইবাদত আমার আভিজাত্য, জিহাদ আমার চারিত্রিক ভূষণ এবং সালাত আমার নয়নের মনি।

কাযী আয়াজ এটা বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জাল হওয়ার আলামতে পরিপূর্ণ।

১৬। حديث : اسمى فى القران محمد وفى الانجيل احمد وفى التورة احيد، لانى احيد امتى فاحبوا العرب بكل قلوبكم -

আমার নাম কোরআনে মুহাম্মদ, ইন্‌জিলে আহমদ, তাওরাতে ওহীদ। কেননা আমি আমার উম্মতের ওহীদ। সুতরাং আরবদেরকে তোমাদের অন্তর দিয়ে মহব্বত কর।

জাল হাদীস।

১৭। حديث: اذا صليتم علي فعموا -

তোমরা চোখ বন্ধ করে আমার উপর দরূদ পাঠ কর।

মাকাসেদ বলেছেন, কথাটি এরূপ শব্দ সংযোজনে আমার জানা নেই। সম্ভবতঃ এভাবে আছে – صلوا علي وعلى انبياءالله-

আমার এবং নবীগণের উপর তোমরা দরূদ পড়।

১৮। حديث : اذا سميتم الولد محمد فعظموه، ووقروه وبجلوه ولاتزلوه ولاتحقروه ولاتجهوه تعظيما لمحمد-

তোমরা সন্তানের নাম 'মুহাম্মদ' রাখলে তাকে ইজ্জত, সম্মান ও শ্রদ্ধা কর; বে-ইজ্জতী, অসম্মান ও অশ্রদ্ধা করোনা। এরূপ করবে 'মুহাম্মদ' নামের সম্মানার্থে।

রাবী জালকরণ দোষে ত্রুটিযুক্ত। অনুরূপ অর্থে আরো হাদীস আছে। সবগুলোই ভ্রান্ত, বানানো।

১৯। حديث : زينوا مجالسكم با لصلاه علي- فان صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة -

আমার উপর দরূদ পাঠ করে তোমাদের মজলিসের শোভাবর্ধন কর, কেননা, আমার ওপর তোমাদের দরূদ পাঠ কিয়ামত দিবসে তোমাদের জন্যে নূর হবে।

'মাকাসিদ' প্রণেতা বলেছেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

২০। حديث : الصلاة على النبى لاترد-

নবীর ওপর দরুদ পাঠ বিফলে যায়না।

হাদীসটিকে মারফু বলা ঠিক নয়।

অনুরূপ ভাবার্থবোধক অপর হাদীস ঃ كل الاعمال فيها المقبول ولمردورد الاالصلاة علي فانما مقبولة غيرمردود

প্রত্যেক আমল গ্রহণ বর্জন দুটিই হতে পারে। তবে আমার উপর পঠিত দরূদ গ্রহণই হয়ে থাকে, বর্জন হয় না।

ইবনে হাযার বলেছেন, হাদীসটি খুবই দুর্বল।

২০। حديث : لما اقترف ادم الخطيئة قال : يارب اسئلك بحق محمد لما غفرت لى : فقال الله : يا ادم وكيف عرفت محمدا ولم اخلقه ، قال : يارب لما خلقنى بيدك ونفخت فى من روحك ، رفعت رأسى ، فرأيت على قوام العرش يكتوبا لااله الا الله محمد رسول الله ، فعلمت انك لم تضف الى اسمك الااحب الخلق اليك- فقال الله : صدقت يا ادم انه لأحب الخلق

الى ادعنى بحقه فقد غفرت لك ، ولولا محمد ما خلقتك –

যখন হযরত আদম ভুল স্বীকার করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রব। আমি মুহাম্মদের ওসিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ্ বললেন ঃ আদম! তুমি কিভাবে মুহাম্মদকে চিনলে অথচ তাকে সৃষ্টি করিনি? আদম বললেন ঃ ইয়া রব! যখন তুমি আমাকে তোমার হাত দিয়ে তৈরী করলে এবং আমার মধ্যে তোমার রূহকে ফুঁক দিলে, তখন আমি আমার মাথা উঠালাম এবং আরশের খুঁটিতে দেখতে পেলাম এ লেখাটি– 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্"। তাতে আমি জ্ঞাত হলাম, তোমার কাছে সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় না হলে তোমার নামের সাথে এই নামের সংমিশ্রণ হতো না। তখন আল্লাহ বললেন ঃ "হে আদম! তুমি ঠিক বলেছো। সত্যিই সে আমার সৃষ্টিজগতের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সৃষ্টি। তার ওসিলায় তুমি আমাকে ডেকেছো। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই মাফ করে দিব। মুহাম্মদের জন্ম না হলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।"

হাদীসটি মওযু' বা জাল। হাকেম মুসতাদরিকে (২/৬১৫) বাইহাকী 'দালায়েলুন নবুয়াত' এ হাইসামী المجمع তিবরানী المعجم الصغير ইবনে তাইমিয়া القاعدة الجليلة فى التوسل والوسيلة– এবং ইবনে কাসীর তার ইতিহাসে আবু বকর আজরী الشريعة এর ৪২৮ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটির কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রত্যেকের বর্ণিত সনদে এমন একজন রাবীর উপস্থিতি দেখা যায়, যার সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ –جرع والتعديل নামীয় বিজ্ঞানভিত্তিক নীতির আলোকে কাউকে মিথ্যুক, কেউবা জালকরনে অভ্যস্থ, কারো বা –سئى حفظ স্মরণ শক্তিতে ত্রুটি ইত্যাকার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। এরূপ ত্রুটির কারণে অনেকেই হাদীসটিকে জাল বলেছেন। কেউ বলেছেন বাতিল। আবার কেউবা হাদীসটিকে বলেছেন খুবই দুর্বল। মোটকথা

হাদীসটি সহীহ হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। এমনকি হাদীস মনে করাও উচিত নয়।[১] বস্তুতঃ হাদীসটিকে যয়ীফ মনে করে হাদীসের পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করার টানা হেঁচড়ার মধ্যেও নেই কোনো ফায়দা এবং এরূপ টানা হেঁচড়ার মধ্যে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধিতা ও সন্দেহ প্রবণতা। এ ধরনের হাদীস প্রচার ও প্রসার লাভ করা তো দূরের কথা এগুলো সমাজে প্রকাশ পাওয়াও ক্ষতিকর। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, লোক সমাজে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাদৃত লোকেরাও এ ধরনের হাদীস প্রচার ও প্রসার করতে খুবই উৎসাহী। কথিত হাদীসটি নিম্নবর্ণিত হাদীসেরও খেলাফ। হাদীসটি হলো–

نزل ادم بالهند واحسنوا حسنى ، فنزل جبريل فنادى بالاذان الله اكبر الله اكبر- اشهد ان لااله الا الله مرتين، واشهدان محمدا رسول الله مرتين- قال ادم من محمد ، قال : آخر ولدك من الانبيا صلى الله عليه وسلم-

এই হাদীসে আদম (আ) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না জানার কথা বুঝা যায় যার কারণে তার পরিচয় দেয়া হয় শেষ নবী হিসেবে।

এই হাদীসটি যঈফ। কারো মতে জাল। তবুও এই হাদীসটির স্বপক্ষ্যে কিছুটা কথা বলা যায়।

২১। حديث : توسلوا بجاهى فان جاهي عندالله عظيم -

তোমরা আমার উচ্চ মর্যাদার ওসীলা ধর। কেননা আমার মর্যাদা আল্লহর কাছে অত্যন্ত বিরাট।

---

১. এই হাদীসটির বিশদ বিবরণ রয়েছে। উৎসাহী পাঠকগণ দেখুন سلسلة الاحاديث الموضوعه والضعيفه واثرها السئ খঃ ১ম, পৃঃ ৩৮-৪৭ –

কথাটি হাদীসের ভাষ্য হিসেবে ভিত্তিহীন। রসুলের জীবদ্দশায় তার কাছে দোয়া চাওয়া, কল্যাণ কামনার জন্যে তাঁর কাছে মুনাজাত করার অনুরোধ করা তো একটি শুভ ও প্রশাংসেরই কাজ। তার ইনতেকালের পর তার কাছে কিছু প্রার্থনা করা কিংবা তাঁর মর্যাদা ও মহাত্মের ওসীলা ধরা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে বিরাট মত পার্থক্য বিরাজমান। অধিকাংশের মতে এরূপ ওসীলা ধরা জায়েজ নেই। কেননা এরূপ ওসীলা ধরার কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই। আর যারা একাজকে জায়েয বলেন তারা উপরোক্ত কথাটিকে হাদীস হিসেবে দাঁড় করিয়ে দলীল পেশ করেন। অথচ এই হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই। কারো মতে এটা জাল হাদীস। কেউ এটাকে যয়ীফ বলেছেন।

حديث : الله الذى يحى ويميت وهو حى لا يموت – اغفر لامى فاطمة بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها بحق نبيك والانبيأ الذين من قبلى فانك ارحم الراحمين–

আল্লাহ্ জীবন-মরণের মালিক। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। মাফ করে দাও আমার মা ফাতিমা বিনতে আসাদকে [হযরত আলীর (র) মাতা] সাক্ষাত ঘটাও তার হুজুতের সাথে এবং প্রশস্ত করে দাও তার প্রবেশ দ্বার তোমার নবীর এবং আমার আগের নবীগণের বরকতে। কেন না, তুমি পরম দয়ালু....।

হাদীসটি যয়ীফ। হাদীসটির সনদে বর্ণিত রূহ বিন সালাহ যয়ীফ রাবী। অন্যান্য রাবীগণ সহীহ ও নির্ভরশীল হওয়া সত্বেও ঐ দুর্বল রাবীর কারণে হাদীসটি সহীহ হতে বঞ্চিত।

حديث : الخير فى وفى امتى الى يو القيامة

কল্যাণ আমার মধ্যে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে বিরাজমান থাকবে। হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই। জাল হাদীস।

চার খুলাফায়ে রাশেদীন, আইলে বাইত এবং অন্যান্য সাহাবাগণের ফজিলত প্রসংগ

এক ঃ হযরত আবুবকর (রা)

১। حديث : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : يا ابابكر ، الاابشرك ؟ قال : بلى ، فداك ابى وامى ؟ قال : ان الله عز وجل يتجلى للخلق يوم القيامة عامة ويتجلى لك خاصة-

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আবু বকর। তোমাকে কি আমি শুভ সংবাদ দিবনা? আবুবকর (র) বললেন, আমার বাপ মা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক। অবশ্যই। রসুল বললেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত মাখলুকের কাছে দ্যুতিসহ আগমন করবেন সাধারণভাবে আর তোমাকে উজ্জ্বল করবেন বিশেষভাবে।

হযরত আনাস থেকে খতীব সাহেব এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর কোন ভিত্তি নেই। সনদের মুহাম্মদ বিন্ আব্দ বিন আমর একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। হাদীসটি অন্যসূত্রে অন্যভাবেও বর্নিত হয়েছে। সে সূত্রেও রয়েছে মুহাম্মদ বিন খালেদ খাতালী নামীয় একজন মিথ্যুক রাবী। ইমাম সূয়ূতি উক্ত রাবীকে জালকারী রূপে গণ্য করেছেন।

২। حديث : ان الله اتخذ لأبى بكر فى اعلى علين قبة من ياقوتة بيضاً معلقة بالقدرة -

আল্লাহ্ তায়ালা আবু বকরের (র) জন্য ইল্লীয়িনের[১] সর্বোচ্চ স্থানে সাদা মর্মর পাথর খচিত ঝুলন্ত একটি গম্বুজ নির্ধারিত করে রেখেছেন।

জাল হাদীস।

---

১. নেক লোকদের আত্মাসমূহ' অবস্থানের নির্দিষ্ট স্থানের নাম।

৩। حديث : لما ولد ابوبكر الصديق اقبل الله على جنة عدن- فقال وعزتى وجلالى ، لادخلك الامن يجب هذا المولود-

আবু বকর জন্মলাভ করলে আল্লাহ তায়ালা আদ্‌ন বেহেশতের দিকে এগিয়ে এসে বললেন ঃ আমার ইজ্জত ও জালালের কসম। এই নবজাত শিশুকে মহব্বতকারী ব্যতিত আর কাউকে আমি এই বেহেশতে প্রবেশ করাবোনা।

মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস।

৪। حديث : ان الله جعل ابابكر خليفتى على دين الله ووحيه فاسمعوا له تفلحوا واطيعوا ترشدوا-

আল্লাহ্ তায়ালা আবু বকরকে দীন ও অহীর ব্যাপারে আমার খলীফা রূপে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তার কথা শুনো তাতে সফলকাম হতে পারবে। এবং তাকে অনুসরণ কর হিদায়াত পাবে।

জাল হাদীস।

৫। حديث : ومن مثل ابى بكر؟ كذابى الناس وصدقنى وأمن بى وزوجنى ابنته ، وانفق ماله وجاهد معى فى جيش العسرة الاانه يأتى يوم القيامة على ناقة من نوقة الجنة، قوامها من المسك والعنبر ورجلها من الزمرزد والاخضر وزمامها من اللؤلؤ الرطب ، عليه حلتان خضرا وان من سندس واستبرق-

আবু বকরের সমকক্ষ আর কে আছে? লোকেরা যেসময় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে সে সময় সে আমাকে সত্য বলে জেনেছে, আমার উপর

ঈমান এনেছে, তার কন্যাকে আমার কাছে বিবাহ দিয়েছে, তার সম্পদ খরচ করেছে এবং আমার সাথে কঠিন সময়ে শত্রু সেনার সাথে জিহাদ করেছে। হাশরের মাঠে সে বেহেশতের এমন একটি উটে চড়ে উঠবে যার উপাদান হবে মিশক আম্বর, পাগুলো হবে সবুজ ঝমরদ পাথরের রং, লাগাম হবে সতেজ লুলু পাথরের এবং তার উপরে থাকবে মিহিন ও মোটা ধরনের রেশমী কাপড়ের দু'টো চাদর।

হাদীসটি জাল। সনদের ইসহাক বিন বিশর ইবনে মাকাতেল একজন জালকারী রাবী।

৬। حديث : عرج بى الى السماء ، فما مررت بسماء الاوجدت فيها اسمى مكتوبا محمد رسول الله وابوبكر الصديق من خلفى-

আমাকে আকাশে নিয়ে যাওয়ার পর (মিরাজের রাত্রি) আকাশে বিচরণ কালে সেখানে আমার নাম -محمد رسول الله লিখিত দেখতে পেলাম। আর আবু বকর আমার পশ্চাতে।

হাদীসটি বানোয়াট। আবদুল্লাহ্ বিন ইবরাহীম গাফফারী এই হাদীসের সনদে জালকারী রাবী।

ইমাম সূয়ূতি বলেছেন হাদীসটি যয়ীফ বা মওযু নয় বরং হাদীসটি সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা দরকার। কেননা হাদীসটির অনেক সাক্ষ্য রয়েছে। খাতীব সাহেব ইতিহাসে অন্য সূত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে সনদেও রয়েছে উপরোক্ত রাবী। মোটকথা হাদীসটির যতোগুলো সূত্র আছে, প্রত্যোকটিই বিতর্কিত। এরূপ হাদীসে অনেক সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও হাসান লিগাইরিহী হতে পারেনা।

৭। حديث : لووزن ايمان ابى بكر مع ايمان الناس رجح ايمان ابى بكر-

যদি আবু বকরের ঈমান সকল মুসলমানের ঈমানের সাথে ওযন দেয়া হয় তাহলে আবু বকরের ঈমান অধিক ভারী হবে।

'মাকাসিদ' গ্রন্থ প্রনেতা এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর (র) থেকে মওকুফ হিসেবে এবং সনদ সহীহ। আর মারফু' হিসেবে সনদ যয়ীফ।

দুই ঃ হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা)

১। حديث : اول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الآمة عمربن الخطاب وله شعاع كشعاع الشمس ، قيل : فاين ابوبكر قال : تزفه الملائكة الى الجنان–

এই উম্মতদের মধ্যে সর্বপ্রথম যার ডানহাতে তার আমল নামা দেয়া হবে তিনি হলেন ওমর বিন খাত্তাব (র)। তাঁর আলোক রশ্মির মতো জ্যোতি আছে। জিজ্ঞাসা করা হবে। আবু বকর কোথায়? উত্তরে বলা হবে; ফেরেশতাগণ বাগানে তাকে নিয়ে বিহার করছেন।

'খাতিব' হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মরফু' রূপে। সনদে বর্ণিত ওমর বিন ইবরাহীম বিন খালিদ আল কুরদী এজন অভিযুক্ত রাবী।

২। حديث : لما اسرى بى رايت فى السماء خيلا موقوفة مسرجة ملحجة ، لاتروءت ولاتبول ولاتعرق ، رؤسها من الياقوت الاحمر وحوافرها من الزمرد الاخضر واذنابها من العقيان الاصفر، ذوات اجنحة ، فقلت لجبرائل لمن هذه ، فقال : هذه لحبى ابى بكر وعمر–

শবে মিরাজে আমি আকাশে উজ্জ্বল আলোকিত লাগামে সজ্জিত একটি ঘোড়া দেখতে পেলাম। ঘোড়াটি শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্থ নয়। মাথাটি লাল রংয়ের মুক্তা খচিত। সবুজ রংয়ের যমরূদ পাথর বসানো খুর আর লেজ হলুদ রংয়ের আকীক পাথরে খচিত। ঘোড়াটির আছে কতগুলো পাখা। আমি জিব্রাইলকে বললাম; এই ঘোড়া কার জন্যে? তিনি বললেন; আবু বকর ও ওমরকে যারা মহব্বত করেন তাদের জন্যে।

হাদিসটি জাল। 'খতীব' মারফু রূপে হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩। حديث : ان فى السماء الدنيا ثمانين الف ملك يستغفرون الله لمن احب ابابكر وعمر وفى السماء الثانية ثمانون الف ملك يلعنون من ابغض ابابكر وعمر-

প্রথম আকাশে ৮০ হাজার ফেরেশতা আছে। যে আবু বকর ও ওমরকে মহব্বত করে তাদের জন্যে তারা আমার কাছে মাগফিরাত কামনা করেন। দ্বিতীয় আকাশে আছে ৮০ হাজার ফিরিশতা। যারা আবু বকর ও ওমরের সাথে ঈর্ষা করে তাদের কে এসব ফিরিশতা অভিশাপ দিতে থাকেন।

হাদীসটি নির্জলা মিথ্যা। হাসান বিন আলী আল-আদুভী এই হাদীসটি বানিয়েছে। ইবনে শাহীন অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সে সূত্রেও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ সমরকান্দী বানোয়াট রাবী।

৪। حديث : رأيت ليلة اسرى بى فى العرش جريدة خضراء ، فيها مكتوب بنور ابيض : لااله الا الله محمد رسول الله : ابوبكر الصديق عمرالفاروق -

শবে মিরাজে আমি আরশে আজিমে একটি সবুজ রংয়ের সাময়িকী দেখতে পেলাম। সে সাময়িকীতে তুষার শুভ্র নূর দিয়ে লেখা আছে- লা- ইলাহা

ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ আবু বকর ছিদ্দিক ওমর ফারুক।

জাল হাদীস। খাতীব বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ থেকে মারফু হিসেবে।

৫। حديث : من شتم الصديق فانه زنذيق ومن شتم عمر فماواه سقر ومن شتم عثمان خصمه الرحمن ومن شتم عليا فخصمه النبى صلى الله عليه وسلم-

যে আবু বকর সিদ্দীককে গাল দেয় সে যিনদীক, যে ওমরকে ভৎর্সনা করে তার ঠিকানা সাকার নামীয় কষ্টদায়ক জায়গায়, ওসমানকে যে গালি দিল সে যেনো রহমানের সাথে ঝগড়া করলো। আর আলীকে গালী দেয়া নবী আলাইহিস সালামের সাথে ঝগড়া করারই নামান্তর।

হাদীসটি সাবৈব মিথ্যা।

তিন ঃ হযরত ওসমান (রা)

১। حديث : لما اسرى بى الى السماء فصرت فى السماء الرابعة سقط فى حجرى تفاحة فاخذ تها بيدى- فانفلقت- فخرج منها حوراء تقهقه - فقلت لها، تكلم انى لمن انت؟ قالت المقتول شهيدا عثمان بن عفان -

শবে মিরাজে যখন আমাকে আকাশে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আমি চতুর্থ আকাশে পৌছলাম। এমন সময় আমার কোলে একটি আপেল ছিটকে পড়লো। আমি সেটা স্বচ্ছন্ধে কুড়ালাম। তাতে ফলটি আপনাতেই ফেটে গেলো। অমনি সেখান থেকে একজন হুর বের হয়ে খিল খিল করে হাসতে

লাগলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম, বলো! তুমি কার জন্যে? তিনি বললেন, শহীদ হিসেবে নিহত ওসমান বিন আফফানের জন্যে।

হাদীসটি মওযু বা জাল।

২। حديث : انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصف ذات يوم الجنة ـ فقام اليه رجل فقال: يارسول الله افى الجنة برق ؟ قال : نعم ، والذى نفسى بيده ان عثمان ليتجول من منزل الى منزل فتبرق له الجنة.

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বেহেশতের বর্ণনা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! বেহেশতে বিজলী আছে কি? তিনি বললেন। হ্যাঁ! আমার জীবন যাঁর হাতে তাঁর শপথ ঃ ওসমান একস্থান থেকে অন্যস্থানে (এমন দ্রুত বেগে) পর্যটন করবে যে, বেহেশত তার জন্যে বিজলী হয়ে যাবে।

হাদীসটি মওযু' বা জাল। 'মিজান' রচয়িতা বলেছেন, হাদীসটি মিথ্যা। এর সনদে রয়েছে হোসাইন বিন ওবায়দুল্লা আজলী। দারা কুৎনীর মতে সে হাদীস জাল করতো। ইমাম যাহবীও এটাকে জাল বলেছেন।

৬। حديث : ان النبى صلى الله عليه وسلم نبض الى عثمان فاعتنقه ، ثم قال : انت ولى فى الدنيا والاخره-

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমানের কাছে আসলেন এবং তাঁকে ডেকে নিয়ে আসলেন। তারপর বললেন ঃ দুনিয়া আখেরাতে তুমি আমার ওলী।

হযরত যাবের থেকে আবু ইউলী হাদীসটি মারফু'রূপে বর্ণনা করেছেন। সনদে আছে ওবাইদ বিন হাসান। সে জাল হাদীস বর্ণনা করতো। সনদে

উল্লেখিত দালহা বিন যায়েদ যয়ীফ রাবী। সুতরাং এধরণের হাদীস দলীল হতে পারেনা। ইমাম সূয়ূতি বলেছেন, আবু নায়ীম এই হাদীসটি 'ফাজায়লে সাহাবা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। হাকেম মুস্তাদরিকে বর্ণনা করে বলেছেন বুখারী মুসলিমের শর্তাধীনে এটা সহীহ। তবে ইমাম যাহবী এর বিরোধীতা করে বলেছেন, তালহা বিন যায়েদ যয়ীফ, দোষী ও বিতর্কিত রাবী। সুতরাং বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ হতে পারেনা।

'বাজ্জারে' অন্যসূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে এভাবে–

اخذ رسول الله صلى عليه وسلم بيد عثمان وقال هذا جليسى فى الدنيا وولى فى الاخره–

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমানের হাত ধরলেন এবং বললেন এ হলো দুনিয়ায় আমার সহচর আর আখেরাতে ওলী বা অভিভাবক।

এই হাদীসটিও জাল ও বানোয়াট।

৪। حديث : ان لكل نبى خليلا من امته ، وان خليلى عثمان–

প্রত্যেক নবীর তার উম্মতের মধ্য থেকে একজন বন্ধু থাকে। আর আমার বন্ধু হলো ওসমান।

'যাইল' রচয়িতা বলেছেন ঃ হাদীসটি সাবৈব মিথ্যা ও বাতিল

حديث : ما فى الجنة شجرة الا يكتوب على ورقة: منها لااله الا الله محمد رسول الله ، ابوبكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذوالنورين –

বেহেশতের প্রতিটি গাছের পাতায় লিখিত আছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক, ওসমান যুন্নুরাইন।

ইবনে হাব্বান এবং ইমাম যাহবী হাদীসটিকে মওজু বলেছেন।

চার ঃ হযরত আলী (রা)

১। حديث : خلقت انا وهارون من عمران ويحيى من زكريا وعلى بن ابى طالب من طين واحدة -

আমাকে (নবী আলাইহিস সালাম), হারুন বিন ইমরান, ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া এবং আলী ইবনে আবু তালেবকে একই মাটী দিয়ে বানানো হয়েছে।

হাদীসটি জাল। মুহাম্মদ বিন খাল্ফ মারুজি নামীয় রাবী এই হাদীসের সনদে রয়েছে। সে ছিল অভিযুক্ত রাবী।

২। حديث : خلقت انا وعلى من نور ، وكنا علي يمين العرش قبل ان يخلق ادم بالفى عام ثم خلق الله ادم فانقليا فى اصلاب الرجل ، ثم جعلنا فى صلب عبد المطلب ثم شق اسمائنا من اسمه ، فالله محمود وانا محمد والله الاعلى وعلي علي-

আমাকে ও আলীকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদমকে সৃষ্টি করার দু'হাজার বৎসর আগে আমি ছিলাম আরশের ডান দিকে। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা আদমকে তৈরী করেন। অতঃপর আমাদেরকে পুরুষ লোকদের ঔরষে স্থানান্তরিত করে দেন। আমাকে আবদুল মুতালিবের ঔরষভূক্ত করা হয়। তারপর আমাদের নাম তাঁর নাম থেকে নির্গত করা হয়। আল্লাহ্ হলেন মাহমুদ, আমি মুহাম্মদ, আল্লাহ্ আলা (সর্বোচ্চ) আর আলী তো আলী।

জাল হাদীস। যাফর বিন আহমদ বিন আলী বিন বয়ান নামীয় রাফেজী এই হাদীসটির নির্মাণকর্তা।

৩। حديث : لقد صلت الملائكة علي وعلى سبع سنين وذلك انه لم يصل معى رجل غيره –

ফিরিশতাগণ আমাকে সহযোগিতা করেন। আর আলী আমাকে সহযোগিতা করে তার সাত বৎসর বয়সকালে। এ সময়ে সে ছাড়া অন্য কোনো পুরুষলোক আমার সাথে সহযোগিতা করেনি।

ইবনে মারদুবিয়া 'ফাযায়েলে আলী' অধ্যায়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিতে মুহাম্মদ বিন ওবাইদুল্লাহ বিন আবু রাফে নামীয় রাবী মুনকিরে হাদীস। 'মিযান' এই হাদীসটিকে প্রকাশ্য অপবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এতদসম্পর্কীত আরো রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এগুলোর সূত্রে রয়েছে রাফেজী রাবীসকল।

৪। حديث : قول على رضى الله عنه : انا عبد الله واخو رسول الله ، انا الصديق الاكبر ، لا يقولها بعدى الا كاذب، صليت قبل الناس بسبع سنين –

আলীর (রা) উক্তি ঃ আমি আবদুল্লাহ এবং ভাই রাসূলুল্লাহ। আমি সিদ্দীকে আকবর। যে কেউ আমার পরে একথা বলবে সে মিথ্যাবাদী। আমি সকলের মানুষের আগে সাত বৎসর বয়সে সহযোগীতা করেছি (রসূলকে)।

কথাগুলো নির্জলা মিথ্যা। 'মিযান' বলেছে, কথাগুলো হযরত আলীর ওপর মিথ্যা দোষারূপ বৈ আর কিছুই না। কেননা তথাকথিত হাদীসটিতে যেসব রাবীর দেখা যায় তারা সকলেই কোনো না কোনো দোষে অভিযুক্ত।

৫। حديث : انت اول من آمن بى، وانت اول من يصافحنى يوم القيامة وانت الصديق الاكبر وانت الفاروق، تفرق بين الحق والباطل ، وانت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفار–

প্রথম আমার উপর যে ঈমান আনে সেতুমি, কিয়ামত দিবসে প্রথম যার সাথে আমি মুসাফাহা করবো সেতুমি। তুমি সিদ্দীকে আকবর, তুমি ফারুক; হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। তুমি মু'মিনদের বড় নেতা আর কাফেরদের মাল সম্পদই বড় নেতৃত্ব।

বাজ্জার বর্ণনা করেছেন মারফু' হিসেবে আবু জর থেকে। আবু রাফে অভিযুক্ত রাবী ওববাদ রাফেজী এবং দুর্বল।

৭। حديث : انا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن اراد العلم فلياءت الباب -

আমি ইলমের শহর, আলী হলো সে শহরের প্রবেশ দ্বার। সুতরাং কারো ইলম হাসিলের ইচ্ছা থাকলে সে তোরণ পথে তাকে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে।

ইমাম তিবরানী, খাতীব, ওকাইলী, ইবনে আদী প্রমুখ হাদীসটি মারফু'রূপে রেওয়ায়েত করেছেন তাদের রচিত কিতাবসমূহে।

খাতীবের সনদে যাফর বিন্ মুহাম্মদ বাগদাদী অভিযুক্ত রাবী। তিবরানীর সনদে আবু সাল্ত হারবী, আবদুস সালাম বিন সালেহ জালকারী রাবী হিসেবে কথিত। ইবনে আদীর সূত্রের আহমদ বিন সালমাহ্ জুরযানীর বাতিল হাদীস রেওয়ায়েত করার অভ্যাস আছে। আর ওকাইলীর সনদে ইসমাইল বিন মুজালিফ মিথ্যাবাদী রাবী।

ইবনে হাব্বানের রেওয়ায়েত আছে ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন্ ইউসুফ যার কথা দলীল হওয়ার অযোগ্য।

ইবনে মারদুবিয়া হাদীসটি অপর একটি এমন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যাকে দলীল হিসেবে দাঁড় করানো যায় না।

ইবনে আদী অপর একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

يعنى عليا– امير البردرة وقاتل الفجرة منصور من

نصره- مخذول لمن خذابه - انامدينة العلم وعلى بابها فمن اراد العلم فلياءت الباب-

... আলী ভালো লোকদের নেতা খারাপ লোকদের নিধনকারী। যে তাকে সাহায্য করবে তাকে সাহায্য করা হবে আর যে তাকে অপমান করবে সে অপমানিত হবে। আমি ইলমের শহর...।

এরূপ বর্দ্ধিত বাক্য সম্বলিত কথাগুলোও হাদীস নয়। এর কোনো ভিত্তি নেই। ইবনে জাওযী বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে এটাকে মওফু' ও সম্পূর্ণ বাতিল গন্য করেছেন এবং ইমাম জাহবী (রা) এমত সমর্থন করেছেন।

ইমাম শাওকানী জবাবে বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন মুহাম্মদ বিন যাফর বাগদাদী আল-ফাইদীকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হাতেম ও ইবনে মুয়ীন আবু সালত হারাভীকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইয়াহ্ইয়াকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এটাকে সহীহ বলেন। হাকিম 'মুসতাদরাকে' ইবনে আব্বাস থেকে মারফু' হিসেবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করে বলেছেন হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস শাস্ত্র বিশারদ ইবনে হাযার আসকালানী (র) বলেন, ইবনে জাওযী এবং হাকেম কারো কথাই ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে হাদীসটি সহীহ্ নয় বরং হাসান ধরনের। হাদীসটিকে নির্দ্বিধায় মওযু বা মিথ্যা বলা যেমনি ঠিক নয় তেমনি নির্বিঘ্নে সহীহ্ বলাও ঠিক নয়। কেননা, ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ুন এবং হাকেম আবু সালত ও তার অনুসারীদের বিরোধীতা করেছেন। সুতরাং এরূপ বিরোধিতাসহ হাদীস একেবারে সহীহ হতে পারে না। বরং হাসান লিগাইরিহী হতে পারে। কেননা হাদীসটির অনেক সূত্র রয়েছে।

ইমাম সূয়ূতি (র) অপর একটি সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।[১] নায়ীম

---

১. হাদীসটির সনদ সম্পর্কের বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন- الفوائد المجموعه فى احاديث الموضوعة পৃঃ ৩৪৯

মারফু'রূপে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এভাবে–

انا دار الحكمة وعلى بابها–

আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার আর আলী সে ভান্ডারের ফটক। ইবনে জাওযী এটাকেও জাল বলেছেন।

৮। حديث : كان رسول الله صلى عليه واله وسلم يوحى اليه ورأسه فى حجر على ، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت ؟ قال : لا ، قال : اللهم ان كان فى طاعتك وطاعة رسولك فارد عليه الشمس فقالت اسماء : فرايتها غربت ، ثم رايتها طلعت بعد ما غربت –

একদা হযরত আলীর কোলে রসুলের মাথা রাখা থাকা অবস্থায় ওহী আসে। তাতে আসর নামায আদায় না করতেই সূর্য ডুবে যায়। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নামায পড়েছো কি? আলী বললেন না। রসুল বললেন ঃ اللهم ان كان - আয় আল্লাহ্! যদি আলী তোমার ও তোমার রসূলের অনুগত হয় তাহলে সূর্যটি তার জন্যে ফিরায়ে দাও (অর্থাৎ পুনরায় উদয় করে দাও)। আসমা বললেন ঃ আমি সূর্যটিকে অস্তমিত দেখলাম। পরক্ষণেই অস্তমিত সূর্যকে উদিত আকারে দেখলাম।[১]

---

১. অধিকাংশ আহলে ইলম্ এই কাহিনীকে অলীক বলেছেন কতিপয় কারণে। কারণগুলো হলো ঃ (১) এ ধরনের ঘটনা ঘটে গেলে তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হতো (২) এরূপ অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণকর দৃষ্টিভংগী নেই এবং এরূপ ঘটনা স্বীকৃত ও গৃহীত নীতিরই খেলাফ। কেননা, সময় মতো নামায আদায় করতে না পারলে তা কাযা করার নীতি স্বয়ং রসূল কর্তৃক গৃহীত ও স্বীকৃত। তজ্জন্য সূর্যকে আবার সে অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন নেই।

জুযকানী হাদীসটি আমর বিনতে ওমাইস থেকে রেওয়ায়েত করে এটাকে মুজতারাব মুনকার বলেছেন।

ইবনে জাওযী হাদীসটিকে জাল বলেছেন। সনদে বর্ণিত ফুজাইল বিন মারযুক ইবনে হাব্বানের মতে জাল হাদীস রেওয়ায়েত করতো।

ইবনে শাহীন অন্য যে সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সে সূত্রের আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ওকাদাহ একজন রাফেজী ও মিথ্যুক রাবী। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণিত রেওয়ায়েতে দাউদ বিন ফরাহিজ একজন দুর্বল রাবী। অবশ্য কেউ তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন। তবে তিনি বিতর্কের উর্ধে ছিলেন না[১]।

ইমাম সূয়ূতি ফুজাইলকে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম মুসলিমসহ অন্যান্য কতিপয় মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। তবে তার শিয়া মনোভাবাপন্ন হওয়াকে প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। যদ্দরুন তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে বিতর্কিত হয়ে উঠেছেন[২]।

৯। حديث : انه قال رسول الله عليه واله وسلم لعلى حين خرج الى غزوة تبوك وخلف عليا بالمدينة ، فقال له : تخلفنى معى النساء والصبيان ؟ فقال له : ان المدينة ، لا تصلح الابى اوبك ، وانت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى -

---

(৩) সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া একটি বিভীষিকাময় আলামত। এ অবস্থা দর্শনে সকল মানুষ ঈমান নওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠবে (একথা يوم يأتى بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها – আয়াতে ইংগীত করা হয়েছে)। রসূলের জীবদ্দশায় এমন ঘটনা ঘটেছিলো বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় না।

১. বিস্তারিত দেখুন – الفوائد المجموعه للشوكانى পৃঃ ৩৫৪

২. বিস্তারিত দেখুন – পৃঃ ২৫৩

তবুক যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে মদীনায় রেখে গেলেন। আলী হুজুরকে বললেন ঃ আমাকে নারী ও শিশুদের সাথে রেখে গেলেন? তিনি আলীকে বললেন ঃ মদীনা আমাকে কিংবা তোমাকে ব্যতীত ঠিক থাকেনা। তুমি আমার জন্যে এরূপ যেমন হারুন ছিলেন মুসার জন্যে। তবে কিনা আমার পরে আর কোনো নবী নেই।

ইবনে হাব্বান হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন সায়াদ বিন আবু ওক্কাস থেকে মরফু' হিসেবে। হাদীসটি বাতিল। কেননা সনদের হাফছ বিন আমর উবাল্লী একজন মিথ্যুক রাবী। বাতিল ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করাই তার অভ্যাস।

হাকিম মুসতাদরাকে বর্ণনা করে এর সনদকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহবী একথার প্রতিবাদে বলেছেন হাদীসের সনদে হাকীম বিন যুবাইর যয়ীফ রাবী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে বকর গনভী মুনকারে হাদীস। হাসান বিন আলী আদতী অপর একজন জালকারী রাবী।

তবে হাদীসের শেষাংশ (انت منى بمنزلة هارون من موسى) বুখারী মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস বেত্তাদের দৃষ্টিতে সহীহ।

১০। حديث : امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الابواب الشارعه فى المسجد وترك باب على-

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের সদর দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং বাবে আলী (আলীর দরজা) এই হুকুম থেকে ব্যাতিক্রম থাকে।

আহমদ তার মসনাদে, আবু নায়ীম, নাসায়ী, খাতীব প্রমুখ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখ্য হিশাম বিন সায়াদ, ইয়াহইয়া বিন আবদুল হামীদ হাম্মানী, মাইমু রাবীগণ দূর্বল, মুনকার হাদীস মিথ্যা, শিয়া, রাফেজী ইত্যাকার দোষে অভিযুক্ত। সুতরাং হাদীসটি সহীহ নয়।

বরং ইবনে জাওযী এটাকে মিথ্যা বলেছেন। কেউ বলেছেন বাতিল। তবে ইবনে হাজর একবার ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন শুধুমাত্র ধারনার বশবর্তী হয়ে হাদীসকে একেবারে বাতিল কিংবা জাল বলা ঠিক নয়। এই হাদীসটি একেবারে মিথ্যা নয়। কেননা হাদীসটির বিভিন্নসূত্র রয়েছে। প্রত্যোকটি সূত্রই স্বস্থানে হাসান মর্যাদা সম্পন্ন। তবে সঠিক অর্থে এটা সহীহ নয়[১]। বুখারী মুসলিমে সহীহ রেওয়ায়েতসহ এ সম্পর্কে যে হাদীসটির উল্লেখ রয়েছে তা হলো–

لاتبتين فى المسجد خوخة الاخوخة ابى بكر-

'মসজিদে (নববী) আবু বকরের জানালা ছাড়া আর কারো জানালা অবশিষ্ট থাকবে না।'

এই হাদিসটি অন্য ভাষায় ও উল্লেখ আছে।

১১। حديث : من اراد ان ينظر الى ادم فى علمه ونوح فى فهمه وابراهيم فى حكمه ويحى فى هده وموسى فى بطشه ، فلينظر الى علي -

যে আদমের ইল্‌ম, নূহের বুদ্ধিমত্তা, ইব্রাহিমের জ্ঞান; ইয়াহ্ইয়ার যুহদ্ (আল্লাহ্ ভীতি) এবং মুসার শৌর্য বীর্যের (সমাহার) দেখতে চায় তার আলীর দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত।

ইবনে জাওযীর মতে হাদীসটি বানোয়াট। কেননা, হাদীসের সনদে আবু আমর আযদী একজন মাত্রুক রাবী। অন্য সূত্রে বর্ণিত সনদে রয়েছে শিয়া রাবী।

১২। حديث : وصي وموضع سرى وخليفتى فى اهلى

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে উৎসাহী পাঠকগণ দেখুন- الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعه- لشيخ الاسلام محمد بن على الشوكانى- পৃ : ৩৬৩ - ৩৬৫

وخير من اخلف بعدى علي-

আমার ওসিয়ত, আমার গোপন রহস্যের আঁধার, আমার পরিবারের মধ্যে আমার প্রতিনিধি এবং আমার পরে যাকে আমি উত্তম হিসেবে রেখে গেলাম সে হলো আলী।

আব্দুল গনী বলেছেন, হাদীসটির অধিকাংশ রাবী অজ্ঞাত এবং যয়ীফ। ইসমাঈল বিন যিয়াদ নামে একজন দাজ্জাল রাবীও রয়েছে। জাওযকানী বলেছেন, হাদীসটি বাতিল, এর কোনো ভিত্তি নেই। হাদীসটির অন্যান্য যেসব সূত্র ও পরিভাষা আছে সবগুলোই বিতর্কিত।

১৩। حديث : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد مع على وراية المشركين مع طلحه بن ابى طلحه دفة انه حمل راية المشركين سبعة فقتلهم علي- فقال يا جبريل : يا محمد ! ما هذه المواساة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم انامنه وهو منى- ثم سمعنا صائخا فى السماء يقول : لا سيف الا ذوالفقار ولا فتى الا على -

ওহুদের যুদ্ধে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা ছিল আলীর হাতে। মুশরিকদের পতাকা ছিল তালহা বিন্ আবু তালহার কাছে। বস্তুত মুশরিকদের পতাকা ধারণ করে সাতজন লোক, আলী তাদের সকলকে হত্যা করে। জিব্রাইল বললেন ঃ ইয়া মুহাম্মদ! এই বীর পুরুষ কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি তার, সে আমার! তারপর আমরা আকাশে একটি চিৎকার ধ্বনি শুনতে পাই। চিৎকারের সুরে ধনিত হলো ঃ জুলফিকার ছাড়া অন্য কোনো তলোয়ার নেই এবং আলীই একমাত্র (সাহসী) যুবক।

ইবনে আদী হাদীসটি আবু রাফে থেকে বর্ণনা করেছেন। সনদে আছে ঈসা বিন আহরান নামীয় রাফেজী রাবী। মওযু হাদীস বর্ণনা করা তার অভ্যাস। ইবনে জাওযী হাদীসটিকে জাল হাদীসের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইবনে হাব্বান একথার সমর্থন করেছেন।

ইবনে তাহের তায্‌কিরাতুল্‌ হুফফাজ' নামীয় কিতাবে এই কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। কথাগুলোর কোনো কোনো অংশ সহীহ হলেও এটা সহীহ নয়। বরং সঠিক অর্থে অগ্রহণীয় হাদীস।

১৪। حديث : ان ابابكر وعمر خطبا فاطمة رضى الله عنهم : فقال النبى صلى الله عليه وسلم هى لك يا علىّ-

আবু বকর ও ওমর ফাতেমাকে (রা) বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠালে হুজুর আলাইহিস্‌ সালাম বললেন ঃ আলী! ফাতেমা তোমার জন্যে।

ওকাইলী হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন হাজর বিন্‌ আনবাস থেকে। জামাল ও সিফ্‌ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন লোক থেকেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। মুসা বিন কয়েস হাজরামী নামীয় একজন রাবী হাদীসটির সনদে রয়েছে যার রাফেজী আকীদা ছিল অত্যন্ত প্রকট।

হাইসামী 'যাওয়ায়েদে হাদীসটির বর্ণনাকারীদেরকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। 'হাজর বিন্‌ আনবাস' রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন- একথা তিনি স্বীকার করেন না।

১৫। حديث : ان النبىّ صلى الله عليه وسلم رآى عليا مقبلا.فقال : انا وهذا حجة على امتى يوم القيامة-

নবী আলাইহিস্‌ সালাম আলীকে সামনাসামনি দেখে বললেন ঃ আমি ও এই লোকটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্যে দলীল হবো। হাদীসটি জাল। 'মিযান' প্রণেতা এটাকে বাতিল বলেছেন।

১৬। حديث : من مات وفى قلبه بغض لعلي بن ابى طالب فليمت يهوديا اونصرنيا -

যে হৃদয়ে আলীর প্রতি বিদ্বেষ রেখে মারা গেল সে ইহুদি কিংবা নাসারা হয়ে মারা গেলে কিছু যায় আসেনা।

হাদীসটির রাবী আলী বিন কুরাইশ নামীয় একজন জালকারী রাবীর দরুন হাদীসটি জাল। জারুদ বিন ইয়াযিদও জাল হাদীস বর্ণনা কারী।

১৭। حديث : قالوا يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة ؟ قال الذى يحملها فى الدنياعلي بن ابى طالب

জিজ্ঞাসা করা হলো- হে রসুল! কিয়ামত দিবসে আপনার পতাকা ধারন করবে কে? তিনি বললেনঃ আলী বিন আবু তালেব যে দুনিয়ায় এই পতাকা ধারণ করেছেন।

হাদীসটির রাবী নাসেহ বিন্ আবদুল্লাহ্ ছিল একজন শীয়া। ইবনে জাওযী এটাকে জাল হাদীসের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

১৮। حديث : انه مرض الحسن والحسين - فقال على : ان عافى الله ولدى صمت ثلاثة ايام شكرا وقالت فاطمة ، مثل ذلك ، وقالت جارية لهم مثل ذلك- فاصبحوا قد مسح الله ما بالغلامين فهم صيام وليس عندهم قليل ولا كثير - فا نطلق علي الى رجل من اليهود- فقال له : اسلفى ثلاثة آصع من شعير واعطنى جزة صون تغزلهالك بنت محمد-

فاعطاه- فاحتمله على تحت ثوبه ودخل علي فاطمه ، قال : دونك فاغزلى هذا، وقامت الجارية الى صاع من الشعير ، فطحنته وعجنته خبزت منه خمسة اقراص وصلى على المغرب مع النبى صلى الله عليه وسلم ورجع فوضع الطعام بين يديه وقعد ليفطر- فاذا مسكين بالباب يقول : يااهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين على بابكد- اطعمونى مما تأكلون ، اطعامكم على موائد الجنة ، فرفع علي يده- وقال شعرا يخاطب فاطمة ، فد فعوا الطعام الى المسكين وهو حديث طويل- وفى اليوم الثانى والثالث- فعلم بذلك النبى صلى عليه وسلم قال : اللهم انزل على آل محمد كما انزلت على مريم- ثم قال : ادخلى مخدعك- قد خلت فاذاجفنة تفور مملؤة ثريدا-

হাসান ও হোসাইন একবার রোগে আক্রান্ত হলে আলী বললেন, যদি আল্লাহ্ তায়ালা আমার সন্তান দ্বয়কে রোগমুক্ত করেন তাহলে আমি শুকরিয়া স্বরূপ তিন দিন রোযা রাখবো। ফাতেমা (রা) অনুরূপ কথা বললেন এবং তাঁদের ক্রীতদাসীও একই মানত করলেন। আল্লাহ্ ছেলে দু'টিকে সুস্থ্য করে দিলেন। আর তারাও রোযা রাখতে শুরু করলেন। কিন্তু তাদের ঘরে খাদ্য বলতে কিছুই ছিলনা। আলী একজন ইহুদির কাছে গিয়ে তাকে বললেন ঃ আমাকে তিন ছা' যবের আটা ধার দিন এবং এক বান্ডেল সূতা দিন। মুহাম্মদ তনয় এই সূতার চরকা কাটবে। এগুলো আলীকে

দেওয়া হলো। আলী এগুলো তার কাপড়ে করে নিয়ে ফাতেমার কাছে আসলেন। তিনি ফাতেমাকে বললেন ঃ এই সূতা তোমার জন্যে এনেছি। এগুলো দিয়ে চরকা কাটো। ক্রীত দাসীটি ছাতু নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো এবং সেগুলো পিষে ৫টি ছোট সাইজের রুটি তৈরী করলো। আলী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাগরিব নামায আদায় করে ফিরে আসলেন। খানা তার সামনে রাখা হলো। তিনি ইফতার করার জন্যে বসলেন। ঠিক এই মূহুর্তে দরজায় একজন মিসকিন এসে ডাক দিলেন হে আহ্‌লে বাইত! মুহাম্মদের বংশধর! তোমাদের দরজায় এজন মুসলমান মিসকিন উপস্থিত। তোমরা যা খাও আমাকেও খাওয়াও। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে বেহেশতের অমৃত খাদ্য খাওয়াবেন। (একথা শুনে) তিনি সমস্ত খাদ্য মিসকিনকে দিয়ে দিলেন। রোযার ২য় এবং ৩য় দিনে একই ঘটনা ঘটলো। ঘটনা সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবহিত হয়ে দোয়া করলেন।

اللهم انزل على ال محمد كما انزلت على مريم–

আয় আল্লাহ্! তুমি মরিয়মের মতো মুহাম্মদের পরিজনের উপর (রহমত) বর্ষন কর। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কুটিরে প্রবেশ কর। আমি সেখানে প্রবেশ করেই সারিদে (এক প্রকার উপাদেয় খাদ্য) পরিপূর্ণ একপাত্র খাদ্যসহ একজন সম্মানীত মেহমান দেখলাম।

ইবনে মাযা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসের সনদে দু'জন যয়ীফ রাবী রয়েছে। ইবনে জাওযী তো এটা জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
نوادر الا صول নামীয় কিতাবে তিরমিজির উদ্ধৃতি দিয়ে এই হাদীসটিকে
يوفون بالنذر– আয়াতের শানে নযুলরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

১৯। حديث: مثلى مثل شجرة انا اصلها وعلى فرعها والحسن ولحسين ثمر تها والشيعة ورقها– فاى شئ يخرج من الطيب الا الطيب–

আমার উদাহরণ একটি গাছের মতো। সে গাছটির শিকর আমি নিজে, আলী তার শাখা, হাসান হোসাইন হলো সে গাছের ফল, শিয়া সম্প্রদায় পাতা। ভালো জিনিষ থেকে উত্তম জিনিসই হয়ে থাকে।

হাদিসটির রাবী ওবাদ বিন ইয়াকুব একজন রাফেজী। ইবনে জাওযী হাদীসটিকে জাল বলেছেন। হাদীসটি অন্য ভাষায় ও বর্ণিত আছে সে হাদীসটি ও জাল। হাকেম মুসতাদরিকে অন্যভাবে যে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন তার মতন 'শাজ'।

২০। حديث : من خير الناس بعد كم ؟ فقال ابوبكر ، قلت ثم من ؟ قال: عمر فقالت عائشة يارسول الله : لم تقول فى على شيئا، قال : يافاطمة : علي كنفسى، من رايته يقول فى نفسه شيئا !

আপনার পরে কোন্ লোকটি সর্বোত্তম? রসূল বললেন আবু বকর। আমি বললাম। তারপর কে? তিনি বললেন ঃ ওমর। ফতেমা বললেনঃ ইয়া রসুলুল্লাহ! আলী সম্পর্কে আপনি কিছুই তো বললেন না। তিনি বললেনঃ হে ফাতেমা! আলী আমার সত্বার মতোই। যে তাকে দেখে সে মনে মনে কিছু বলে থাকেন।

হাদীসটির সনদে খালেদ বিন ইসমাঈল একজন জালকারী রাবীর উপস্থিতিতে হাদীসটি মওযু' বা জাল হাদীস রূপে আখ্যায়িত।

২১। حديث : ان ابابكر رضى الله عنه، قال لعلى رضى الله عنه : [illegible] لى عليه وسلم يقول : على الصراط عقبة ، لايجوزها احد الا بجوار من على بن ابى طالب - فقال على رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

لی: یاعلی: لا تکتب جواز لمن سب ابابکر وعمر–

আবু বকর (রা) হযরত আলীকে (রা) বললেন ঃ আমি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, পুলসিরাতের ওপর একটি দুর্গম দূর্গ আছে। আলীর ছাড়পত্র (Passport) ছাড়া সে দূর্গ কেউ অতিক্রম করতে পারবেনা। আলী (রা) হযরত আবু বকর কে (রা) বললেন ঃ আমি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হে আলী! যে ব্যক্তি আবু বকর ও ওমরকে গাল-মন্দ করে তার জন্যে ছাড়পত্র লিখনা।

খতীব সাহেব হাদীসটির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এটা একটি সাবৈব মিথ্যা হাদীস। কাহিনী কারদের আলাপচারিতা যেন।

২২। حديث : قلت للنبی صلی الله علیه وسلم یارسول الله : للنار جواز ؟ قال نعم : قلت وما هو قال: حب علی ابن ابی طالب –

আমি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! দোযখের জন্য কি ছাড়পত্র আছে? রসুল বললেন ঃ হ্যাঁ! আমি বললাম। সেটা কি? তিনি বললেন ঃ আলীকে মহব্বত করা।

হাদীসটি বানোয়াট।

২৩। حديث : من احبنی فلیحب علیا ومن ابغضنی علیا فقد ابغض فقد ابغض الله ومن ابغض الله ادخله الله النار–

যে আমাকে মহব্বত করে সে আলীকে মহব্বত করা উচিত। যে আলীর উপর অসন্তুষ্ট হলো সে আমাকেই অসন্তুষ্ট করলো। যে আমাকে অসন্তুষ্ট করলো সে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করলো। আর যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে আল্লাহ্ তাকে দোজখে প্রবেশ করাবেন। হাদীসটি জাল।

চার ঃ খলীফা চতুষ্টয়ের ফযিলত

১। حديث : ان الله امرنى ان اتخذ ابابكر والدا وعمر مشيرا وعثمان سندا وانت يا على ظهيرا- انتم اربعة قدا خذ الله لكم الميثاق فى ام الكتاب لا يحبكم الامؤمن تقى ولا يبغضكم الا منافق مسئ انتم خلفآ نبوتى وعقد ذمتى-

আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে আবু বকরকে পিতা (শ্বশুর), ওমরকে পরামর্শদাতা, ওসমানকে নির্ভরকারী এবং হে আলী! তোমাকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ আমাকে দিয়েছেন। তোমরা চারজন সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ওয়াদা করেছেন। পারহেজগার মুমিন লোকই তোমাদেরকে ভালোবাসবেন আর লম্পট মুনাফিকরা তোমাদের সাথে রাখবে হিংসা ও জিঘাংসা। তোমরা আমার নবুয়্যতের প্রতিনিধি এবং আমার জিম্মাদারীর বন্ধন।

খতীব সাহেব হাদীসটি আনাস (রা) থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করতঃ এটাকে সম্পূর্ণরূপে মুনকার বলেছেন। হাদীসটির সনদে দু'জন অজ্ঞাত রাবী আছে। ইবনে আসাকীর দারা কুৎনীতে আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু নায়ীম হোজাইফা থেকে 'ফাযায়েলে সাহাবা' অধ্যায়ে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন।

২। حديث : ينادى مناد يوم القيامة من تحت العرش : اين اصحاب محمد فيوتى بابى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم - فيقال لابى بكر قف على باب الجنة فاد خل من شئت برحمة الله واردع من شئت بعلم الله - ويقال لعمر: قف ، على الميزان

فثقل من شئت برحمة الله وخفف من شئت بعلم الله، ويكسى عثمان حلتين فيقال له : البسهما فانى خلقتهما واخرتهما لك حين انشأت خلق السموات والارض ويعطى على بن ابى طالب عصا من عوسج الشجرة التى عرسها الله بيده فى الجنة ، فيقال : ذد الناس عن الحوض -

কিয়ামত দিবসে একজন আওয়াজকারী (ফিরিশতা) আরশের নীচ থেকে আওয়াজ দিবে ঃ মুহাম্মদের সাথীগণ কোথায়? তখন আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং আলীকে (রা) পেশ করা হবে। তারপর আবু বকরকে বলা হবে; তুমি বেহেশতের দরজায় দাঁড়াও। যাকে ইচ্ছা আল্লাহর রহমতে বেহেশতে প্রবেশ করাও এবং যাকে ইচ্ছা আল্লাহর ইলম অনুযায়ী সেখানে প্রবেশ করতে বাধা দাও। ওমরকে (রা) বলা হবে; তুমি দাঁড়াও মিযানের কাছে। যাকে ইচ্ছা আল্লাহর রহমতে তার ওজন বেশী করে দাও আর যাকে ইচ্ছা তার ওজন কম করে দাও। তারপর ওসমানকে দু'টি নূতন পোষাক পরানো হবে। তাকে বলা হবে ঃ এই দুটি পরিধান কর। আমি এই দু'টি পোষাক তোমার জন্য তৈরী করে রেখে দিয়েছি যখন আমি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছি তখন থেকেই। এরপর আলীকে আওসাজ নামীয় গাছের একটি লাঠি দান করা হবে। এই গাছটি আল্লাহ্ তায়ালা বেহেশতে নিজ হাতে লাগিয়েছেন। তাকে বলা হবে লোকদেরকে কূয়া থেকে উঠাও!

আবু বকর শাফয়ী গাইলানিয়াতে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন ইবনে আব্বাস থেকে মারফু' হিসেবে। হাদীসটির সনদে আসবাগ বিন্ ফরজ ইসায়া বিন মুহাম্মদ রয়েছে। তাদের নির্ভরতা সন্দেহ জনক।

ইবনে জাওযী হাদীসটিকে জাল হাদীসের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইমাম সূয়ূতি বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। সবগুলো সূত্রই বিতর্কিত।

৩। حديث : ابوبكر وزيرى ، والقائم فى امتى من بعدى وعمر حبيبى ينطق على لسانى وانا من عثمان وعثمان منى وعلى اخى وصاحب لوائ-

আবু বকর আমার ওযীর এবং আমার পরে আমার উম্মতের প্রতিনিধি ; 'ওমর আমার হাবীব' সে আমার ভাষায় কথা বলে। আমি ওসমানের আর ওসমান আমার। আলী আমার ভাই এবং আমার পতাকাবাহী।

ইবনে আদী এবং ইবনে হাব্বান হযরত জাবের থেকে মারফু রূপে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীসটির সনদে আছে কাদেহ বিন রহমত, হাসান বিন আবু জাফর। তারা উভয়ই মাতরুক রাবী।

হাদীসটি জাল। – حديث : سب اصحابى ذنب لا يغفر – আমার সাহাবীদের গালমন্দ করা আমর্জনীয় গুনাহ্। ইবনে তাইময়া (রা) বলেন ঃ হাদীসটি সাবৈব মিথ্যা।

حديث : مثل اصحابى مثل النجوم ، من اقتدى بشئ منها اهتدى -

আমার সাহাবীগণ তারকারাজিসম (উজ্জ্বল)। যে কেউ তাদের যেকোনো বস্তুকে অনুসরণ অনুকরণ করবে সে হেদায়াত পাইবে।

হাদীসটি জাল।

কোদায়ী (খঃ ২য় পৃঃ ১০৯) জাফর বিন আবদুল ওয়াহিদ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যার ফলে হাদীসটি বানোয়াট হবে যায়। দারা কুৎনী বলেছেন; সে হাদীস জাল করতো। আবু যারযাহ্ বলেছেন, লোকটি ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনা করে বেড়াতো। ইমাম যাহবী যাদেরকে বর্ণনার ক্ষেত্রে দোষারোপ করেছেন তন্মধ্যে এই লোকটি অন্যতম।

৬। حديث : اصحابى كالنجوم بايئهم اقتديتم اهتديتم

আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায় (চির ভাস্কর)। যে কেউ তাদের অনুসরণ করলে তারা হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

হাদীসটি জাল বা মওযু'।

ইবনে আবদুল রাবী জামেউল ইলমে (খঃ ২য় পৃঃ ২৯) এবং ইবনে হযম আল-আহকামে (খঃ ৬ পৃঃ ৮২) সালাম বিন সুলাইমের সূত্রে হারিস বিন্ গোসাইন উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। এই সূত্রটি দলীল হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, গরিস বিন গোসাইন একজন অজ্ঞাত ও অখ্যাত রাবী।

ইবনে হাযম বলেছেন এই সূত্রটি পরিত্যক্ত। কেননা আবু সুফিয়ান যয়ীফ হারিস বিন গোসাইন এবং সালাম বিন সুলাইমান মওযু হাদীস রেওয়ায়েত করতো। সুতরাং তাদের বর্ণিত এই হাদীসটিও নিঃসন্দেহে জাল।

ইবনে খারাশ ইবনে সুলাইমানকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। التقريب প্রনেতা হাফেজ আবু সুফিয়ানকে ইবনে হাযমের মতো যয়ীফ না বলে صدوق বলেছেন। কেননা মুসলিম শরীফে তার থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ আছে।

ইবনে কুদামা তার গ্রন্থ المنتخب এই হাদীসটিকে অশুদ্ধ বলেছেন।

শা'রানী তার রচিত 'মিযানে' হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এভাবে- হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অনেক আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আহলে কাশফগণ এ হাদীসটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এভাবে হাদীস শুদ্ধ অশুদ্ধের যাচাই করা বাতিল। এগুলো সুফী সাধকদের বানানো পদ্ধতি। এটা ইসলামের স্বীকৃত ও সার্বজনীন বিধান নয়। হাদীসটি ভিত্তিহীন এটাই সর্বসম্মতিক্রম মত।

৭১। حديث : مهما اوتيتم من كتاب الله لعمل به، لا عذر لآحدكم فى تركه ، فايكن فى كتاب الله فسنة منى ماضية، فان لم يكن سنة منى ما ضية فماقال

اصحابی ، ان اصحابی بمنزلة النجوم فی السماء ، فایها اخذتم به اهتدیتم ، واختلاف اصحابی لکم رحمة -

তোমাদেরকে যখন কিতাবুল্লাহ দেয়া হয়েছে তখন এই কুরআনেরই অনুসরণ করতে হবে। কুরআন পরিত্যাগ করার তোমাদের কারো ওযরই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কুরআনে না পাও তাহলে আমার দেয়া সুন্নতের অনুসরণ করবে। আর প্রদত্ত সুন্নতে না পেলে আমার সাহাবীগণ যা বলেন তার ওপর আমল করতে হবে। কেননা আমার সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্রের মতো আলো ঝলমল। যে কেউ তাদের অনুসরণ করবে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আমার সাহাবীদের ইখতিলাফ তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।

হাদীসটি জাল।

খতীব শাহেব –الكفاية فى علم الرواية গ্রন্থে (পৃঃ ৪৮) আবুল আসলাম এবং ইবনে আসাকীর সুলাইমান বিন আবি কারিমার সূত্রে হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সূত্রটির প্রত্যেক রাবী খুবই দুর্বল। অত্যধিক দুর্বল এবং মাতরুক হওয়ার কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য তো নয়ই। অধিকন্তু ইমাম সাখাভী 'মাকাসেদে' এটাকে ভাবার্থের দিক থেকে জাল বলেছেন। দাইলামী উপরোক্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে–الموضوعات على القارى গ্রন্থে (পৃঃ ১৯) জাল হিসেবে গণ্য করেছেন।

ইমাম সূয়ূতি হাদীসটিকে জাল পর্যায়ে না নিয়ে অন্যভাবে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অধিকাংশ হাদীস বিশারদের মতানুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ইসলামী শরীয়ত অত্যন্ত স্বচ্ছ, পরিস্কার। চিন্তা ভাবনা করে এখেকে আকীদাগত কিছু উদ্ভাবন করার ক্ষেত্র এটা নয়।

৮। حديث : سالت ربى فيما اختلف فيه اصحابى من بعدى- فاوحى الله الى يا محمد ان اصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء ، بعضها اضواء من بعض- فمن اخذ بشئ مماهم عليه اختلافهم فهو عندى على هدى-

আমার পরে আমার সাহাবীগণের মধ্যে বিরাজমান মতপার্থক্য সম্পর্কে আমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহ্ আমার কাছে ওহী পাঠালেন এই বলে : হে মুহাম্মদ! তোমার সাহাবীগণ আমার কাছে আকাশের নক্ষত্রের মত চির ঝলমল। কতিপয় নক্ষত্র অপরাপর নক্ষত্রের তুলনায় অধিকতর উজ্জ্বল। তাদের মধ্যে বিরাজিত মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যে কেউ তাদেরকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখবে সে আমার কাছে হিদায়াতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত রূপে গণ্য হবে।

হাদীসটি জাল বা মওযু'।

ইবনে বাত্তাহ্ –الابانة গ্রন্থে (৩/১১/৪) নিয়ামুল মূলক الامالى গ্রন্থে (২/১৩) জিয়া –المنتقى عن مسموعانه بمروء কিতাবে এবং ইবনে আসাকীর (১/৩০৩/৬) নায়ীম বিন হামনাদের সূত্রে ওমর বিন খাত্তাব থেকে মারফুরূপে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সনদ মিথ্যা ও বানোয়াট। সনদের নায়ীম বিন হামনাদ তো যয়ীফ। ইমাম হাফেজ বলেছেন : সে ভুল করতো অধিক, আর আব্দুর রহিম ইবনে যায়েদ আলআমী ছিল কট্টর মিথ্যুক। ইবনে মুয়ীনও আবদুর রহীমকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। 'মিযান' গ্রন্থ হাদীসটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। ইবনে যায়ীদ বলেছেন, যায়েদ আলআমী হাদীস শাস্ত্রে সাধারনভাবে সে ছিল দুর্বল এবং দুর্বলগণই তার থেকে হাদীস সংগ্রহ করতো।

বর্তমান শতকের রিজাল শাস্ত্রে বিশারদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ইবনে

আবদুল বার্রের উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন : উপরোক্ত কথাগুলোকে রসুলের কালাম বলা ঠিক নয়। কেননা হাদীসটির সনদে রয়েছে যথেষ্ট গড়মিল। ইবনে ওমর কখনো নাসেখ আবার কখনো মানসুখ স্তরে উল্লেখ আছে। আর হাদীসটি যয়ীফ বা বিতর্কিত হওয়াব কারণ হলো আবদুর রহীম বিন যায়েদের উপস্থিতি। কারণ হাদীসবিদগণ তার রেওয়ায়েত গ্রহণ করার ব্যাপারে মৌন ছিলেন। উপরন্তু কথাগুলো নবী আলাইহিস সালামের হওয়াটা মুনকার বলে মনে হয়। তবে সঠিক ও সহীহ সনদ দ্বারা যে হাদীসটি প্রমাণিত তা হলো–

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ –

হাদীসটিতে راشدين শব্দ স্পষ্টত: একথার প্রমাণ যে সাহাবা অভিধায় আখ্যায়িত হলেই তার আদর্শ নির্বিধায় গ্রহণীয় নয়। অধিকন্তু তথাকথিত হাদীসটিতে রসুল যেনো এখতেলাফ করার ইংগীত দিয়েছেন। নবীর শাসন এমনটা হতে পারে কি? আল্লামা আলবানী সাহেব আরো বলেন-

হাদীসটি যে জাল তা সনদ ছাড়া সহীহ হাদীসের ভাবার্থের মুকাবিলা করলেও প্রমাণিত হয়। পরম সম্মানিত সাহাবীগণের মধ্যে কেউ ছিলেন অদ্বিতীয় আলেম, কেউবা ছিলেন মধ্যম পর্যায়ের আবার কতিপয় ছিলেন ভিন্ন স্তরের। ইলমের দিক থেকে এরূপ তারতম্য থাকা সত্বেও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বস্তরের সাহাবাকে এমনকি তাঁরা যে কোনো বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য করলে সেই বিতর্কিত বিষয়ে অন্ধভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া কখনো বিধি সম্মত হতে পারে না। অথচ সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে –خلفاء الراشدين আর চার খলীফা যে খুলাফায়ে রাশেদীন নামে খ্যাত এবং তাদের শাসনামল খেলাফতে রাশেদা অভিধায় অভিহিত একথা মুসলমান নামে সকলেই জ্ঞাত। সুতরাং তাদের সুন্নতই আমাদের আদর্শ। সাহাবীগণের

মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে কুরআন ও রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ মোতাবেক ফয়সালা করতে হবে। কেননা, কুরআন তথা আল্লাহ্ এবং হাদীস তথা রসুলের কথাই বিনাবাক্যে গ্রহণীয়। অন্য কারো নয়। আল্লাহ্‌র ঘোষণা–

ماأتكم الله فاخذه– ومانهاكم عنه فانتهوا –

আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর : আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।

তিনি সূরায়ে নিসার ৫৯ আয়াতে বলেছেন :

يَاأَيها الذين امنا اطيعو الله واطيعوالرسول واولى الامر منكم ...... ذلك خير واحسن تأويلا –

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর তোমরা যদি কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হও তা হলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর– যদি তোমরা...... কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে এটাই উত্তম।"

التوبة والمواعظ والرقاق

তাওবা, উপদেশ ও দাসত্ব সম্পর্কিত

১। احذروا الدنيا فانها اسحر من هاروت وما روت -

দুনিয়াদারী ছেড়ে দাও। কেননা এটাতো হারুত মারুতের যাদু বৈ আর কিছুনা।

ভিত্তিহীন মুনকার হাদীস।

২। ان الله يحب الشاب التائب

আল্লাহ্ তাওবাকারী যুবককে ভালোবাসেন।

সনদ যয়ীফ হওয়ার কারণে হাদীসটি যঈফ।

৩। التائب حبيب الله

তাওবাকারী আল্লাহর প্রিয়।

এরূপ ভাষায় হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

৪। ان الله يحب كل قلب حزين -

প্রত্যেক চিন্তাক্লিষ্ট অন্তরকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন।

খুবই দুর্বল হাদীস।

৫। جالسوا التوابين فانهم اورق افئدة -

তাওবাকারীদের সংগ লাভ কর। কেননা তারা বিগলিত মনের অধিকারী।

ভিত্তিহীন হাদীস।

৬। الناس نيام فاذا ماتو انتبوا -

মানুষ ঘুমের ঘোরে অবচেতনায় লিপ্ত থাকে। মৃত্যু আসলে চেতনা পায়।

এর কোনো ভিত্তি নেই।

৭। الدنيا حرام على اهل الاخرة والاخرة حرام على اهل الدنيا۔ والدنيا والاخرة حرام على اهل الله۔

পরকালবাসীদের জন্যে দুনিয়া হারাম আবার দুনিয়াবাসীর জন্য আখেরাত হারাম। আল্লাহ্ পাগল যারা তাদের জন্যে দুনিয়া আখেরাত উভয়ই হারাম।

হাদীসটি সর্বৈব মিথ্যা। হাদীসটি সহীহ হাদীস ও কুরআনের আয়াতের প্রকাশ্য খেলাপ। অনুরূপ বানোয়াট ভিত্তিহীন আরো হাদীস আছে– যেমন-

الدنياخطوة رجل مؤمن ۔ দুনিয়া মুমিন লোকের জন্য প্রতারণা।

الدنيا حزة الاخرة ۔ দুনিয়া আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো সবই জাল। সহীহ হাদীসের খেলাফ।

৮। ما علم الله من عبد ندامة على ذنب الا غفرله قبل ان يستغفر ۔

কোনো বান্দা তার গুনাহের জন্য সরমিন্দা হয়েছে একথা জানার সাথে সাথে মাফ চাওয়ার আগেই আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করে দেন।

বানানো হাদীস।

৯। من اذنب ذنبا فعلم ان له ربا ان شاء ان يغفرله غفره له وان شاء عذبه كان حقاعلى الله ان يغفر له ۔

কেউ গুনাহ্ করলো একথা জ্ঞাত হয়ে যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে আযাবও দিতে পারেন, এমতাবস্থায় তাকে ক্ষমা করে দেয়া আল্লার জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

বানোয়াট হাদীস।

১০। من اذنب ذنبا فعلم ان الله قد اطلع عليه غفر له وان لم يستغفر ۔

কেউ গুনাহ্ করার পর জানলো যে, তার গুনাহ্ তো আল্লাহ জেনে ফেলেছেন এক্ষেত্রে লোকটি ক্ষমা না চাইলেও আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন।

মওযু হাদীস।

১১। من اذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكى ـ

যে হাসতে হাসতে গুনাহ্ করে সে কাঁদতে কাঁদতে দোযখে প্রবেশ করবে।

বানানো হাদীস।

১২। يقول الله تعالى الدنيا : يا دنيا مرى على اوليائ ولاتحلولي لهم فتفتنيهم ـ

আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াকে বলেন : হে দুনিয়া! আমার ওলীদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে যাও কিন্তু তাদের মধ্যে প্রবেশ করোনা যাতে তারা ফিতনায় পতিত না হয়।

হাদীসটি জাল।

১৩। يكون فى الاخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة ـ

আখেরী যামানায় জাহেল আবেদ এবং ফাসেক কারী বেশী হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

১৪। التائب من الذنب كمن لا ذنب له – واذا احب الله عبدا لم يضره ذنب ؛

গুনাহ থেকে তওবাকারী লোক কোনো গুনাহ না থাকার মতোই (নিষ্পাপ)। যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে মহব্বত করেন তখন গুনাহ তাকে ক্ষতি করতে পারেনা।

হাদীসটি যয়ীফ।

১৫। التائب من الذنب كمن لاذنب له والمستغفر من الذنب وهومقيم عليه كالمستهزئ بربه ، ومن آذى مسلما كان عليه من الا ثم مثل منابت النخل ـ

গুনাহ থেকে তওবাকারী লোক গুনাহ না থাকার মতই হয়ে যায়। গুনায় লিপ্ত থেকে মাগফিরাত কামনাকারী আল্লার সাথে উপহাসকারীর মতোই। যে মুসলমানকে কষ্ট দেয় তার খেজুরের খামার পরিমাণ গুনাহ হয়।

এটাও দুর্বল হাদীস।

১৬। اذا ادخل النور القلب انفسح وانشرح ، قالوا : فهل لذلك امارة يعرف بها ، قال: الانابة الى دار الخلودوالتنحى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت ـ

কলবে নূর প্রবেশ করলে মন-মানস প্রসারিত ও বিস্তীর্ণ হয়। তারা বললো : এটা চিনবার কোনো আলামত আছে কি? তিনি (রসুল) বললেন : চিরস্থায়ী ঘরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, অহংকারী ঘরের প্রতি অনীহা থাকা এবং মৃত্যুর আগে মৃত্যুর জন্য তৈরী থাকা।

যয়ীফ হাদীস। হাদীসটি ইবনে মাসউদ থেকে তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ১ম সূত্র যয়ীফ। ২য় সূত্র মাতরূক, ৩য় সূত্রটিও যয়ীফ।

১৭। اصلحوا دنياكم واعملوا لأخرتكم ، كانكم تموتون غدا

তোমাদের দুনিয়ার জীবনকে এমনভাবে সংশোধন কর এবং আখেরাতের জন্য এমনভাবে আমল কর যেনো তোমরা কালকেই মরে যাবে।

হাদীসটি একেবারে দুর্বল।

১৮। اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها ـ

একটি মাত্র চেহারার (আল্লাহ্) জন্য কাজ কর তাতে সব চেহারা (সৃষ্ট জাত) তোমার যথেষ্ট হয়ে যাবে।

খুবই দুর্বল হাদীস। তবে ভাবার্থ সঠিক।

১৯। انزل الله الى جبريل فى احسن ما كان يأتى صورة ، فقال : ان الله عز وجل يقرئك السلام يامحمد ويقول لك : انى اوحيت الى الدنيا ان تمررى وتكدرى وتضيفى وتشدى على اوليائى كى يحبوا لقائى ، وتسهلى وتوسعى وتطيبى لاعدائى حتى يكرهوا لقائى- فانى خلقتها سجنا لاوليائى وجنة لاعدائى

আল্লাহ্ তাআলা জিব্রাইলকে আমার কাছে তাঁর নিত্যদিনকার সুন্দর আকৃতিতে অবতরণ করেন। জিব্রাইল এসে বললেন : ইয়া মুহাম্মদ! আল্লাহ্ আপনার উপর সালাম পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে বলেছেন : আমি দুনিয়াকে নির্দেশ দিয়েছি দুনিয়া যেনো আমার ওলীদের জন্য কষ্টদায়ক, পীড়াদায়ক, সংকীর্ণ ও কোনঠাসা হিসেবে প্রতিভাত হয়। যাতে তাঁরা আমার দীদারকে ভালোবাসতে পারে। আর আমার দুশমনদের জন্য যেনো সে (দুনিয়া) শুভাশীষ, প্রসারতা, স্বচ্ছলতা বয়ে আনে যাতে সে (দুনিয়ার মোহে লিপ্ত থাকার দরুন) আমার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপসন্দ করে। আমি দুনিয়াকে আমার ওলীদের জন্যে করেছি জেলখানা স্বরূপ আর আমার দুশমনদের জন্যে করেছি বেহেশ্ত সাদৃশ্য।

হাদীসটি মুনকার।

২০। عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه ولضاحك ملئ فيه ولا يدرى

الارض الله ام اسخطه ـ

দুনিয়ার খোঁজে লিপ্ত মানুষ অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজছে, সকল লোক,অবচেতন অথচ কোনো কিছুই তাথেকে অবচেতন নয়, মানুষ খুশীতে আটকানা অথচ সে জানেনা আল্লাহ্ তার ওপর সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট. এমন লোকদের অবস্থা দর্শনে আমি অবাক হয়েছি।

খুবই দুর্বল হাদীস।

২১। لا تمنوا الموت فان هول المطلع شديد - وان من السعادةان يطول عمر العبد ويرزقه الله تعالى الانابة

তোমরা মৃত্যু কামনা করনা; কেননা মৃত্যুর করালগ্রাস খুবই ভয়াবহ। বয়স বেশী হওয়া বান্দার জন্য নেককার হওয়ার পরিচয়। এরূপ বান্দাকে আল্লাহ্ তাআলা (ইনাবত) আত্মসংযমীর রিযক দিয়ে থাকেন।

দুর্বল হাদীস।

২২। لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولاصدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا ، يخرج من الا سلام كما تخرج الشعرة من العجين ـ

একজন বিদয়াতী লোকের রোযা, নামায, সদকাহ্, হজ্ব, ওমরাহ্, জিহাদ, ব্যয়, ন্যায়পরায়নতা কিছুই আল্লাহ্ কবুল করেন না। সে ইসলাম থেকে গম থেকে আটা বের হওয়ার মতো বের হয়ে যায়।

হাদীসটি বানানো। এ পর্যায়ের আরেকটি হাদীস আছে এভাবে–

ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

বিদয়াতী লোকের বিদয়াত কাজ বর্জন না করা পর্যন্ত তার কোনো কাজই আল্লাহ্ কবুল করেন না।

হাদীসটি মুনকার স্তরের। হাদীসটির সনদ এরূপ-

ابو الشيخ عن بشر بن منصور الحناط - عن ابى زيد عن ابى المغيرة عن عبد بن عباس قال :

এই সনদটি যয়ীফ। দু'জন রাবী অজ্ঞাত।

২৩। اربع من اعطهن فقد اعطى خيرالدنيا والاخرة قلب شاكر ولسان ذاكر ، بدن على البلاء صابر ، وزوجة لا تبغيه خونا فى نفسها ولإماله .

যাকে ৪টি জিনিষ দান করা হয়েছে তাকে যেনো দুনিয়া ও আখেরাতের উত্তম জিনিস দান করা হলো। শুকরগুযার কাল্ব, যিক্‌রে লিপ্ত যবান, মুসিবতে ধৈর্য্যধারনকারী শরীর এবং নিজের ও স্বামীর মাল সম্পদ রক্ষাকারীনী স্ত্রী।

যয়ীফ হাদীস।

২৪। التوبة يجب قبلها .

তওবাহ পূর্বকৃত সব কিছু (গুনাহ) চুষে নেয়।

হাদীস রূপে একথার কোনো ভিত্তি নেই।

২৫। حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا - وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا- فانه اهون عليكم فى الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم وتزينوا للعرض الا كبر (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) .

তোমাদের হিসাব চাওয়ার আগেই নিজের হিসাবে নিজেরা কর; তোমাদের (আমলের) ওযন দেয়ার আগেই নিজের ওযন নিজেরা দিয়ে নাও। কারণ আজ নিজের হিসাব নিজে নেয়া কালকে হিসাব দেয়ার জন্যে সহজতর হবে এবং বড় দিনে (হাশর) ওযনের জন্য হবে সহজ-সরল।

(কুরাআনের বাণী- يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية)

মওকুফ হাদীস। হাদীসের একটি সনদ এরূপ-

جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج به -

এই সনদটি ভালো যদিও সাবেত ওমর থেকে এটা শুনেছেন। এ অবস্থায় এর স্তর হলো মুআল্লাক মুনকাতে এর মতো।

২৬। لكل شئ معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين -

প্রত্যেক বস্তুর রয়েছে খনি। আর তাকওয়ার খনি হলো আরেফীনদের অন্তকরণ সমূহ।

বানোয়াট হাদীস।

২৭। لو جأت العسرة حتى تدخل هذاالحجرلجأت اليسرة حتى تخرجه -فانزل الله تبارك وتعالى : (ان مع العسر يسرا)

তোমার এই পাথরে ঢুকে যাওয়ার মতো বিপদ যদি আসে, তাহলে সেখান থেকে বের হয়ে আসার মতো সুযোগও অবশ্য আসবে। এ কারণেই আল্লাহ্ নাযিল করেছেন : ان مع العسر يسرا

খুব দুর্বল হাদীস।

২৮। ما من سلم ينظر الى امرأة اوينظرة ثم يغض

بصره الا احدث الله له عبادة يجد حلا وتها -

কোনো মুসলমান মেয়ে লোকের দিকে হঠাৎ একবার দেখার পর তার দৃষ্টি ফিরায়ে আনলে আল্লাহ্ এটাকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং সে এর মধূরতা পেতে থাকে।

খুব দুর্বল হাদীস।

জানাযা, রোগ, মৃত্যু

১। كان لايعود مريضا الا بعد ثلاث -

তিন দিন পর (রসূল) রোগীর চিকিৎসা করাতেন।

জাল হাদীস। কেউ যয়ীফ বললেও ও জাল হওয়াই অধিকাংশের অভিমত।

অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত কথাটিও বানোয়াট-

لا يعاد المريض الا بعد ثلاث -

তিন দিন অতিবাহিত না হওয়ার আগে রোগীর চিকিৎসা করনা।

২। من زار قبر أبويه او احدهما فى كل جمعة غفرله وكتب برا -

যে প্রতি শুক্রবার তার বাপ-মা কিংবা তাদের কারো একজনের কবর যিয়ারত করবে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় এবং নেক লেখা হয়।

বানানো হাদীস। হাদীসটির সনদে বর্ণিত রাবী মিথ্যাবাদী, জালকরণ, অখ্যাত ইত্যাকার দোষে দোষণীয়।

৩। من زار قبر والديه كل جمعة - فقراء عندهما اوعنده (يسن) غفرله بعدد كل اية او حرف -

যে প্রতি শুক্রবার তার মা-বাপের কবর যিয়ারত করে এবং তাদের বা তাদের একজনের কবরের কাছে 'ইয়াসীন' সূরা পাঠ করবে তাকে প্রত্যেকটি আয়াত বা অক্ষরের হিসাবানুযায়ী মাফ করে দেয়া হবে।

জাল হাদীস। হাদীসটি যে সহীহ্ হাদীসের খেলাফ তা সহজেই অনুমেয়। কবরে নির্দিষ্ট দোয়া ছাড়া কুরআন পাঠ করা মকরূহ একথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের সর্বসম্মতিক্রম অভিমত। কাজেই সুন্নতের অনুসরণ ও বিদআত বর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। যেটাকে আমরা অজ্ঞতাবশত: সওয়াবের কাজ মনেকরি সেটা হাদীসের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ।

৪। من اصيب بمصيبة فى ماله اوسجده وكتمها ولم يشكهم الى الناس كان حقا على الله ان يغفر له -

কারো সম্পদে বা কেউ শারীরিকভাবে মুসিবতে পতিত হওয়ার পরও যদি সে তা গোপন রাখে এবং কোনো লোকের কাছে অভিযোগ না করে তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া আল্লার উপর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

ভিত্তিহীন বানোয়াট হাদীস।

৫। لعن رسول الله عليه وسلم زائرت القبور والمتخذين عليها المساجدو السرج -

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী স্ত্রীলোকদেরকে, কবরকে যারা মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করে এবং যারা কবরে বাতি দেয় তাদের সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন।

হাদীসটির বিবৃত ভাষা যয়ীফ। ৪টি সুনানে এভাবে বর্ণিত হলেও অধিকতর সহীহ হাদীসগ্রন্থে رسول الله صلى عليه سلم কথাটি নেই। অন্যসূত্রে আছে এভাবে- فلعن زائرات القبور

আবার এভাবে ও আছে- ولعن المتخذين على القبور المساجد -

হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হওয়ার কারণে যয়ীফ হলেও অনুরূপ কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব কবর যিয়ারত বিধানমতে করা, সিজদা না করা, এমনকি সেখানে সৎ উদ্দেশ্যেও নামায না পড়া, কবরে মোমবাতি, আগর বাতি সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার না করাই ইসলামের বিধান।

৬। ادفنوا موتاك وسط قوم صالحين - فان الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحى بجار السؤ -

নেককার সম্প্রদায়ের মাঝখানে তোমাদের মৃতদেরকে দাফন কর; কেননা, খারাপ প্রতিবেশীর কারণে মৃতদেহদের কষ্ট দেয়া হয় যেমন জীবিতরা খারাপ প্রতিবেশীদের দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকে।

হাদীসটি মওযু'।

৭। ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من الاموات ، فان كان خيرا استبشروابه - وان كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هد يتنا -

তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের কাছে পেশ করা হয়। যদি তারা তোমাদের আমল ভালো দেখেন তাহলে তারা তাতে খুশী হোন আর যদি ভালো না হয় তাহলে তারা বলেন : আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে যেভাবে হেদায়াত দান করেছো সেভাবে তাদেরকে হেদায়াত না করা পর্যন্ত তুমি তাদেরকে মৃত্যু দিওনা।

হাদীসটি যয়ীফ।

سفيان عمن سمع انس بن مالك يقول :

এই সনদটি যয়ীফ। কেননা সুফিয়ান ও আনাসের মধ্যবর্তী রাবী অজানা।

৮। ثلاث من كنوز البر: اخفاء الصدقة وكتمان الشكوى وكتمان المصيبة ـ

নেক কাজের তিনটি ভান্ডার : গোপনে দান করা, অভিযোগ গোপন করা, মুসিবত প্রকাশ না করা।

যয়ীফ হাদীস।

৯। ذهاب احدى رجلى الرجل غفران نصف ذنوبه وذهابهما كلا هما غفران ذنوب كلها، وذهاب احدى عينيه غفران نصف وذنوبه وذهابهما كليمها استحلال الجنة ـ

কোনো পুরুষের একপা নষ্ট হয়ে যাওয়া তার গুনাহের অর্ধেক মাফ হওয়া আর দু'টোই না থাকা সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাওয়ার নামান্তর। দুটো চোখের একটি নষ্ট হয়ে গেলে অর্ধেক গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় আর দুটি চোখের দৃষ্টি চলে গেলে তারজন্যে বেহেশতে প্রবেশ অবধারিত হয়ে যায়।

মিথ্যা হাদীস।

১০। ذهاب البصرمغفرة للذنوب: وذهاب السمع مغفرة للذنوب وما نقص من الجسد فعلى مقدار ذلك ـ

দৃষ্টি শক্তি চলে যাওয়া গুনাহ্ মাফের করণ, শ্রবণ শক্তি রহিত হলে গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। শরীরের অন্যান্য অংগহানি ঘটলে এ পরিমাণে পরিনাম মিলবে।

বানোয়াট হাদীস।

১১। ما مؤمن يعزى اخاه بمصيبة الاكساه الله سبحانه من حلال الكرامة يوم القيامة ـ

কোনো মুমিম বান্দা তার ভাইকে মুসিবতের সময় ইজ্জত করলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিনে ইজ্জতের পোষাক পড়াবেন।

যয়ীফ হাদীস।

১২।ماينفعكم ان اصلى على رجل روحه مرتهن فى قبره ولا يصعد روحه الى الله فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه ، فان صلاتى تنفعه ـ

যে রেহান রেখে মারা যায় আমার নামাযে জানাযাও তার রূহের জন্য কোনো উপকারীতা তোমরা আশা করতে পারনা। এমন রূহ আল্লার কাছেও পৌছেনা। যদি কেউ তার ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করে তবেই আমি তার জানাযা পড়ি। তখন আমার জানাযা পড়া ঐ লোকের জন্য অবশ্যই উপকারী।

যয়ীফ হাদীস। হাদীসটির সূত্রের মধ্যে যয়ীফ রাবী রয়েছে। অন্য সূত্রে لاتصعد روحه ـ অংশটুকুর কথা উল্লেখ নেই। তবে دين কর্জ আদায়ের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে।

১৩। ما الميت فى قبره الا كالغريق المستغيث ينتظر دعوة تلحقه من أب او أم او أخ او صديق ـ فاذا الحقته كانت احب اليه من الدنيا وما فيها –وان الله عز وجل ليدخل على اهل القبور من دعا اهل الدور امثال الجبال – وان هدية الاحيأ الى الاموات الاستغفار ـ

প্রতিটি মৃত লোক তার কবরে করুনার প্রার্থী হয়ে দোয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। বাপ-মা অথবা ভাই বন্দুদের কেউ তাদের সাথে (আত্মিকভাবে) সাক্ষাৎ করে থাকে। এই সাক্ষাৎ মৃত লোকটির কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর চেয়ে অধিকতর প্রিয়। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াবাসীদের দোয়া কবরবাসীদের কাছে পাহাড়সম বিরাট করে অবশ্যই প্রবেশ করিয়ে থাকেন। কবরবাসীদের জন্যে জীবিত লোকদের হাদিয়া হলো তাদের জন্য আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

হাদীসটি একেবারে মুনকার। কারো মতে যয়ীফ। সনদে বর্ণিত ইবনে আবু আইয়াশ একজন দুর্বল রাবী। ইমাম জাহবী বলেছেন : রাবী অজ্ঞাত , তার বর্ণিত হাদীস একেবারে মুনকার।

১৪। من جلس على قبر يبول عليه اويتغوط – فكأنما جلس على جمرة -

কবরের কাছে পায়খানা বা প্রস্রাব করার জন্য বসা জুমরায় আকাবায় (গযবের স্থান, অবস্থান করা নিষিদ্ধ) বসারই নামান্তর।

হাদীসটি এভাষায় মুনকার। তবে হাদীসে আছে–

نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث : غائطا اوبول -

পায়খানা বা প্রস্রাবের জন্য কবরের কাছে বসতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।

১৫। احضر واموتاكم ولقنوهم لااله الا الله وبشروهم بالجنة فان الحليم من الرجال والنساء يتحيرون عند ذلك المصرع وان الشيطان لأقرب ما يكون عند ذلك المصرع والذى نفسى بيده لمعانية ملك الموت اشد من

الف ضربة بالسيف والذى نفسى بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يأكل اعرف منه على حياله -

তোমরা মৃত্যুযাত্রী লোকদের কাছে উপস্থিত থেকে তাদেরকে লাইলাহা ইল্লাল্লাহের তালকীন দাও এবং তাদেরকে বেহেশতের শুভসংবাদ দাও। পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের মধ্যে দয়াদ্রচিত্ত লোকেরা মৃত্যুর বিভীষিকায় সদাসন্ত্রস্ত থাকে। শয়তান মৃত্যুর এই বিভীষিকাময় সময়ে অন্তিম শয্যায় শায়িত লোকটির খুব কাছাকাছি থাকে। আল্লার কসম! মালাকুল মউতের পর্যবেক্ষন শানিত তলোয়ারের সহস্র আঘাত থেকে অধিকতর ভয়াবহ। আল্লার শপথ! শরীরের প্রতি রগ-রেষা ব্যাথায় জর্জরিত না হয়ে দুনিয়াতে কারো নিশ্বাস বের হয় না।

হাদীসটি যয়ীফ। সনদটি এরূপ-

اسماعيل بن عياش عن ابى معذ عتبة بن حميد عن مكحول من وائله بن الاسقع -

মাফলুল নামীয় রাবী বিতর্কিত। আবু মাআবও তর্কের উর্ধ্বে নয়।

বি: দ্র: মওতের ফিৎনা সম্পর্কে ইমাম গাযযালীর (র) বর্ণনা-

ان ابليس لعنه الله وكل اعوانه يأتون الميت على صفة ابوبه على صفة اليهودية فيقولان له : مت يهوديا فان انصرف عنهم جاء اقوام اخرون على صفة النصرى حتى يعرض عليه عقائد كل ملة - فمن ارادالله هدايته ارسل الله اليه جبريل - فيطرد الشيطان وجنده فيتبسم الميت -

অভিশপ্ত ইবলিস তার সাংগপাংগ নিয়ে মৃত্যুযাত্রী লোকটির কাছে ইহুদির

বেশে বাপ-মার আকার ধারন করে উপস্থিত হয়ে তাকে বলে : ইহুদি হয়ে মর: তারা চলে যাওয়ার পর অপর একটি দল আসে নাসারার বেশ ধরে। এভাবে প্রত্যেক জাতীর আকিদা বিশ্বাস তার কাছে পেশ করা হয়। যাকে হেদায়েত করার ইচ্ছা আল্লাহ্ তার কাছে জিব্রাঈলকে পাঠিয়ে দেন। জিব্রাইল এসে শয়তান ও তার সৈন্যসামন্তকে দূরে নিক্ষেপ করে দেন। এ অবস্থা দর্শনে মাইয়্যেত মুসকি হাসেন...

ইমাম সূয়ূতি বলেছেন : "হাদীসে এমন ধরনের কথা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিফহাল নই"।

১৬। اذا دخلت على مريض فمره ان يدعولك - فان دعائه كدعائه الملائكة۔

কোনো রোগীকে দেখতে গেলে রোগ মুক্তির জন্য দোয়া কর; কেননা তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

১৭। : اذا مررت عليهم (يعنى اهل القبور) فقل السلام عليكم يا اهل القبور من المسلمين والمومنين - انتم لنا سلف ونخف لكم تبع وانا انشأ الله لكم لا حقوق - فقال ابوزين : يارسول الله ويسمعون ؟ قال : ويسمعون ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا اولا ترضى يا ابا رزين ان يرد عليك (بعد دهم من الملائكة)۔

কবরবাসীদের (কবরস্থান) কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বল: আসসলামু আলাইকুম...। আবু রার্জিন বললো : ইয়া রাসুলাল্লাহ্! তারা কি শুনতে পায়? রসুল বললেন : তারা শুনে তবে জবাব দিতে সক্ষম নয়।

অথবা হে আবু রায্যিন তোমাকে জবাব দিতে তারা (ফিরিশতাগণ) রাজি নয়।

মুনকার হাদীস। হাদীসের প্রথমাংশ - انشاء الله بكم لا حقوق পর্যন্ত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কবরবাসীদের শ্রবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন- سلسله الاحاديث الموضوعة পৃ: ৩ পৃ: ২৮৫-২৮৬।

১৮। تمام عيادة المريض ان يضع احدكم يده على جبهة اوعلى يده فيسح له : كيف هو ؟ وتمام تحياتكم بينكم المصافحة -

রোগীর পূর্ণভাবে সেবা করার পদ্ধতি হলো, তাদের কপালে কিংবা হাতে তোমাদের হাত রাখা তারপর তার কুশল জিজ্ঞাস করা। তোমাদের পারস্পরিক মর্যাদা ও আন্তরিকতার নিদর্শন হলো মুসাফাহা করা। রোগীর সাথে মুসাফাহা করা হলো রোগীও তোমাদের মধ্যকার পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন।

যয়ীফ হাদীস।

১৯। من يعمل سوء ايجزبه فى الدنيا -

যে খারাপ কাজ করে এই দুনিয়াই সে তার পরিণাম ফল ভোগ করে।

যয়ীফ হাদীস।

- من يعمل سوءا يجزبه (যে খারাপ কাজ করবে তার ফল সে ভোগ করবে।) এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে খুব ব্যাপভাবে আয়াতটি ছড়িয়ে পড়ে : তখন রসুল বললেন :

قاربوا وسردوا ، ففى كل ما يصاب به المسلم كفارة ، حتى النكبة ينكحها ، اوالشوكة يشاكها -

নিকটে এসো এবং চালিয়ে যাও। মুসলমানদের উপর আপতিত প্রতিটি

মুসিবত প্রকারান্তরে কাফফারা বৈকি! এমনকি দুর্ঘটনার শিকার কিংবা একটি কাঁটার কষ্টও কাফফারা।

এই হাদীসটি মুসলিম শরিফে আছে। ইমাম তিরমিজি এটাকে হাসান গরীব হাদীস বলেছেন।

২০। تعرض الاعمال يوم الا ثنين ويوم الخميس على الله ، وتعرض على الا نبياء وعلى الاباء والامهات يوم الجمعة - فيفرحون بحسناتهم ونزداد وجوههم بياضا واشراقا فاتقوا الله ولاتؤذوا امواتكم -

সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহর কাছে এবং নবীগণ ও বাপমায়ের কাছে শুক্রবারে আমলনামা পেশ করা হয়। তাদের আমল ভালো ও নেক দেখলে তাঁরা খুশী হন এবং তাদের চেহারা আরো উজ্জ্বল ও কান্তিময় হয়ে উঠে। আল্লাকে ভয়কর এবং মৃতদেরকে কষ্ট দিওনা।

হাদীসটি মওযু।

২১। من احتجم يوم الخميس فمرض فيه مات فيه -

যে বৃহস্পতিবারে খৎনা করাইবে সে রোগে আক্রান্ত হবে তাতে সে মারা যেতে পারে। মুনকার হাদীস।

ان فى الجمعة ساعة لايحتجم فيهامحتجم الا عرض له داء لا يشفى منه -

জুমআর দিনে এমন একটি লগ্ন আছে সে সময় খৎনা করলে খৎনাকারী এমন রোগে আক্রান্ত হতে পারে যার কোনো নিরাময় নেই।

যয়ীফ হাদীস।

২২। عود وا المرضى ومروهم فليدعوا الله لكم - فان

دعوة المريض مستجابة وذنبه مغفور ـ

রোগীর শুশ্রুষা কর; তাদের কাছে যাও। তারা তোমাদের জন্য আল্লার কাছে দোয়া করে। রোগীর দোয়া গ্রহণীয় এবং তাদের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

জাল হাদীস।

২৩। من دخل المقابر فقراء سورة يسن خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات -

যে কবরস্থানে প্রবেশ করে সুরায়ে 'ইয়াসিন' পাঠ করে সেদিন কবরবাসীদের আযাব হালকা করে দেয়া হয় এবং তার আমল নামায় ঐ পরিমানে নেক লেখা হয়।

হাদীসটি বানানো।

২৪। من مات فقد قامت قيامه ـ

কারো মৃত্যুই তার জন্যে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাওয়া।

যয়ীফ হাদীস।

২৫। من مربالمقابر فقراء قل هوالله احد ، احدى عشر مرة ثم وهب اجره للاموات ، اعطى من الاجر بعدد الاموات ـ

কবরস্থান অতিক্রম কালে ১১ বার সুরায়ে এখলাস পড়ে মৃতদের রূহে এর সওয়াব পৌছে দিলে কবরবাসীদের পরিমাণ তাকে সওয়াব দান করা হয়।

জাল হাদীস।

জিহাদ, সফর, যুদ্ধ-বিগ্রহ

১। سافروا تصحوا ، واغزوا تستغنوا ـ

সফর করে সুস্থ্ থাকো। যুদ্ধ করে ধনী হও।

দুর্বল হাদীস।

২। السلطان ظل الله فى ارضه من نصحه هدى ومن غشه ضل ـ

বাদশাহ তার দেশে আল্লার ছায়া বিশেষ। যে তার সহযোগীতা করে সে সঠিক পথে আছে আর যে তাকে প্রতারণা দেয় সে পথহারা।

বানোয়াট হাদীস।

৩। من سافر من دار اقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ان لا يصحب فى سفره ـ

যে জুমআর দিন তার অবস্থানস্থল থেকে সফর করে ফিরিশতাগণ তার সফরসংগী না হওয়ার জন্য বদদোয়া করেন।

যয়ীফ হাদীস। অন্যসূত্রে আছে- ولا تقضى له حاجة ـ তার প্রয়োজনও মিটেনা। এটা বানানো হাদীস।

৪। من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية

যে সমকালীন ইমামকে না চিনে মরে গেল সে যেন জাহিলিয়তের মৃত্যু বরণ করলো।

এ ভাষায় হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই। তবে মুসলিম শরিফে কথাটি আছে এভাবে-

ان ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول : من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ،ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ـ

এখানে মূলত : আনুগত্যের বাইআতের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

৫। اذا اضل احدكم شيئا او اراد احدكم غوثا وهو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اغيثونى ، يا عباد الله اغيثونى فان لله عباد لا نراهم ـ

তোমাদের কেউ কোনো জিনিস যখন হারিয়ে ফেল কিংবা সাথী সংগী বিহীন কোনো নির্জনস্থানে কারো সাহায্য পেতে ইচ্ছা কর তখন বলা উচিত: হে আল্লার বান্দাগণ! আমাকে সাহায্য কর! কেননা আল্লার এমন অনেক বান্দা রয়েছে যাদেরকে আমরা দেখিনা।

যয়ীফ হাদীস। হাদীসটি সহীহ হাদীসেরও খেলাফ। কেননা আল্লার কাছে সরাসরি দোয়া করার কথা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[১]

৬। ان لله تعالى مجاهدين فى الارض افضل من الشهداء احيا مرزوقين يمشون على الارض-يباهى الله بهم ملائكة السماء تزين لهم الجنة كما تزينت ام سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم- هم الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمحبون فى الله والمبغضون فى الله - والذى نفسى بيده ان العبد منهم ليكون فى الغرفة فوق الغرفات ، فوق

১. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন- سلسة الاحاديث ـ খ : ২ পৃ : ১০৯

غرف الشهداء ، للفرقة منها ثلاثة الف باب منها الياقوت والزمزد الاخضر ، علي كل باب نور -وان الرجل منهم لتزوج ثلاث مائة الف حوزاء قاصرت الطرف عين ، كلما التفت الى واحده ، منهن تنظر اليها تقول له : اتذكر يوم كذا وكذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ كلما نظر الى واحدة منهن ذكرت له مقاما امر فيه بمعروف ونهى فيه عن المنكر

-

যমীনে আল্লার বেশ কিছু মুজাহিদ রয়েছেন। তারা শহীদদের চেয়ে মর্যাদাবান, তারা জীবন্ত, রিযকপ্রাপ্ত। দুনিয়ায় তারা বিচরণ করে থাকেন। আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে আকাশের ফিরশতাদের সাথে ফখর করেন। তাদের জন্যে বেহেশত সুসজ্জিত করা হয়েছে যেমন উম্মে সালমাকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে সাজানো হয়েছিল। তারা ছিলেন সৎকাজের আদেশদাতা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে প্রচেষ্টাকারী। আল্লার জন্যেই তারা কাউকে ভালোবাসতেন আবার কারো সাথে দুশ্‌মনি করতেন তো আল্লার জন্যেই। আল্লার কসম। তাদের মধ্যে কোনো একজন বেহেশতের সর্বোচ্চ কক্ষ এমন কি শহীদদের কক্ষের উপরে অবস্থান করবে। সে কক্ষে থাকবে ৩ লাখ ইয়াকুত ও সবুজ মার্বেল পাথরের দরজা। প্রতি দরজায় থাকবে আলো। তাদের প্রতিটি লোকের থাকবে তিন লক্ষ হুর। হুর সকল হবেন আকর্ষণীয়া। তাদের কারো একজনের দিকে যখন সে তাকাবে তখন সে তাকিয়েই থাকবে আর হুর বলবেন : অমুক দিন তুমি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের বাধা দিয়েছিলে সে কথা কি তোমার মনে আছে? এভাবে প্রত্যেকেই তাদের প্রতি দৃষ্টি দিতেই বান্দাকে তার কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন।

হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই। ইমাম গাযযালী (র) এটা হাদীস হিসেবে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৭। لرباط قوم فى سبيل الله وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ، ورباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان افضل عند الله اعظم اجرا اراه-قال من عبادة الف سنة صيامها وقيامها فان رده الله الى اهله سالما لم تكتب عليه سيئة الف سنة ويكتب له الحسنات - ويرى له اجرالرباط الى يوم القيامة -

আল্লার রাস্তায় মুসলমানদের পর্দার অন্তরালে থেকে সীমান্ত প্রহরায় রত থাকার প্রতিদান রমযান মাস ছাড়া অন্যমাসে শতবৎসর রোযা নামায করার চেয়ে অনেক বড়। আর রমযান মাসের সীমান্ত প্রহরা আল্লার কাছে অনেক বড় অর্থাৎ একহাজার বৎসর নামায রোযার চেয়ে অধিক বড়। যদি তাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা তার পরিজনদের কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে দেন তাহলে তাদের আমল নামায় এক হাজার বৎসরের গুনাহ লেখা হয় না। লেখা হয় কেবল নেক কাজ সমূহ এবং কিয়ামত অবধি সীমান্ত প্রহরার প্রতিদান তার জন্যে চালু থাকবে।

জাল হাদীস।

৮। لما قدم المدينة جعل النساء والصبيان والولأد يقلن : طلع البدر علينا ـ من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ـ مادعا لله داع ـ

তিনি (রসুল) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন তখন মদীনার নারী শিশুর

কিশোর (সমবেত) কণ্ঠে গেয়ে উঠে–

তালাআল বাদরু আলাইনা....

(সানিয়াতুল বিদা থেকে আমাদের কাছে পূর্নিমার চাঁদ (রসুল) উদিত হয়েছে। আল্লাহর দিকে তিনি আহবান জানান। সুতরাং শুকরিয়া আদায় করা আমাদের উপর ওয়াজিব।)

দুর্বল হাদীস। ইমাম গাযযালী (র) (بالدف والالحان) (ঢোল তবলাসহ) বাক্যাংশ বাড়িয়ে বলেছেন। অথচ হাদীস হিসেবে এর কোনো ভিত্তি নেই। এ কাহিনী অবলম্বন করে কেউ ঢোল তবলা জায়েয করার হীন প্রচেষ্টা করেছে।

৯। لا يحل لثلاثة تعزيكونون بارض فلاة الا امروا عليهم احدهم -

তিন জন লোক কোনো নির্জন জায়গায় তাদের একজনকে আমীর না বানিয়ে অবস্থান করা বৈধ নয়।

যয়ীফ হাদীস।

তবে আবু দাউদে এ বিষয়ে একটি সহীহ হাদীস আছে এভাবে–

اذا كان ثلاثة فى سفر فليؤمروا احدهم -

তিনজন সফরসংগী হলে একজনকে আমীর বানানো উচিত।

১০। اذا قدم احدكم من سفر فليهد الى اهله– وليطرفهم ولو كانت حجارة -

তোমাদের কেউ সফর করে আসলে মেজবানের জন্য কিছু হাদিয়া পেশ করা উচিত এবং একটি পাথর দিয়ে হলেও তাদের প্রতি সদয় হওয়া দরকার।

খুবই দুর্বল হাদীস।

১১। اذا قدم احدكم من سفر فلا يدخل ليلا وليضع خروجه ولوحجرا -

তোমাদের কেউ সফর করে আসলে রাতে প্রবেশ করোনা। তার বের হওয়ার সময় একটি পাথর হলেও তা তার জন্য রাখা উচিত।

বানোয়াট হাদীস।

১২। ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف -

তিনটি বস্তুর উপস্থিতিতে আমলও কোনো উপকারে আসেনা। আল্লার সাথে শির্ক করা, মা-বাপের অবাধ্য হওয়া, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা।

খুব দুর্বল হাদীস।

১৩। كان لا ينزل منز لا الا ودعه بركعتين -

দু' রাকাআত নামায আদায় করা আমানত স্বরূপ ব্যতীত তিনি কোথাও অবতরণ করতেন না। যয়ীফ হাদীস।

১৪। كان اذا نزل منز لا في سفراو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين -

সফরে কোথাও অবতরণ করলে কিংবা তাঁর (নবী) ঘরে প্রবেশ করলে দু' রাকাআত নামাজ আদায় না করা পর্যন্ত বসতেন না। খুব দুর্বল হাদীস।

হজ্ব ও যিয়ারত

১। ان الحاج الراكب لكل خطوة تخطها راحلته

سبعين حسنة والماشى بكل خطوة يخطوها سبع مائة حسنة ـ

বাহনের উপর আরোহী হাজীর জন্যে বাহক জন্তুর প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে ৭০ সওয়াব আর পদব্রজে হজ্ব আদায় কারীর প্রতিপদে রয়েছে ৭শ' সওয়াব।

যয়ীফ হাদীস।

২। ان الله تعالى ينزل على اهل هذا المسجد مسجد مكه فى كل يوم وليلة وعشرين ومائة رحمة : ستين للطائفين واربعين للمصلين وعشرين للناظرين ـ

আল্লহ্ তাআলা প্রতিদিন ও রাত মক্কাবাসীর উপর ১২০টি রহমত নাযিল করেন। ৬০টি তাওয়াফে রত ব্যক্তিদের ৪০টি নামাযে মগ্ন লোকদের আর ২০টি যারা কাবার দিকে চেয়ে থাকেন তাদের জন্য।

দুর্বল হাদীস।

৩। من تزوج قبل ان يحج فقد بداء بالمعصية ـ

যে হজ্ব করার আগে বিবাহ করবে সে (যেনো) গুনাহ্ করতে শুরু করলো।

হাদীসটি বানোয়াট। এজাতীয় অন্যান্য হাদীস জাল।

৪। الحجر الاسود يمين الله فى الارض يصافح بها عباده ـ

হজরে আসওয়াদ যমীনে আল্লার শপথ। এরসাথে মুসাফাহা করা ইবাদত।

যয়ীফ হাদীস। এখানে يمين বলতে চুমা দেয়ার স্থান বুঝানো হয়েছে।

৫। للماشى اجر سبعين حجة والمراكب اجرثلاثين حجة ـ

পদব্রজে হজ্ব আদায় কারীর ৭০ হজ্বের সওয়াব আর যানবাহনে আরোহন করে হজ্ব আদাকারীর জন্যে রয়েছে ৩০ হজ্বের সওয়াব।

জাল হাদীস।

৬। من حج فزار قبرى بعد موتى كان كمن زار فى حياتى

যে হজ্ব করে আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করলো সে যেনো আমার জীবিতাবস্থায় যিয়ারত করলো।
জাল হাদীস।[১]

৭। من زارنى وزار ابى ابراهيم فى عام واحد دخل الجنة ـ

যে আমার ও আমার পিতা ইব্রাহিমের কবর একই বৎসর যিয়ারত করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

বানানো হাদীস।

৯। من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرى من النفاق ـ

যে আমার মসজিদে (মসজিদ নব্বী) কোনো ওয়াক্ত বিরতি না দিয়ে একাধারে ৪০ ওয়াক্ত নামায পড়বে তাকে আগুন থেকে মুক্ত, আযাব থেকে নাজাত প্রাপ্ত এবং নিফাক থেকে নিস্কৃতি প্রাপ্ত হিসেবে লেখা হয়।
হাদীসটি দুর্বল। সনদটি এরূপ–
عبد الرحمن بن ابى الرجال عن نبيط بن عمر وعن

---

১. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন سلسلة الاحاديث খ: ১ পৃ: ৬২,৬৩

انس بن مالك مرفوعا :

এই সনদটি যয়ীফ। এখানকার নবীত্ব রাবীর খোঁজ অন্য কোনো হাদীসের সনদে পাওয়া যায় না। কথাটি অন্যসূত্রে এভাবে আছে–

ومن صلى اربعين يوما فى جماعة يدرك التكبير الاولى كتبت براتان براءة من النار وبراءة من النفاق

এখানে ৪০ দিন তাকবীরে উলাসহ নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। এই হাদীসটিও যয়ীফ।

১০। من ذهب فى حاجة اخيه المسلم قضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة وان لم تقض كتبت له عمرة ـ

যে তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনের জন্য এগিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন করে দেয় তার আমলনামায় একটি হজ্ব ও ওমরার সওয়াব লেখা হয়। আর কাজটি সম্পূর্ণ না করলেও একটি ওমরার সওয়াব লেখা হয়।

জাল হাদীস।

১১। اذا كان يوم عرفة ان الله ينزل الى السماءالدنيا فيباهى بهم الملائكة فيقول : انظروا الى عبادى اتونى شفتا غيرا صاحبين من كل فج عميق اشهدكم انى قد غفرت لهم فتقول الملائكة : يارب فلان كان يرهق ، فلان وفلانة قال: يقول عز وجل : قد غفرت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فما من

يوم اكثر عتيق من النار من يوم عرفة ـ

আরাফাতের দিন আল্লাহ্ তাআলা প্রথম আকাশে অবতরণ করে ফেরেশতাদের সাথে ফখর করে বলেন : আমার বান্দাদের প্রতি তাকিয়ে দেখ; তারা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে ধূলিবালি উড়িয়ে কত কষ্ট করে আমার কাছে এসেছে। তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলেন : হে পরওয়ারদেগার। অমুকে তো রক্তপাত ঘটিয়েছে : অমুক পুরুষ অমুক নারী।...

আল্লাহ্ বলেন : তাদের কে মাফ করা হলো। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আরাফাতের দিনে সবচে বেশী সংখ্যক লোককে দোযখ থেকে নাযাত দেয়া হয়।

যয়ীফ হাদীস।

১২। حجوا فان الحج يغسل الذنوب كمايغسل الماء الدرن

তোমরা হজ্ব কর; কেননা পানি দ্বারা ময়লা ধৌত করার ন্যায় হজ্ব গুনাহকে ধূয়ে মুছে দেয়।

বানোয়াট হাদীস।

১৩। من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له بعد المعتمر الى يوم القيامة

হজ্ব করার নিয়ত করে বের হওয়ার পর মারা গেলে সে কিয়ামত পর্যন্ত হাজী হিসেবে সওয়াব পেতে থাকবে। (এমনিভাবে ওমরাকারীরও একই প্রতিদান।)

দুর্বল হাদীস।

১৪। اذا حج رجل من غير حلة فقال: لبيك اللهم لبيك - قال الله : لا لبيك ولا سعديك ، هذا مردود عليك ـ

হারাম মাল ব্যয় করে হজে এসে লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা বললে আল্লাহ্ জবাবে বলেন : তোমার জন্যে লাব্বাইকা (হাজিরা) নয়, নয় তোমরা জন্যে সাআদাইক (সৌভাগ্য)। বরং এটা তোমার জন্য অভিশাপ।

দুর্বল হাদীস।

১৫। اذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما ، واشتبشرت ارواحهما فى السماء وكتب عند الله برا۔

মা-বাপের পক্ষ থেকে কেউ হজ্ব করলে তা তার নিজের ও বাপ-মায়ের পক্ষ থেকে কবুল হয়ে থাকে এবং আকাশে অবস্থানরত তাদের রূহ তাকে শুভসংবাদ দেয় এবং আল্লার কাছে নেক বান্দা হিসেবে লিখিত হয়।

দুর্বল হাদীস।

১৬। تحية البيت الطواف ـ

বাইতুল্লার সম্মান প্রদর্শন হলো তাওয়াফ করা

এর কোনো ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে হানাফী মাজহারের 'হেদায়া' কিতাবে আছে– من اتى البيت فليحيه بالطواف ـ

'কেউ বাইতুল্লায় আসলে তাওয়াফ করে তার প্রতি সন্মান দেখাও। একথা হাদীস হিসেবে স্বীকৃত নয়। তবে ইহরাম কারীর জন্য বাইতুল্লার ইবাদত তাওয়াফ দ্বারা শুরু করা সুন্নত পরে দু' রাকাআত নামায পড়তে হবে।

১৭। حجة لمن لم حج خير من عشر غزوات وغزوة لمن حج خير من عشر حج – وغزوة فى الحج خير من

عشر غزاوت فى البحر- ومن جاز البحر كانما جاز الاودية كلهم- والمائد فيه كالمشتحط فى دمه -

যার ওপর হজ্ব ফরজ হয়নি এমন লোকের হজ্ব করা ১০টি যুদ্ধের চেয়ে উত্তম। হজ্ব ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তির যুদ্ধ করা দশটি হজ্বের চেয়ে ভালো। নৌপথে একবার যুদ্ধ করা স্থলপথে দশবার যুদ্ধকরার চেয়ে উত্তম। যে নৌ-বাহিনীর অভিযানের ব্যবস্থা করলো সে যেনো সব কিছুর ব্যবস্থা করলো। নৌপথে একবার চক্কর দেয়া রক্তের কনিকা মতো (শক্তির সহায়ক)।

দুর্বল হাদীস।

১৮। كان اذا استلم الحجر قال : اللهم ايمانابك وتصديقا بكتابك واتباعا سنة نبيك -

হজরে আসওয়াদ চুমু দেয়ার সময় এই দোয়া পড : আল্লাহুম্মা ..

মওকুফ, যয়ীফ হাদীস। হাদীসটির সনদে মুহাম্মদ বিন মুহাজির নামের রাবী একজন অজ্ঞাত লোক।

১৯। الاضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة -

কুরবানী দানকারী ব্যক্তির জন্য কুরবানীর জন্তুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি সওয়াব রয়েছে।

জাল হাদীস।

২০। يأتى على الناس زمان يحج اغنياء امتى للنزهة واوسطهم للتجارة قراؤهم للريا والسعة وفقرا ؤهم للمسألة -

মানুষের কাছে এমন একটি সময় আসবে তখন আমার উম্মতের ধনী

লোকেরা হজ্ব করবে বনভোজনের জন্য, মধ্যম শ্রেণী লোকেরা হজ্ব করবে ব্যবসার জন্যে, শিক্ষিত লোকেরা করবে দেখানো ও শুনানোর জন্যে এবং দরিদ্র লোকেরা করবে ভিক্ষার জন্যে।

যয়ীফ হাদীস। হাদীসটি দুর্বল হলেও আমাদের সমাজে হজ্ব করার এরূপ একটি প্রবণতা লক্ষণীয়। এবং ইদানিং ভিক্ষুকের সংখ্যাও বাড়তে দেখা যায়।

২১। من حج عن والديه اوقضى عنهما مغرما بعثه الله يوم القيامة مع الابرار -

বাপ-মায়ের পক্ষথেকে হজ্জ আদায় করলে অথবা তাদর পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করলে আল্লাহ তাকে নেককারদের মধ্যে গণ্য করে কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত করবেন।

২২। من غسل ميتا فادى فيه الامانة يعنى ستر مايكون منه عند ذلك - كان من ذنوبه كيوم ولدته امه - قال ليله من كان اعلم فان كان لا يعلم فرجل من يرون ان عنده ورعا وامانة -

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করার সময় তার গোপনীয়তা রক্ষা করে আমানতদারীসহ গোসল করালে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় সে নিষ্পাপ হয়ে যায়। এটা হলো তখন যখন সে গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয়। আর জানা না থাকলে তো সে লোকটি হবে তার কাছে পরহেজগার ও আমানতদার।

খুব দুর্বল হাদীস।

الحدود والمعاملات

শাস্তি বিধান ও আচরণ বিধি

১। اذا كانت الهبة لذى رحم لم يرجع فيها -

আত্মীয়ের জন্য হেবা করলে তা ফিরায়ে নেয়া যায়না।

মুনকার হাদীস। হাদীসটি সহীহ হাদীসের খেলাপ। হেবা সম্পর্কে এই হাদীসটিও মরফু' হিসেবে ভিত্তিহীন: لا تجوزالهبة الا مقبوضة -

দখলীয় সত্ব ছাড়া হেবা করা জায়েয নেই।

৩। اياكم والزنا فانه فيه ست خصال : ثلاثا فى الدنيا وثلاثا فى الاخرة- فامال اللواتى فى الدنيا فانه يذهب باليها ويورث الفقرا وينقص الرزق واما اللواتى فى الاخرة فانه يورث سخط الرب وسؤ الحساب والخلود فى النار -

তোমাদের ব্যাভিচার ত্যাগ করা উচিত। কেননা তাতে ছয়টি খারাপ পরিনতি ভোগ করতে হয়। তিনটি দুনিয়ায় আর তিনটি আখেরাতে। দুনিয়ার তিনটি হলো : ব্যভিচারীর লাবন্যতা চলে যায়, জীবিকা হয় সংকীর্ণ, দারিদ্র আসে উত্তরাধিকারী হয়ে। আখেরাতের তিনটি হলো : আল্লার রোষানলে পতিত হওয়া, হিসাব বড় কঠিন হওয়া এবং দোযখে চিরদিনের জন্যে প্রবেশ করা।

হাদীসটি বানানো। এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসগুলোও সাবৈব মিথ্যা। এ কথাগুলো হাদীস নয়। তবে ব্যাভিচারের পরিণতি এরূপ বিভীষিকাময় হওয়ার কথা যথার্থ।

৪। سبعة لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين : والفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المراءة فى دبرها وناكح المرأة ابنتها والزانى بحليلة جاره والموذى والجاره حتى يلعنه ـ

আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন ৭ ধরনের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে পরিত্রানও করবেন না। তাদেরকে বলবেন : প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর; তারা হলো :

হস্ত মৈথুনকারী, পশুর সাথে ব্যভিচারী, পেছন পথে স্ত্রী সহবাসকারী, স্ত্রী ও তার কন্যার সাথে সহবাসকারী, প্রতিবেশী বধূর সাথে ব্যভিচারী এবং প্রতিবেশীকে এমনভাবে জ্বালাতনকারী যে তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

যয়ীফ হাদীস। ইবনে লুহাইআ একজন বিতর্কিত রাবী যার কারণে হাদীসটি দূর্বল হয়ে যায়। এ হাদীসটি যয়ীফ হলেও এরূপ কাজ হারাম ও গর্হিত হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত এবং তা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৫। نهى عن الغنا والا ستمتاع الى الغناء ونهى عن الغيبة والا ستماع الى الغيبة وعن النميية وعن الا ستماع الى النميمة ـ

গান করতে ও শুনতে নিষেধ করা হয়েছে, গীবত করতে ও গীবত শুনতে নিষেধ রয়েছে (এভাবে) পরনিন্দা করতেও শুনতে নিষেধ আছে।

খুব দুর্বল হাদীস। পরনিন্দা করা হারাম হওয়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব এমন হাদীসের প্রয়োজন নেই। আর সর্বপ্রকার গান হারাম নয়। বাদ্যযন্ত্র সহ যৌনোদ্দীপক্ গান নিঃসন্দেহে হারাম। সৎকাজে উদ্দীপক গানকে হারাম বলা যায় না।

৬। ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج والعمرة - قال : فما يكفرها يارسول الله ؟ قال: الهموم فى طلب المعيشة -

এমন কতিপয় গুনাহ আছে যার কাফফারা নামায, রোযা, হজ্ব ও ওমরা দ্বারা সম্পন্ন হয়না। জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রসূলুল্লাহ! তাহলে সে গুনাহের কাফফারা কিসে হয়? তিনি বললেন : জীবিকা অন্বেষণে হন্যে হওয়া।

জাল হাদীস।

আরেকটি হাদীস আছে-

ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صيام ولا صلاة ولا حج ولا جهاد الا الغموم والهموم فى طلب العلم -

অর্থাৎ সেসব গুনাহ ইলম অন্বেষণে বেহুঁশ বেকারার হওয়ার মাধ্যমে মাফ হতে পারে।

এই হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন।

৭। ان الله اذا اراد ان يجعل عبدا للخلافة مسح يده على جبهته -

আল্লাহ্ কোনো বান্দাকে খলীফা নির্ধারিত করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর হাত ঐ বান্দার কপালে মুসেহ করেন।

বানোয়াট হাদীস।

৮। السلطان ظل من ظل الرحمن فى الارض، ياوى اليه كل مظلوم من عباده فان عدل كان له الاجر وعلى الرعية الشكر وان جار او خاف او ظلم كان

عليه الاجر وعلى الرعية الصبر واذا جارت الولاة قحطت السماء واذا منعت الزكاة هلكت المواشئ واذا ظهر الربا (فى نسخة الزنا) ظهر الفقر المسكنة

রাজা-বাদশাহ এই দুনিয়ায় রহমানের ছায়া বিশেষ। আল্লার সকল মজলুম বান্দারা তার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি তিনি ইনসাফ করেন তাহলে তার জন্যে রয়েছে প্রতিদান আর প্রজারা থাকে কৃতজ্ঞ। আর যদি তিনি করেন অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় তাহলে তজ্জন্য রয়েছে প্রায়শ্চিত্য। তখন প্রজারা ধৈয্য; ধারণ করে থাকে। নেতারা অত্যাচারী হলে আকাশের বিপর্যয় দেখা দেয়। যাকাত দেয়া বন্ধ হলে ধ্বংস নেমে আসে পশুকুলের। সুদের (অপর সংস্করণে যিনা) অবাধ প্রচলনে দেখা দেয় অভাব অনটন

হাদীসটি বানানো।

৯। ان الله عزوجل يقول : اناالله لا اله الا انا - ملك الملوك ومالك الملوك وقلوب الملوك يدري وان العباد اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم باالرافة والرحمة وان العباد عصونى حولت قلوب ملوكهم باالسخط والنعمة فساموهم سوءالعذاب-فلا تشتغلوا انفسكم بالدعا على الملوك ولكن اشغلوا انفسكم بالذكر والتضرع اكفكم ملوككم-

আল্লাহ্ তাআলা বলেন : আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। দেশের সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা এবং রাষ্ট্র প্রধানদের অন্তর আমার হাতের মুঠোয়। বান্দারা আমার আনুগত্য করলে আমি রাষ্ট্র প্রধানদের অন্তরকে দয়া ও মায়ায় পরিবর্তন করে দেই আর তারা আমার অবাধ্য হলে রাষ্ট্রপ্রধানদের অন্তরকে পরিবর্তন করে দেই নির্দয় ও কঠোরতায়। ফলে

তারা পতিত হয় অশান্তিতে। সুতরাং বাদশাদের জন্য বদদোয়া করোনা। যিকর ও বিনয় সহ নিজে মগ্ন থাক। তাতে তোমাদের বাদশারাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

খুব দুর্বল হাদীস।

১০। عادي الارض لله ولرسول ثم لكم من بعد- فمن احيا احيا ارضا ميتة فهى له وليس بمحتجر حق بعد ثلاث ستين-

ভূমির জরিপ (প্রথমতঃ) আল্লাহ্ ও রসুলের জন্য। তারপর তোমাদের জন্যে। যে পতিত যমীন আবাদ করবে যমীন তারই হবে। তিন বৎসর যমীন অনাবাদ রাখলে মালিকানা অধিকার থাকেনা।

হাদীসটির এ ধরনের বর্ণনা মুনকার।

লোকেরা যমীন অনাবাদ রাখতে শুরু করলে ওমর (রা) বললেন :

من احيا ارضا فهى له

"লাংগল যার যমীন তার"। অন্যসূত্রে রসূল থেকেও এরূপ বর্ণনা আছে। কাজেই উল্লেখিত হাদীসটির আগে-পরের কথা অতিরিক্ত বিধায় হাদীসটি মুনকার স্তরের।

১১। لن تهلك الرعية كانت ظالمة سيئة اذا كانت الولاة هادية مهد ية ولن تهلك الرعية وان كانت هادية مهدية اذا كانت الولاة ظالمة سيئة

রাষ্ট্রপ্রধান সৎ ও সত্যপথের অনুসারী হলে জনসাধারণ অসৎ ও অত্যাচারী হলেও তারা কখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেনা। আবার জনগণ সৎ ও ন্যায়ের অনুসারী হলে নেতৃত্ব অসৎ ও অত্যাচারী হলেও জনগণ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবেনা।

দুর্বল হাদীস। হাদীসটির সনদে আবদুল্লাহ্ বিন যায়েদকে যয়ীফ রাবী বলা হয়েছে।

১২। من ارضى السلطان بما يسخط الله فقد خرج من دين الله

আল্লার অসন্তুষ্টিসহ যে রাষ্ট্র প্রধানের সমর্থন করে সে যেনো আল্লার দীন থেকে বের হয়ে গেল।

বানোয়াট হাদীস।

১৩। من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة- لقي الله عزوجل مكتوب عينيه ايس من سهمةالله

যে কোনো মুমিনকে সামান্য কথা দিয়ে হত্যা করতে সহায়তা করে সে তার দু'চোখের মাঝখানে ايس من رحمة الله "রহমত থেকে ব ি ত ব্যক্তি" লেখা অবস্থায় আল্লার সাথে দেখা করবে।

যয়ীফ।

১৪। من امر بمعروف فليكن امره بمعروف

সৎ কাজের আদেশ দাতার নিজের তৎপরতা সৎ হওয়া উচিত।

দুর্বল হাদীস।

১৫। من زني زنى به ولو بحيطان داره

যে যিনা করে তার সাথে যিনা করা হয় যদি ও তার ঘরে প্রাচীর থাকে।

জাল হাদীস।

১৬। من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام -

যে জেনে শুনে কোনো যালেমের সহায়তায় তার সাথে চলাফেরা করে সে

যেনো ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল।

খুবই দুর্বল হাদীস।

১৭। افضل الناس عند الله منزله يوم القيامة امام عدل رفيق وشر عبادالله منزله يوم القيامة امام جائر خرق -

ন্যায়বান বন্ধুভাবাপন্ন নেতার মর্যাদা হাশরের মাঠে সবচেয়ে উত্তম হবে। আর মর্যাদার দিক থেকে অত্যাচারী বদমেজাজী নেতাই হবে সবচে নিকৃষ্ট বান্দাহ্।

দুর্বল হাদীস।

১৮। يجاءبالامير الجائر يوم القيامة فتخاصمه الرعية يتفلحون عليه فيقال له سادعنا ركنا من اركان جهنم

কিয়ামতের মাঠে অত্যাচারী শাসককে হাজির করা হলে জনগণ তার সাথে ঝগড়া করবে এবং শ্যান দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাবে। তখন তাকে বলা হবে ঃ তুমি (অত্যাচার করে মূলতঃ) দোযখের অনেক স্তম্ভের একটি স্তম্ভ আমাদের থেকে বন্ধ করে দিয়েছো। জাল হাদীস।

১৯। ياقديم افلحت ان مت ولم تكن اميراولا كاتبا ولا عريفا

হে কুদাইম! যদি তুমি নেতা, কেরানী ও উপদেষ্টা না হয়ে মরো তাহলে তুমি সফলকাম হলে।

দুর্বল হাদীস।

২০। حد الساحر ضربة بالسيف

যাদুকরের শাস্তি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা। দুর্বল হাদীস।

২১। الشريك شفيع والشفعة فى كل شئ

শরীক বা অংশীদার শফী '(প্রতিবেশীশুলভ অধিকার) হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক বস্তুরই অংশীদারিত্ব শোফা' থাকে।

মুনকার হাদীস।

২২। لعن الله الراشى والمرتشى- والرائش الذى يمشى بينهما

ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয় আল্লাহর্ অভিশপ্ত। ঘুষ যা উভয়ের মধ্যে আনা-গোনা করে। মুনকার হাদীস।

২৩। لن تزول قدما شاهدالزور حتى يوجب الله له النار

আল্লাহ্ কর্তৃক দোযখ অবধারিত না হওয়া অবধি মিথ্যা সাক্ষ্য দাতার স্থীতিশীলতা নেই।
জাল হাদীস।

২৪। مامن قوم يظهر فيهم الزنا الا اخذ وابالسنة ومامن قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوابالرعب

জাতির মধ্যে ব্যাভিচার ছড়িয়ে পড়ার দরুন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আর ভয় ভীতি ও সন্ত্রাস দেখা দেয় ঘুষের অবাধ প্রচলনে।

দুর্বল হাদীস।

২৫। ملعون من لعب بالشطريج

দাবা খেলোয়াড় অভিশপ্ত।
বানোয়াট হাদীস।

২৬। من اهان سلطان الله (فى الارض) اهانه الله

যে আল্লার সুলতানকে অপমান করে (দুনিয়াতে) আল্লাহ্ তাকে অপমান করবেন।

হাদীসটি যঈফ। হাদীসটির সনদ এরূপ- حدثنا حميد بن عمران

سعد بن اوس عن زيادبن كسيب قال (حرج ابن عامر فصعد على المنبر وعليه ثياب رقاق فقال بلال-انظر الى اميركم يلبس لباس الفاسق فقال ابوبكرة من تحت المنبرسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول)

সনদে বর্ণিত যিয়াদ বিন কুসাইব একজন অখ্যাত রাবী। তার থেকে সায়াদ বিন আউস ছাড়া অপর কেউ হাদীস রেওয়ায়েত করেনি।

হাদীসটি ইমাম তিরমিজি (৩০/২), আহমদ (৪২,৪৯/৫) ইবনে হাব্বান সিফাতে (২৫৯/৪), কুজাযী মুসনাদুশ শিহাব (৩৫/২) ইবনে আসকির তারিখে দামেশক' (১/২৩১/৯) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ ও কুজায়ী অন্যসূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা এভাবে করেছেন- ومن اكرم سلطان الله اكرمه الله

(যে আল্লার সুলতানকে সম্মান করে আল্লাহ্ তাকে সম্মান করবেন।[১]

২৭। من زنى اوشرب الخمر نزع الله منه الايمان كما يخلع الانسان القميص من رأسه

মানুষ তার শরীর থেকে মাথা দিয়ে যেভাবে পরিধেয় জামা বের করে আল্লাহ তাআলা সেভাবে ব্যাভিচারী অথবা মদখোরের ঈমান ছিনিয়ে নেন।

যঈফ হাদীস।

২৮। من طلب قضا المسلين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار

মুসলমানদের বিচারক হওয়ার আশা পোষণ করে যে তা লাভ করার পর ন্যায় বিচার করেছে তার জন্যে জান্নাত। আর যার ন্যায় নীতি অন্যায়ের

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- سلسله الاحاديث খ : ৩ পৃ : ৬৪৯

কাছে পরাভূত হয়েছে তার জন্যে দোযখ। দুর্বল হাদীস।

৩০। من كتم شهادة اذا دعى كان كمن شهد بالزور

প্রয়োজনে সাক্ষ্য গোপন করা মিথ্যা সাক্ষীরই নামান্তর।

যঈফ হাদীস।

৩১। لا يدخل ولد الزنا الجنة ولا شئ من نسله الى سبعة اباء

জারজ সন্তান বেহেশতে প্রবেশ করবেনা। (এমনকি) তাদের সাতপুরুষ পর্যন্ত কোনো বংশগত লোক প্রবেশ করবেনা।

বাতিল হাদীস। কেননা কথাগুলো কুরআনের আয়াত (একের পাপে অন্যকে দায়ী করা হবেনা) এবং সহীহ হাদীসের খেলাপ। সহীহ হাদীস হলো

ولد الزنا ليس عليه من اثم ابويه شئ

অর্থাৎ মা-বাপের পাপ জারজ সন্তানের উপর বর্তাবেনা।

৩২। لا يدخل الجنة صاحب خمس : مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولاكاهن ولا نمام

৫ ধরনের লোক বেহেশতে প্রবেশ করবেনা। মদপানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ব্যক্তি, যাদুতে বিশ্বাসী, আত্মীয়তা ছিন্নকারী, কাহিনীকার, যে অন্যের দোষ বলে বেড়ায়।

যয়ীফ হাদীস। অপর কয়েকটি বর্ণনায় 'কাহিনীকার' শব্দটি নেই। তবে কাজগুলো বেহেশতে প্রবেশ করার অন্তরায়।

৩৩। يايها الناس من ولى منكم عملا فحجب بابه عن ذى حاجة المسلمين حجب الله ان يلج بابه الجنة ومن كانت الدنيا نهمته حرم الله عليه جوارى فانى

بعثت بخراب الدنيا ولم ابعث بعمارتها

লোকগণ! তোমাদের মধ্যে যে কাজ করার কর্তৃত্ব পেয়ে মুসলমানদের প্রয়োজনীয়তার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়, আল্লাহ্ তার বেহেশত প্রবেশের দ্বার বন্ধ করে দিবেন। যার চরম কাংখিত বস্তু দুনিয়া, আমার প্রতিবেশী হওয়া তার জন্যে আল্লাহ্ হারাম করে দেন। আমি দুনিয়া আবাদ করার জন্যে প্রেরিত হয়েছি অনাবাদ করার জন্যে নয়।

দুর্বল হাদীস।

৩৪। من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به كان هو ومولوده فى الجنة

যে নবজাতক ছেলের নাম বরকতের আশায় মুহাম্মদ রাখে সে এবং নবজাতক ছেলে বেহেশতে যাবে।

জাল হাদীস।

৩৫। نهى عن الواقعة قبل المداعبة

যৌন সুরসুরি দেয়ার আগে যৌন কাজ করা নিষেধ।

বানানো হাদীস।

৩৬। اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوه عليه بالدفوف

বিবাহের ঘোষণা কর এবং তা মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়ার আয়োজন কর। ঢোল সোহরত করে বিবাহের কথা ছড়িয়ে দাও।

এ ভাষায় হাদীসটি যয়ীফ। বিবাহের ওলীমা করে তা সাধারণে ঘোষণা করে দেয়ার কথা সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে।

৩৭। اربع من سعادة المرء ان تكون زوجته موافقة

واولاده ابرارا واخو انه صالحين وان يكون رزقه فى بلده -

মানুষের সৌভাগ্যের প্রতীক ৪টি। (ক) রুচি সম্মত স্ত্রী পাওয়া (খ) সন্তান সন্ততি নেককার হওয়া (গ) ভাই বেরাদর ভালো হওয়া (ঘ) স্বদেশে জীবিকার ব্যবস্থা থাকা।

খুবই দুর্বল হাদীস।

যাকাত ও দানশীলতা

১। فيماسقت السماء العشر وفيما سقى بنضح اوغرب نصف العشر فى قليله وكثيره

বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাতের পরিমান হলো একদশমাংশ, সেচ প্রকল্পে উৎপাদিত ফসল কম বেশী যাই হোক তার পরিমাণ হলো দশমাংশের অর্ধেক।

হাদীসটির প্রথমাংশ সহীহ, শেষাংশ বানোয়াট।

২। مامن اهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته الا اهداها له جبريل عليه السلام على طبق نور ثم يقف على شفير القبر (فيقول يا صاحب القبر) العميق : هذه هدية اهداها اليك اهلك فاقبلها فيدخل عليه فيفرح بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذين لا يهدى اليهم شئ

কোনো ঘরের কেউ মারা গেলে ঘরবাসীগণ তার নামে কোনো দান সদকাহ করলে সেদান জিব্রাইল (আ) হাদীয়া স্বরূপ একটি নূরের পেয়ালায় করে মৃত লোকটির কবরের পাশে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর তিনি বলেন: (হে

কবরবাসী!) এই হলো তোমার পরিজনের দেয়া হাদিয়া: এটা গ্রহণ কর। একথা বলে তিনি কবরে ঢুকে যাবেন এবং কবরবাসী তাতে আনন্দ ও উৎসব করতে থাকেন। (অপরদিকে) এই কবরের প্রতিবেশী তার পরিজনদের কোনো হাদিয়া না পেয়ে চিন্তাযুক্ত ও শোক করতে থাকে।

বানোয়াট হাদীস। আবু মোহাম্মদ শামী নামীয় রাবী একজন মিথ্যুক লোক।

৩। ما على احدكم اذا اراد ان يتصدق لله صدقة تطوعا انْ يجعلها من والديه اذا كانا مسلمين فيكون لوالديه اجرها وله مثل اجورهما بعد ان لا ينقص من اجورهما شئ

তোমাদের কেউ তার মা বাপের পক্ষ থেকে আল্লার জন্য নফল সদকাহ করলে তার সওয়াব মা-বাপকে দেয়া হয় যদি বাপ-মা মুসলমান হয়। অধিকন্তু সদকা কারীকেও কোনোরূপ কমতি ছাড়াই বাপ-মায়ের সমানই সওয়াব দেয়া হবে।

যয়ীফ হাদীস।

৪। من اطعم اخاه خبزا حتى يشبعه وسقاه ماء حتى يرويه بعّده الله عن النار سبع خناديق بعد ما بين خندقين مسيرة خمسمائة سنة

যে তার ভাইকে পেটভরে রুটি খাওয়ায় এবং তৃষ্ণা মিটায়ে পানি পান করায় আল্লাহ্ তায়ালা তার থেকে দোযখের আগুন সাতটি খন্দক পরিমাণ দূরে নিয়ে যায়। একটি খন্দক থেকে আরেকটি খন্দকের দূরত্ব ৫শ বৎসর ব্যাপী চলার পথ সমান।

জাল হাদীস।

৫। من لذذ اخاه بما يشتهى كتب الله له الف الف

حسنة ومحى الف الف سيئة ورفع له الف الف درجة واطعمه الله من ثلاث جنات - جنة الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد

যে তার ভাইকে মনের চাহিদানুযায়ী সুস্বাদু খাদ্য খাওয়ায় আল্লাহ্ তার আমল নামায় সহস্র সহস্র নেক লেখেন, হাজার হাজার গুনাহ মাফ করেন, তার হাজার হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তিনটি বেহেশ্‌ত থেকে তাকে খাওয়াবেন; জান্নাতে ফিরদাউস, জান্নাতে আদন, জান্নাতে খুল্‌দ।

বানোয়াট হাদীস।

৬। من اطعم اخاه المسلم شهوته حرم الله النار

যে তার মুসলমান ভাইকে তার মনের তৃপ্তি অনুযায়ী খাওয়ায় আল্লাহ্ তার উপর দোযখ হারাম করে দেন।

বাতিল হাদীস।

৭। يا حميراء من اعطى نارا فكانما تصدق بجميع ما نضجت تلك النار ومن اعطى ملحا فكانما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجدالماء فكانما اعتق رقبة ومن سقي مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد فكانما احياها-

হে হোমাইরা! যে কাউকে আগুন দান করলো সে আগুনে যা কিছু জ্বালানো হলো তার সব কিছুই যেনো সে সদকাহ্ করলো। কেউ কাউকে লবন দান করলো সে লবন দিয়ে যা কিছু খাদ্য রুচিকর করা হল তা সবই যেনো সে দান করলো। যেখানে পানি আছে সেখানে কোনো মুসলমানকে পানির শরবত খাওয়ানো গোলাম স্বাধীন করার সমান সওয়াব। আর যেখানে পানি পাওয়া যায়না সেখানে শরবত পান করানো যেনো তাকে জীবন দান

করারই নামান্তর।

হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটির সনদে বর্ণিত রাবীগণ বিতর্কিত।

৮। ان المعروف لا يصلح الا لذى دين اولذى حسب او لذى حكم

দীনদার, অভিজাত ও জ্ঞানী লোক ছাড়া ভালো কাজ আর কারো জন্য ঠিক হয়না।

খুবই দুর্বল হাদীস।

৯। الضيافة على اهل الوبر ولسيت على اهل المدر

স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের জন্যই আতিথেয়তা। অস্থায়ী বা বাস্তহারাদের জন্যে আতিথেয়তা নয়।

জাল হাদীস।

১০। قسم من الله عزوجل لا يدخل الجنة بخيل

মহাপরাক্রমশালী আল্লার কসম! কৃপণ লোক বেহেশতে প্রবেশ করবেনা।

মওযু হাদীস।

১১। كل معروف صدقة وما انفق الرجل فى نفسه واهله كتب له الصدقة وما وقى به المرءعرضه كتب له به صدقة وما انفق المؤمن من نفقة فان خلقها على الله فاالله ضامن الا ما كان فى بنيان او ممصية فقلت لمحدبن المنكدر وما وقى به الرجل عرضه؟ قال ما يعطى الشاعر وذا اللسان المتقى

সব সৎ কাজই সদকাহ্। মানুষ তার নিজের ও পরিজনের জন্য যা কিছুই

ব্যয় করে তা সদকাহ্ হিসেবেই লেখা হয়। মানুষ তার মান ইজ্জত বজায় রাখার জন্যে যা কিছু করে তাও সদকাহ্। মুমিনের প্রত্যেক ব্যয়ের পশ্চাতেই রয়েছে আল্লার সহায়। সুতরাং আল্লাহ্ই তার জিম্মাদার। তবে ব্যয়ের খাত পাপ অথবা গঠনমূলক কাজের তারতম্যে জিম্মাদারীর মধ্যেও তারতম্য ঘটে। আমি মুহাম্মদ বিন মুনকাদারকে বললাম: মানুষ কিসের সাহায্যে ইজ্জত বাঁচাতে পারে? তিনি বললেন: মুত্তাকী কবি এবং কথিকাকার যা করে তাও হতে পারে।

দুর্বল হাদীস।

১২। ليس الدين دواء الا القضا والوفا والحمد

ঋণ পরিশোধ, ওয়াদা পূরণ ও প্রশংসা করাই ঋণের প্রতিশেধক।

খুব দুর্বল হাদীস।

১৩। ماتلف مال فى بر ولا بحر الا بحبس الزكاة

যাকাত আদায় না করার কারণে জলে স্থলে সম্পদ নষ্ট হয়।

মুনকার হাদীস।

১৪। من استطاع منكم ان يقى دينه وعرضه بماله فليفعل

তোমাদের মধ্যে মাল দ্বারা যে তার দীন ও ইজ্জত রক্ষা করতে সক্ষম তাকে তাই করা উচিত।

বানোয়াট হাদীস।

১৫। من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الاجر كمن خدم الله عمره

যে তার মুসলমান ভাইয়ের একটি প্রয়োজন পূরণ করলো সে তার জীবন আল্লার জন্য উৎসর্গ করার মতো সওয়াব পাবে। জাল হাদীস।

১৬। نعم الشئ الهدية امام الحاجة

প্রয়োজনের সময়ের হাদীয়া কতইনা উত্তম জিনিষ।

বানানো হাদীস।

১৭। هدية الله الى المؤمن السائل على بابه

মুমিনের জন্য আল্লার হাদীয়া হলো; একজন ভিখারীকে তার দরজায় উপস্থিত করানোর নামান্তর।

জাল হাদীস।

১৮। وجبت محبة الله على من اغضب فحلم

ক্রোধে উত্তেজিত হওয়ার পর ধৈর্য্যধারণ কারীর জন্য আল্লার মহব্বত অবধারিত হয়ে যায়।

হাদীসটি তথাকথিত।

১৯।: اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما

তোমরা যাকাত দান করার সময় এ দোয়া ভুলে গিয়ে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়োনা। দোয়াটি হলো- আয় আল্লাহ্! এ যাকাত আমার জন্য কর সম্পদশালীরূপে, ঋণী রূপে নয়।

জাল হাদীস।

২০। افضل الصدقة اللسان ؛ قالوا : وما صدقة اللسان؟ قال : الشفاعة يفك بها الا سير ويحقن بها الدم ويجربها المعروف والاحسان الى اخيك المسلم وتدفع عنه الكريهة

মুখ বা যবান সর্বোত্তম সদকাহ্। তারা জিজ্ঞাসা করলো। যবানের সদকাহ কি? তিনি বললেন। সুপারিশ করা; যাতে কয়েদী মুক্তি পায়, খুনাখুনি সংঘটিত হতে রক্ষা পায় এবং তোমার মুসলমান ভাইয়ের সহযোগীতা ও সহমর্মিতা চালু হয় এবং এই যবান দিয়েই তাকে মুসিবত থেকে উদ্ধার করা যায়।

যয়ীফ হাদীস। যবানকে সংযত করার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২১। لان يتصدق الرجل فى حياته بدرهم خير له من ان يتصدق بمائة عند موته

কারো মৃত্যুর সময় শত টাকা সদকাহ করার চেয়ে তার জীবদ্দশায় এক টাকা সদকাহ করা উত্তম।

দুর্বল হাদীস।

২২। ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب ما بقى من اموالكم وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم

তোমাদের অবশিষ্ট মাল পবিত্র করার মানসেই আল্লাহ্ তাআলা যাকাত ফরজ করেছেন। আর তোমাদের পরবর্তীগণের সাথে থাকার উদ্দেশ্যে ওয়ারিশ নির্ধারণ করেছেন।

যয়ীফ হাদীস।

২৩। ليس صدقة اعظم اجرا من الماء

সাওয়াবের দিক থেকে পানি পান করার চেয়ে বড় আর কোনো সদকাহ্ নেই। খুব দুর্বল হাদীস।

২৪। من فتح على نفسه بابا من السوال فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر-

যে নিজের চাওয়া পাওয়ার (ভিক্ষাবৃত্তি) দরজা খুলে দেয় অর্থাৎ বিনা সংকোচে হাত পাতে, আল্লাহ্ তাআলা দারিদ্রের ৭০টি দরজা তার জন্যে খুলে দেয়।

উপরোক্ত ভাষায় হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই। তবে বাইহাকীতে ইবনে আব্বাস থেকে এভাবে বর্ণিত আছে–

من على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به اوعيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب

"যে আপতিত অসচ্ছলতা কিংবা ভারবাহী সন্তান সন্ততির কারণে সাহায্য চাওয়ার হস্ত প্রসারিত করে আল্লহ্ তার জন্যে দারিদ্রের এমন দরজা খুলে দেন যা সে কল্পনাও করেনি।

এই হাদীসটি শাহাদতের ব্যাপারে খুব উত্তম।

২৫। **مثل الذى يعتق عند الموت كمثل الذى يهدى اذا شبع -**

অন্তিম শয্যায় দান করা উদর পূর্তির পর হাদিয়া গ্রহণ করার মতই।

যঈফ হাদীস।

নবীর জীবন চরিত সম্পর্কীয় হাদীস

১। امر صلى الله عليه وسلم الشمس ان تتأخر ساعة من النهار فتأخرت ساعة من النهار

রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যকে দিনের বেলায় এক ঘন্টা দেরী করার নির্দেশ দিলে সূর্য দিনে এক ঘন্টা দেরী করে।

দুর্বল হাদীস।

২। ان الله عز وجل قد رفع الله لى الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذه جليانامن امر الله عزوجل جلاه لنبيه كما جلاه للنبين قبله

আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াটা আমার সামনে তুলে ধরলেন। আমি সেই দুনিয়াটা এবং কিয়ামত দিবস অবধি দুনিয়াতে যা কিছু হবে তা দেখতে ছিলাম। আমি যেনো দেখতেছিলাম এগুলোই জীবনের জন্যে যথেষ্ট, আল্লার নির্দেশের জ্যোতি। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আগেকার নবীদের মতো জোর্তিময় করে দেখিয়েছেন।

খুব দুর্বল হাদীস। হাদীসটির সনদ এরূপ–

ثنا بكر بن سهل ثنا نعيم بن حماد ثنا بقيه عن سعيدبن سنان ثنا ابو الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر مرفوعا

সনদের : (১) সায়ীদ বিন সিনান- মাতরুক (২) বাকীয়াহ্, মুদাল্লাস (৩) নায়ীম বিন হাম্মাদ- যঈফ (৪) বকর বিন সহল, যঈফ।

৩। كان اذا اهتم قبض على لحيته ـ

কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় তিনি স্বীয় দাঁড়ি কবজা করতেন।

যয়ীফ হাদীস। আরো একটি অনুরূপ যয়ীফ হাদীস আছে–

كان اذا شتد غمه مسح بيده على راسه ولحيته وتنفس صعداء وقال حسبى الله ونعم الوكيل فيعرف بذالك شدة غمه

কোনো কাজ অত্যন্ত কঠোর হলে তিনি তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় মাথা দাঁড়ি মুছতেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন : حسبى الله ونعم الوكيل এরূপ অবস্থায় তার চরম চিন্তায় মগ্ন হওয়ার কথ বুঝা যেতো।

৪। كان اذا قام يخطب اخذ عصا فتوكاء عليها وهو على المنبر

রাসূল শুধু মিম্বারে খুতবার জন্যে দাঁড়ালে একটি লাঠি সাথে নিয়ে তার উপর ভর করে দাঁড়াতেন। وهو على المنبر (তাঁর মিম্বার অবস্থান কালে) হাদীসের শেষাংশ সহ এর কোন ভিত্তি নেই।

شرح المواهب اللدنية গ্রন্থে (৩৯৪/৩) আবু দাউদের বর্ণনায় এরূপই বর্ণিত হয়েছে। মিম্বারে দাঁড়িয়ে লাঠিসহ খুৎবা সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মূল্যায়ন সংক্ষেপে করা যায় এভাবে–

(১) হাকাম বিন হাসান বলেছেন :

شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا اوقوس فحمدالله واثنى عليه

এই হাদীসটি আবু দাউদে (১৭২/১), বাইহাকী (২০৬/৩), যাওয়াদে (২১২/৪) এবং ভালখীসের ১৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের

সনদ হাসান। তবে শিহাব বিন মায়াশ সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও অনেকেই তাকে নির্ভর যোগ্য বরং ইবনে খুযাইমাহও ইবনুস সাকান তাকে সঠিক বলেছেন।

(২) আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর থেকে বর্ণিত :

ان النبى صلى الله عليه وسلم كما يخطب بمحضرة فى يده

(নবী আলাইহিস সালাম লাঠি হাতে নিয়ে কোনো সভায় যেমন বক্তৃতা দিতেন।)

এই হাদীসটি আছে তবকাতে (৩৭৭/১) এবং আবু শায়খের ১৫৫ পৃষ্টায়। রাবীগণ সিকা হলেও ইবনে লুআইয়া ছিলেন মতিভ্রম লোক।

(৩) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم يوم الجمعة فى السفر متوكاء على قوس قائما

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন সফরে ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরকে খুৎবা দিতেন।

হাদীসটি আবু শায়খ (১৪৬) একটি সন্দেহযুক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদের হাসান বিন আম্মারা একজন মাতরুক রাবী।

(৪) সাআদ আল কারজাল মুয়াজ্জিন থেকে বর্ণিত আছে :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب فى الحرب خطب على قوس واذا خطب فى الجمعة خطت على عصا

যুদ্ধের মাঠে রাসূল (সা) খুৎবা দিলে ধনুকের উপর ভর করে খুৎবা প্রদান করতেন আর জুমআর খুৎবা দিতেন লাঠির উপর ভর করে।

এ হাদীসটি বাইহাকীতে (২০৬/৩) আছে। সনদের আবদুর রহমান বিন

সাআদ বিন আম্মার একজন দুর্বল রাবী।

ইবনে জুরাইয আতা বর্ণনা করে বলেছেন :

قلت لعطاء : اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على العصا اذا خطب ؟ قال : نعم. كان يعتمد عليها اعتمادا-

আমি আতাকে জিজ্ঞাস করলাম : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেয়ার সময় লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতেন কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ! (রাসুল) লাঠির উপর পুরাপুরিভাবে ভর দিতেন।

হাদীসটি ইমাম শাফিঈ 'আল উম্মে' (১৭৭/১) আল মসনাদের (১৬৩/১) এবং বাইহাকী দু'টি সুত্রে উল্লেখ্য করেছেন। শাফিঈ সাহেবের বর্ণিত সনদের (লাইস বিন আবি সুলাইম) একজন দুর্বল রাবী।

মোটকথা, উপরোক্ত হাদীসগুলো একেতো যয়ীফ বা সহীহ নয়। অধিকন্তু এ হাদীসগুলো দ্বারা মিম্বারে দাঁড়িয়ে লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা দেয়ার কথা বুঝায় না। বরং কখনো খুৎবা বা বিবৃতি দেয়ার প্রয়োজন হলে মাটিতে দাঁড়িয়ে লাঠি বা ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুৎবা দিতেন। কিংবা যেখানে তখনো জুমআর জন্যে মিম্বার ব্যবহার হয়নি। মিম্বারের থাকা অবস্থায় লাঠির উপর ভর করে দাঁড়ানোর কথা হাদীস দ্বারা আদৌ বুঝায় না।[১]

৫। التوكئو على عصا من اخلاق الانبياء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصا يتوكاء عليها ويأمرنا بالتوكاء عليها

লাঠির ওপর ভর দেয়া নবীদের বৈশিষ্ট। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাঠির ওপর ভর দিতেন এবং ভর দেয়ার জন্যে নির্দেশ দেন।

বানানো হাদীস।

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন : سلسلة الاحاديث খ :২ পৃ: ৩৮০-৩৮৩

صحة يا ام يوسف! قال لها لما شربت بوله

হে উম্মে ইউসুফ! এটা স্বাস্থ্যকর; উম্মে ইউসুফ রসূলের পেশাব পান করলে পর রসুল তাকে একথা বললেন।

যয়ীফ।

المواهب اللدنية (২৩১/৪) গ্রন্থে হাদীসটির উল্লেখ আছে। ইবনে জুরাইয থেকে বর্ণিত আছে এভাবে–

صحة یاام یوسف انما مرضت قط حتی کان مرضها الذی مات فیه ...

অর্থাৎ উম্মে ইউসুফ মৃত্যুরোগ ছাড়া অন্য কোনো রোগে কখনো আক্রান্ত হননি।

হাদীসটির সনদে বিতর্কিত রাবী এবং মতনে বিভিন্ন শব্দের সংযোজন ও বিয়োজনে হাদীসটি যয়ীফ হয়ে যায়।

৬। اذهبوا فانتم الطلقاء

তোমরা চলে যাও! (আজ) তোমরা মুক্ত।

ফতেহ মক্কার দিনের রসুলের বহুল প্রচারিত এই ঘোষণাটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং হাদীসটি যঈফ।

ইবনে ইসহাক সিরাতে (৩১/৩২/৪) এবং তার থেকে তাবারী 'তারিখে' (১২০/৩) এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসীর বেদায়া ও নেহায়ায় (৩০০,৩০১/৪) সনদের এ রাবীকে এড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনে ইসহাক মূলত : সাহাবী নন, তিনি তাবেয়ীদের থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি তার উস্তাদের নাম ও উহ্য রেখেছেন। সুতরাং হাদীসটি সহীর আওতায় আসেনা।

৭। جزئ الله عزوجل العنكبوت عنا خيرا فانها نسحبت علي وعليك يا ابابكر فى الغار حتى لم يرنا المشركون ولم يصلوا الينا

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে মাকড়শাকে উত্তম দানে পুরস্কৃত করেছেন। কেননা, এই মাকড়শা আমার এবং তোমার-হে আবু বকর। ওপর গারে হেরায় বাসা বুনেছিল। ফলে মুশরিকরা আমাদেরকে দেখতে পায়নি এবং আমাদের কাছে পৌছতে পারেনি।

মুনকার হাদীস।

৮। انطلق النبى صلى الله عليه وسلم وابوبكر الى الغار فدخلا فيه فنسجت العنكبوت فنسجت على باب الغار وجاءت قريش يطلبون النبى صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا راوا على باب الغار نسخ العنكبوت قالوا : لم يدخله احد وكان النبى صلى الله عليه سلم قائما يصلى وابوبكر يرتقب فقال ابوبكر رضى الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم فداك ابى وامى هولأ قومك يطلوبونك ! اما والله ما على نفسى ابكى ولكن مخافة ان ارى فيك مااكره فقال النبى صلى الله عليه وسلم (لا تحزن ان الله معنا)

নবী আলাইহিস্ সালাম আবু বকরের সমভিব্যহারে গারে হেরার দিকে ছুটে

এসে হেরায় প্রবেশ করলেন। ইত্যবসরে মাকড়শা এসে হেরার গুহার দরজায় বাসা বুনলো। এদিকে কুরাইশ দল নবীর সন্ধানে হেরার গুহার দরজা পর্যন্ত পৌছে মাকড়শার বাসা দেখতে পেয়ে বলাবলি করলো : ভিতরে কেউ প্রবেশ করেনি। রাসুল নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন আর আবু বকর রইলেন পাহাড়ায়। আবু কবর (রা) নবীকে বললেন : আমার মা বাবা আপনার জন্য উৎসর্গকৃত। আপনার গোত্রীয় লোকেরা আপনাকে সন্ধান করছে। আল্লার কসম! আমি কান্না জুড়ে দিতাম। তবে আপনার অসন্তষ্টির ভয়ে আমি এরূপ করিনি। তখন রসুল বললেন : চিন্তা করোনা; (নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন)।

যয়ীফ হাদীস।

আবু বকর কাযী 'মসনদে আবিবকর' গ্রন্থে (২-১/৯১ ক) লিখিত সনদটি এরূপ–

حدثنا بشار خفاف قال : حدثنا جعفر بن سليمان قال : حدثنا ابو عمران جونى قال : حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال : فذكره

এই সনদটি দুর্বল দু' কারণে : (১) ইরসাল : কেননা হাসান বসরী ছিলেন তাবেয়ী : তার থেকে অনেক ইরসাল ও তাদলীসের বর্ণনা আছে।

(২) খাফফাফ হলেন দুর্বল রাবী। ইমাম যাহবী ও আবু খারআ তাকে যয়ীফ বলেছেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকারে হাদীস বলে অভিহিত করেছেন।

তবে হাদীসটির শেষাংশ সহীহ। কেননা এর সমর্থনে রয়েছে কুরআনের এ আয়াত–

الا تنصروه فقد نصره الله ...... وايده بجنود لم تروها

উল্লেখিত হাদীসটির রেখা চিহ্নিত অংশ বুখারী মুসলিমে বর্রা থেকে উল্লেখ আছে। হাফেজ ইবনে কাসীর 'বিদায়ায়' (১৮১/৩) একথার উল্লেখ করেছেন। তবে সেটা হাসানের সূত্রে মুরসাল হয়ে যায়।

হাদীসটি যে দুর্বল তা স্বত:ই প্রমাণিত। কেননা এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ নিজে বলেছেন : وايده بجنود لم تروها

এবংআমি তাঁকে এমন সেনা বাহিনী (ফেরেশতাকুল) দ্বারা সাহায্য করেছি যাদেরকে তুমি দেখনি।"অথচ হাদীসটি বলছে নবীকে মাকড়শা দিয়ে সাহায্য করেছে। ইমাম বাগাভী এ আয়াতের তাফসীরে (১৭৪/৪) বলেছেন :

وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وابصارهم عن رواتيه

এ ভাবার্থের সমর্থনে বেশ কিছু সহীহ হাদীসও রয়েছে।[১]

---

১. হেরা গুহার ঘটনাকে চমকপ্রদ করার জন্য পেশাদার ওয়ায়ীন বেশ রং দিয়ে থাকেন। এদের থেকে সতর্ক থাকার উদ্দেশ্যে হাদীসটির উল্লেখ করা হলো। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন سلسلة الاحاديث খ : ৩ পৃ: ২৬০-২৬৪।